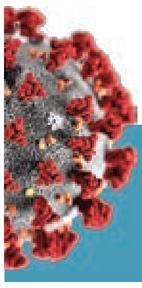

করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

5 May 2022, Thursday, 6th Year, Issue 268, 40 Pages

‘পাপ পুণ্য’ একযোগে মুক্তি পাচ্ছে আমেরিকার শতাধিক প্রেক্ষাগৃহে পৃষ্ঠা ১৫

৫ মে ২০২২, ২৩ বৈশাখ ১৪২৯, ৪ শাওয়াল ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৬৮, পৃষ্ঠা: ৪০

সময় আসছে ঘনিয়ে, তাড়া করছে দুঃসংবাদ

মধ্যবর্তী নির্বাচন

৪৭ শতাংশ লোকজন আসছে নির্বাচনে নিজ এলাকায় রিপালিকান প্রার্থীর পক্ষে।

ইব্রাহীম চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসছে। ডেমোক্র্যাট দল ও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য দুঃসংবাদ ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ডেমোক্র্যাটদের ভরাডুবির মধ্যদিয়ে আসছে নির্বাচনে আমেরিকায় আরেক দফা ইতিহাস সৃষ্টি হতে পারে।

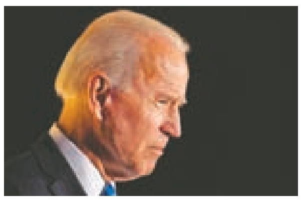

জো বাইডেন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

‘গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট’ উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক। সৈয়দ মাসুদুল কবির

মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ‘গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট’

রোকেয়া দীপা

পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে বিশ্ববিখ্যাত মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে আবার বাংলাদেশের নামে কনসার্ট হচ্ছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বজনমত গঠনের অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ কনসার্ট। স্বাধীন বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরপূর্তিতে 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৬ মে শুক্রবার।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে জানা তথ্যের ব্যয় হচ্ছে ১০ কোটি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে ডেমোক্র্যাটরা?

বিশেষ প্রতিনিধি

আমেরিকার রাজনীতির জন্য মে মাস গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ মার্কিন সিনেট কার দখলে যাবে, সেটি এ মাসেই স্পষ্ট হবে।

সিনেটে দখল নিতে রিপাবলিকান দলের মাত্র একটি আসন দরকার। এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সিনেটের ৩৪টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এরমধ্যে ৭টি আসনে খোলা নির্বাচন। এর মধ্যে রয়েছে অ্যালাব্যামা, মিজৌরি, নর্থ ক্যারোলাইনা, ওকলাহামা, ওহাইও, পেনসিলভেনিয়া এবং ভারমন্ট। এসব

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

গর্ভপাত নিয়ে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের আদেশের খসড়া ফাঁস!

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের গর্ভপাত নিয়ে ১৯৭৩ সালের এক আদেশ পাল্টে দেয়ার আদেশ সুপ্রিম কোর্ট থেকে ফাঁস হয়ে গেছে। রক্ষণশীল বিচারকদের এমন একটি আদেশের গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

থামছে না জীবনঝুঁকির অভিযাত্রা

মানবপাচার

STOP HUMAN TRAFFICKING

বিশেষ প্রতিনিধি

জীবন বিপন্ন করে দেশের থেকে বেরিয়ে পড়ার অভিযাত্রা থামছে না। বাংলাদেশের লোকজনের এমন বেপরোয়া যাত্রা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হচ্ছে বার বার। আদমপাচারকারীদের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে পুরো দেশজুড়ে। অবৈধপথে সীমান্ত পাড়ি দেয়া থেকে শুরু করে নৌকায় সমুদ্র অতিক্রম করার কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে লোকজন। দালাল ও অপরাধীচক্রের মুক্তিপণ আদায়, নির্যাতন-নিপীড়ন করে উন্নত

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ১০ ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ

বিশেষ প্রতিনিধি

বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশ গত বছরের তুলনায় ১০ ধাপ পিছিয়েছে।

৩ মে মঙ্গলবার বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

অসুস্থদের পাশে সারারাত কেউ থাকলে রাত কেটে যাবে শান্তিতে।

আপনার প্রিয়জন যদি ডিমেনশিয়ায় ভোগেন তাহলে তিনি ২৪ ঘন্টার জন্য হোম কেয়ার সার্ভিস পাবেন।

আমাদের সার্ভিস সমূহ:

ফারসোনাল কেয়ার এইডস

হোম হেলথ এইডস

দক্ষ নার্সিং কেয়ার

থেরাপিস্ট

আমরা বাংলায় কথা বলি

HumanCare

HOME HEALTH CARE SERVICES

Companionship. Comfort. Peace of Mind.

Tel: 718-435-1100ex 272

www.HumanCareNY.com

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ–এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

AUTHORIZED e-file PROVIDER

NOTARY PUBLIC

Direct Deposit

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

বাবা-মায়ের কবরের পাশে আন্তিম শয়নে সাবেক অর্থমন্ত্রী মুহিত

বিশেষ প্রতিনিধি

সিলেটে বাবা-মায়ের কবরের পাশে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়েছে।

১ মে রোববার বেলা ৩টা ১০ মিনিটে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। এ সময় কবরস্থানের পাশে ও সড়কে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ ভিড় জমান। শেষ সাক্ষতাকারে সিলেটের সন্তান সিলেটেই ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে রোববার দুপুর সোয়া ২টার দিকে আবুল মাল আবদুল মুহিতের সবশেষ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন আল্লামা মুহিবুল হক গাছবাড়ি। জানাজায় আবুল মাল আবদুল মুহিতের ছোটভাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া সিলেটের বিভিন্ন আসনের সাংসদ, আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা, সরকারি কর্মকর্তাসহ হাজার হাজার মানুষ জানাজায় অংশ নেন। জানাজা শেষে দুপুর ২টা ২০ মিনিটের দিকে মুহিতের মরদেহ পারিবারিক কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুর ২টা ৪০ মিনিটে লাশবাহী গাড়ি কবরস্থানে পৌঁছায়। পরে বাবা আবু আহমদ আবদুল হাফিজ ও মা সৈয়দ শাহার বানু চৌধুরীর কবরের পাশে তাঁকে □চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

এর আগে দুপুর ১২টায় আবুল মাল আবদুল মুহিতের মরদেহবাহী গাড়ি সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পৌঁছায়। সেখানে সিলেটের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ তাঁর মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। শহীদ মিনারে লাশ পৌঁছানোর পরে তাঁর প্রতি সশস্ত্র সম্মাননা জানানো হয়। সেখানে মুহিতকে স্মরণ করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে মুহিতের মরদেহবাহী ফ্রিজার ভ্যান সিলেটের পথে রওনা দেয়। রাত ৯টা ৫০ মিনিটের দিকে নগরের হাফিজ কমপ্লেক্সে এসে পৌঁছায় গাড়িটি। সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা মরদেহ গ্রহণ করেন।

শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা ৫৬ মিনিটে আবুল মাল আবদুল মুহিত রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান। শনিবার বেলা ১১টা ০৫ মিনিটে রাজধানীর গুলশান আজাদ মসজিদে সাবেক অর্থমন্ত্রীর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁর মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর মরদেহ দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে প্রায় ৪৫ মিনিট রাখা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে দাফনের জন্য মরদেহ মুহিতের জন্মস্থান সিলেটে নিয়ে আসা হয়।

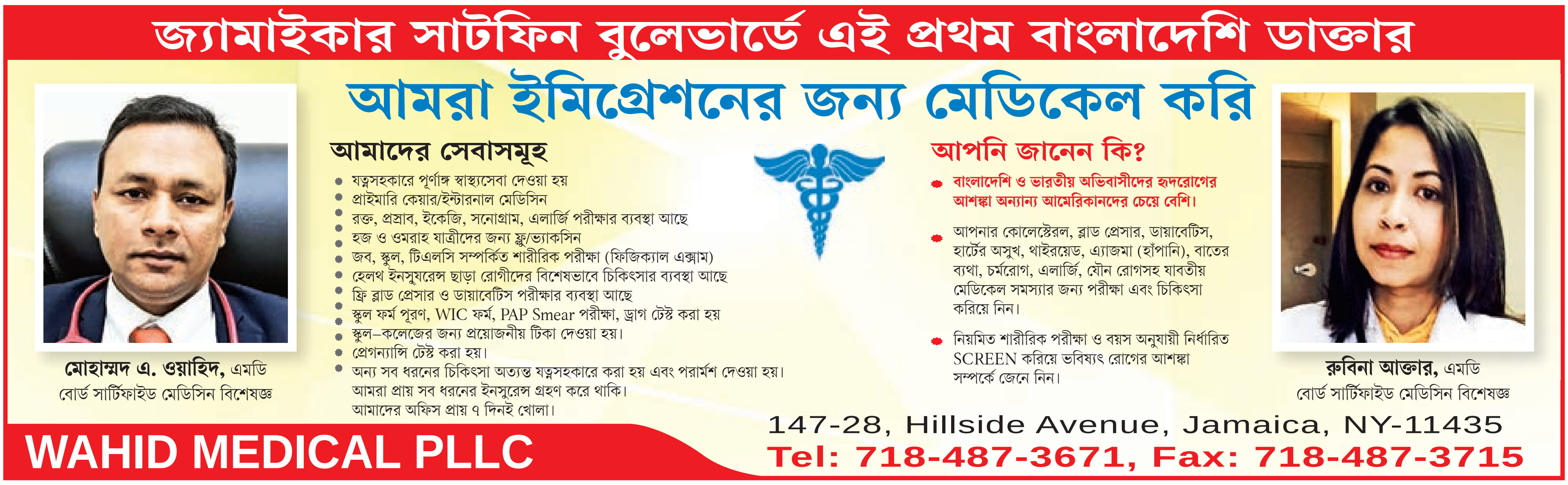

NYC পাবলিক স্কুলগুলো
আপনার ভাষায় কথা বলে

আপনার সন্তানের স্কুল থেকে
ভাষাগত পরিষেবা অনুরোধ করুন!

আরো তথ্যের জন্য অথবা ভাষাগত পরিষেবা বা ল্যাংগুয়েজ সার্ভিসেস সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে, দেখুন:

schools.nyc.gov/Hello

NYC
Department of Education
Translation and Interpretation Unit

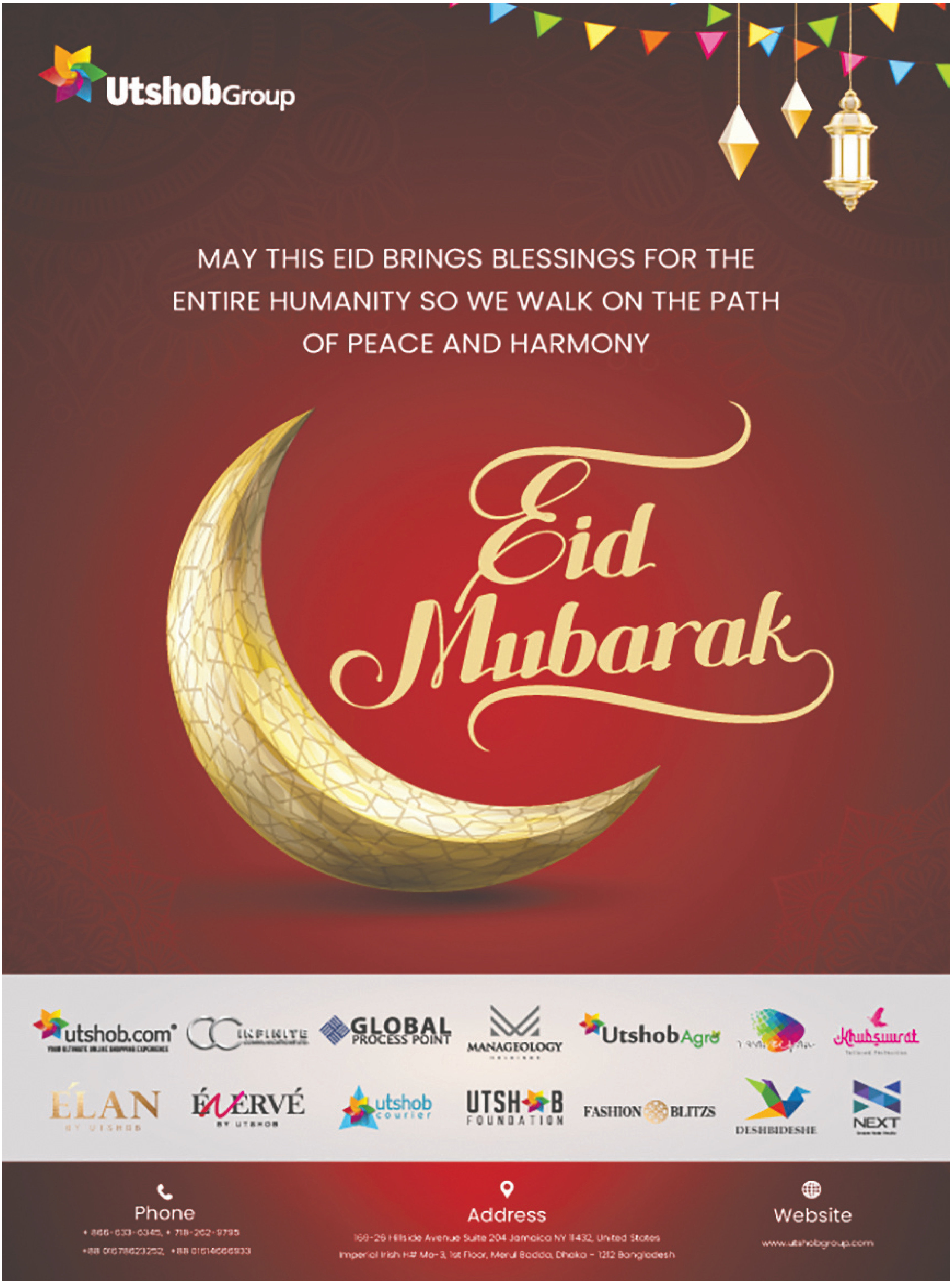
UtshobGroup
MAY THIS EID BRINGS BLESSINGS FOR THE ENTIRE HUMANITY SO WE WALK ON THE PATH OF PEACE AND HARMONY
Eid Mubarak
Phone
+ 866-633-6345, + 718-262-9795
Address
169-26 Hillside Avenue Suite 204 Jamaica NY 11432, United States
Imperial Irish H# Ma-3, 1st Floor, Merul Badda, Dhaka - 1212 Bangladesh
Website
www.utshobgroup.com

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রের কর্মচারিকে ভিসা না দেয়া, কেন এমন হচ্ছে?

স্বাধীনতা অর্জনের পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের উত্থান বিশ্বের কাছে আলোচিত হচ্ছে। স্বাধীনতার জন্য আমাদের লড়াইটা যেমন কঠিন ছিল, তেমনি পাঁচ দশকের এগিয়ে যাওয়াও মসৃণ ছিল না। নানা বাঁকে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়েছে, হোঁচট খেতে হয়েছে। শেষ প্রশ্নে বাঙালি ঘুরে দাড়িয়েছে। দেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। পেছন ফিরে তাকালে আমাদের স্বস্তির অনেক কারণ পাওয়া যায়। অন্তত এ ৫০ বছরে আমাদের অর্জন খুব একটা কম নয়। হয়ত অর্জন আরও বেশি হতে পারত। তবে যা হয়েছে তা খুব সামান্যও নয়, এককথায় অসামান্য। এখন বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক দেশ ও রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আমাদের আরও অনেক বিষয়ে আরও গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি, ২০১৮-২০১৯-এ ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি, ২০১৯-২০২০-এ ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি এবং ২০২০-২০২১ সালের বাজেট ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। ১৯৭২-১৯৭৩ সালের তুলনায় বাজেটের আকার বেড়েছে প্রায় ৭২২ গুণ। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে উন্নয়ন বাজেটের আকার ছিল ৫০১ কোটি টাকা, যা বেড়ে ২০১৮-২০১৯ সালে হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি, যা ৩৪৫ গুণ বেশি। এসব কিছুর প্রতিফলন দেখা যায় বিদ্যুতায়ন, গ্রামীণ সড়কের ঘনত্ব, শিল্পায়ন, গৃহায়ন, নগরায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে। সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও আমাদের ৫০ বছরের অগ্রগতি স্বস্তিদায়ক। যেমন সার্বিক সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু, গড় আয়ু, ইপিআই, নারীর ক্ষমতায়ন, জন্ম ও মৃত্যুহার হ্রাস ইত্যাদিতে অগ্রগতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

সাম্প্রতিক সময় দেশের কিছু ঘটনা বাইরের বিশ্বে ব্যাপক প্রচার পাচ্ছে। অপপ্রচারের কারণেই হোক আর কার্যকারণের জন্যই হোক দেশের বাইরে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠছেই। এর জন্য কে দায়ী, কারা দায়ী —এমন প্রশ্ন, এমন বিতর্ক আমরা করতেই পারি। এ বিতর্কে বাইরের বিশ্বে আমাদের সুনাম বাড়ছে না। একসময় খরা দুর্ভিক্ষের দেশ হিসেবে পরিচিত পাওয়া বাংলাদেশ আজ ভিন্ন এক অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছে। ঢাকার এক সংবাদপত্রের সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভিসা জটিলতার কারণে একের পর এক সফর বাতিল হচ্ছে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের। সরকারি আদেশ থাকা সত্ত্বেও তাদের ভিসা ইস্যু হচ্ছে না। ফলে আন্তর্জাতিক নানা ইভেন্ট থেকে বাদ পড়ছে বাংলাদেশ।

ভিসা না পাওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রয়প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেও জটিলতায় পড়ছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৪ কর্মকর্তার যুক্তরাষ্ট্র সফর সংক্রান্ত একটি সরকারি আদেশ জারি করা হয়। আদেশ অনুসারে, ‘ভেহিকেল মাউন্টেড ডেটা ইন্টারসেপ্টর’ ক্রয় এবং এর সেবার বিষয়ে জানতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার কথা ছিল ওই চার কর্মকর্তার। ক্রয়প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ফ্যাক্টরি অ্যাসেসমেন্ট টেস্টে (এফএটি) অংশ নেয়ার কথা ছিল তাদের। কিন্তু ভিসা জটিলতার কারণে তাদের এ সফর বাতিল করতে হয়েছে। কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন ন্যাশনাল টেলিকম মনিটরিং সেলের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জিয়াউল আহসান, ওই সেলের সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার-২ লেফটেন্যান্ট কর্নেল সামিরুল আলম খান দিলির, জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব নূর-ই-মাহবুবা জয়া, এনটিএমসিতে সংযুক্ত মেজর মো. আহসানুল ইসলাম। আগামী ২৩ থেকে ২৬ মে মোট ৪ দিনব্যাপী তাদের এ সফর হওয়ার কথা ছিল। সফরের সকল খরচ বহন করছে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মোবাইলাম ইনকর্পোরেশন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, ভিসা না পাওয়ায় ওই কর্মকর্তাদের যুক্তরাষ্ট্র সফর বাতিল হয়েছে। পরবর্তীতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে বিষয়টি অবগত করলে তারা ভিন্ন একটি দেশে ফ্যাক্টরি অ্যাসেসমেন্ট টেস্টের আয়োজন করে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বের প্রায় আরও ২০টি দেশে মোবাইলামের অফিস রয়েছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে বেলজিয়ামের ঘেন্ট শহরে নতুন করে এফএটি-এর আয়োজন করা হয়েছে। এদিকে ভিসা না পাওয়ায় জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিতব্য ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন নেটওয়ার্কে (আইসিএন) অংশ নিতে পারছেন না সরকারের আরেক সিনিয়র সচিব। আগামী ৪ থেকে ৬ মে এই সফর অনুষ্ঠানের কথা। ইতোমধ্যে সরকারি আদেশও জারি করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, ভিসা না পাওয়ায় এই সফরে অংশ নিতে পারছেন না সরকারের দুই কর্মকর্তা এবং একজন পরামর্শক। উল্লেখ্য, এর আগেও সরকারের একজন সিনিয়র সচিব ভিসা জটিলতার কারণে যুক্তরাষ্ট্র সফর বাতিল করেন। দুবাই থেকে তাকে ফেরত পাঠানো হয়।

এসব সংবাদ বাংলাদেশের জন্য সম্মানের নয়। আজকের বিশ্বে রাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তাকে বাইরের দেশে রাষ্ট্রীয় কাজে যেতে পারছেন। যেসব দেশ এমন ভিসা প্রত্যাখ্যান করছে, তারা বাংলাদেশকে প্রত্যাখ্যান করছে। রাষ্ট্রের কর্মচারিকে ভিসা না দেয়া মানে শুধু একজন ব্যক্তিকেই ভিসা না দেয়া নয়। এ নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। নিতে হবে কার্যকর উদ্যোগ।

ঈদুল ফিতর : খুশি-আনন্দে মেতে ওঠার উৎসব

জুঁই ইসলাম

পবিত্র ঈদুল ফিতর। মুসলিম উম্মার সর্ববহৎ এই উৎসবকে ঘিরে বর্ণিল সাজে সেজেছে আজ আমার জন্মভুমি সিলেট। নগরীর প্রতিটা মার্কেটে আলোকসজ্জায় ভরপুর। এ যেন এক অন্য ঢঙের সিলেট। বিশেষ করে রাতে মার্কেটে গেলে চারিদিকে চাকচিক্যে মন ছুঁয়ে যায়। অন্যরূপে আজ সিলেটের ঈদ মানে আনন্দ। মানে খুশি। ঈদের আনন্দ লেগে থাকুক প্রতিটি প্রাণে। এবার রমজান মাসজুড়েই উৎসব উৎসব ভাব চারিদিকে জমকালো সব আয়োজন। কারণ একটাই —করোনা পরিস্থিতির কারণে গত দুটি ঈদই মানুষের মনে আনন্দ ছিল না। ঘরের বাইরে যেতে হলে ছিল নানা নিষেধাজ্ঞা। মসজিদে নামাজে যেতে পারেননি মুসল্লিরা। কঠিন ভয়াবহ দিন পার করেছিল বিশ্ববাসী, যা ভোলার নয়। চারিদিকে অসুস্থতা, মৃত্যুপথযাত্রী, অভাব-অনটন যখন বিশ্ববাসীকে গ্রাস করেছিল, তখন ঈদ উৎসব পালনে মানুষের মানসিক পরিস্থিতি ছিল না। একেবারে সাদামাটাভাবে পালন করতে হয়েছে গত দুটি ঈদ-ই। শোকর আলহামদুলিল্লাহ, করোনার ভয়াবহ থাবা এখন পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে বিদায় নিয়েছে। তাই তো এবারের ঈদ উৎসব অনেক বেশি জমকালো ও আনন্দদায়ক। নগরীর প্রতিটি শপিংমলে নতুন নতুন বাহারি পোশাক। ব্যবসায়ীরা ব্যস্ত সময় পার করছেন। সাধারণ জনতার উপচেপড়া ভিড়। ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড়ে মার্কেটে গেলে যাঁতাকলে পড়তে হয়। এজন্য শপিংমলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও মার্কেট কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাসেবীদের সেবা অব্যহত। তাদের কঠোর নজরদারিও রয়েছে। রাস্তার যানজট নিরসনে আমাদের মেয়র মহোদয় সচেতন। তাকে নিজে রাস্তায় নেমে অনেক সময় নগরীর ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে কঠোর সচেতনতাও চোখে পড়ছে।

মানুষ স্বভাবতই আনন্দপ্রিয়। আনন্দ পেতে সবাই ভালোবাসে। আর বছরের দুটি ঈদ-ই বিশ্বের মুসলিম উম্মার জন্য প্রধান দুটি আনন্দের দিন। মানুষের জীবনে যত দুঃখ-কষ্ট থাকুক, কিন্তু তারপরও ঈদের আনন্দে দুঃখ-কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় তারা সদা তৎপর থাকেন।

সবাই কেনাকাটা করছেন যার যার সাধ্য অনুযায়ী। নিজের জন্য, আপনজনদের জন্য। গরীব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোঁটানের জন্যও অনেকই বাজার করছেন, বিলিয়ে দিচ্ছেন অসহায়দের মাঝে নানা উপঢৌকন। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ইসলাম ধর্মে দুটি ঈদ রয়েছে। ঈদ অর্থ আনন্দ বা খুশি।

এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদ আসে তার আপন গরিমায়। বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বৃহত্তর আনন্দ-উৎসবের দিন। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস, রোজার মাস পবিত্র মাহে রমজান শেষে ঈদুল ফিতরের বাঁকা চাঁদ নিয়ে আসে অনাবিল আনন্দ। এ আনন্দ রোজাদার মুসলিমের। যারা দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনায় ছিলেনরত, যারা ইবাদত করেছেন, যাকাত আদায় করেছেন, সদকাহ করেছেন, জাকাতুল ফিতর আদায় করে দরিদ্রের হাত পাতা বন্ধ করেছেন, যারা লাইলাতুল কদর খুঁজেছেন, যারা আত্মিকতা ও ফেরেশতার চরিত্র অর্জন, তার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে প্রবৃত্তির দমন ও বিশুদ্ধকরণ এবং আত্মতুষ্টি, ধৈর্য্য, আল্লাহভীতির মতো গুণসমূহের উন্নতি ও বিকাশে রোজা রেখেছেন।

রোজার মাধ্যমে পেট ও প্রবৃত্তির জৈবিক ও পাশবিক তাড়না থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ঊর্ধ্বজগৎ তথা আপন স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্থাপনে সক্ষম যারা হয়েছেন, যারা রোজার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থেকেছেন, আর যারা সব ধরনের পরনিন্দা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থেকেছেন—তাদের জন্য এ আনন্দ সবচেয়ে বেশি উপযোগী। কিছু লোকের আনন্দ কেবল জাগতিক আনন্দেই সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের আনন্দ একই সাথে জাগতিক এবং পারলৌকিক। ঈদ আসে, ঈদ যায়। এই ঈদকে ঘিরেই মুসলিম সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ধনী-গরিব, শত্রু-মিত্র সবার অনুপম প্রত্যাশা, অনুপম আনন্দ। তারা ধনী-গরিবের, শত্রু-মিত্রের ব্যবধান ভুলে একসঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় করবে। ঈদের খুশি ভাগাভাগি করে নেবে সবাই। ধনী-গরিব সবাই ঈদের দিনে মেতে উঠবে আনন্দ ও খুশিতে। সবাই পরস্পরের সাক্ষাতে বলবে—ঈদ মোবারক।

মায়ের সঙ্গে শেষ দুটি ঈদ

কমল জোহা খান

ঈদে ছিল বাংলাদেশে লম্বা ছুটির ফাঁদ। এর আমেজও ছড়িয়েছে ৩ মে ঈদের দিনকয়েক আগে। ৩০ এপ্রিল শনিবার ছিল। রাত ৮টার দিকে আমার বাল্যবন্ধু সাদাব ওর গাড়ি নিয়ে এলো। আমাকে ড্রাইভ করতে বললো। কিন্তু স্টিয়ারিংয়ে বসতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। তারচেয়ে পেছনের সিটে বসে থাকতেই ভালো লাগছিল। সঙ্গে আরেক ছিল বাল্যবন্ধু হিরন। তিন বন্ধু প্রাণজুড়ানো গল্পের চেষ্টা করলাম। তবে হলো না। মোটেই গল্প-আড্ডার মুড আসছিল না। সবার মধ্যেই সংসারের কেনাকাটার তাগাদা। তাই গল্পে ব্যাঘাত।

ওরাও সংসারের জাতাঁকলে ঢাকাবন্দী ঈদ পালন করবে। আমিও তাই। বৈশাখের গা-জ্বালা গরমে। ঈদের ছুটির দিনগুলোতে ঘুমেই কাটানোর চিন্তা। বিকেল-সন্ধ্যে হলে হয়ত উটপাখির মতো বালুর স্তূপ থেকে মাথা উঁচু করবে। জীবনসঙ্গিনীর তাগাদায় বাধ্য হয়ে দুপুরেও মুখ তুলবে।

ঈদের দীর্ঘ ছুটি হলেও রাজধানী ঢাকার মিরপুরের অলিগলিতে প্রচুর কোলাহল। ব্যাটারিতে চলা রিকশার বেপরোয়া চলাচল ছিল। তাই সাদাবের গাড়ি সাবধানে চলছিল। ওর গাড়ির পেছনে বসে যান আর জনতার চলাচল দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল।

হঠাৎ মনে পড়ল, মিরপুরে প্রথম ঈদ উদযাপনের কথা।

সময় ছিল ১৯৯২ সাল। সম্ভবত এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে সেবার রোজার ঈদ ছিল। আমরা নারিন্দা বসুবাজারের বাড়ি বিক্রি করে মিরপুরের বাড়ি স্থায়ী হয়েছি ওই বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি। নিজেদের আশপাশের কিছু বাড়ি ছাড়া সবাই অচেনা। রাস্তাগুলো সন্ধ্যে হতে না হতেই জনমানবের চলাচল কমে যেত। গাছপালা ছিল প্রচুর। উঁচু উঁচু বাড়িঘর ছিল না বললেই চলে।

সেজন্য মার্চে রোজার সময় গরম তখন খুব একটা অনুভব করতে হয়নি।

রোজার সময় আমার মায়ের ফর্সা মুখ কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। দেখে মনে হতো রক্তশূন্য। তিনি খেতে খেতে প্রায়ই বলতেন, ‘কেন জানি কোনো খাবারে স্বাদ পাচ্ছি না।’ সব সময়ই আম্মার মধ্যে ক্লান্তি চলে আসত।

তবে সংসারের দিকে নজর আগের মতোই কড়া, গোছানো।

ঈদ আসি আসি করছে। বিকেলে আমাকে নিয়ে বের হলেন আম্মা। আমাদের বাড়ির পাশে ছোট্ট বাজার। সেখান থেকে গরুর মাংস কিনলেন। কেজি ৪০ না হয় ৫০ টাকা হবে। তবে মুরগি মিলল না।

রিকশায় চড়ে মিরপুর ১০ নম্বর থেকে কাজীপাড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। কাজীপাড়ায় তখন বেশকিছু পোল্ট্রি মুরগি বিক্রির দোকান ছিল। তখন অবশ্য বয়লার বা দেশি মুরগির পার্থক্য বুঝতাম না। মুরগির আকার বড়, নাদুসনুদুস, তাতে আমার মহানন্দ।

বাড়ি এসে মুরগি কেনার শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর চেষ্টা করলাম। মুরগির রানের আকার বড় হবে, এই ভেবে পেটে ক্ষিদে এলো।

ঈদের দিন আম্মা নিজেই বরাবারের মতো রান্না করলেন। বাড়িতে অনেকেরই আগমন হলে।

অতিথি আপ্যায়ন শেষে আম্মা খেতে খেতে বললেন,’ অনেকদিন পর আজ একটু ভালো করে খেয়েছি।’

অচেনা মিরপুরে সেবার রোজার ঈদ পুরান ঢাকার মতো মহানন্দের না হলেও বিরস ছিল না।

কিন্তু ঈদের পরের বাকি দিনগুলোতে আমাদের পুরো পরিবারকে লড়াই করতে হলো।

মে মাসে আম্মার ক্যান্সার ধরা পড়ল। রফি চাচা (জাতীয় ডা. এমআর খান), হায়দার দুলাভাই (ডা. সাঈদ হায়দার) প্রায়ই আসতেন। কি বলতেন আমার ভাইবোনদের মনে নেই। তবে এটুকু মনে হতো, মা আর বেশিদিন আমাদের কাছে থাকবেন না। ১৯৯২ সালের জুন মাসে কোরবানির ঈদ। এর আগে পাকস্থলি অপারেশন হলো আম্মার। আসলে অপারেশনটি ছিল সবার মনে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য।

ক’দিন পর আম্মা বাড়ি এলেন। এই ভালো তো, এই খারাপ। গা কাঁপিয়ে জ্বর আসত। রক্তক্ষরণ হতো। প্রতিদিন একব্যাগ করে রক্ত যোগার করতে হতো। রাতের মিরপুরে রক্তের ব্যাগ নিয়ে ফিরত দাদা (তিতাস)। কখনও মামা।

এ অবস্থায় কোরবানির ঈদ। একটু আনন্দের জন্য একটি ছাগল কিনতে গেলাম মামার হাত ধরে গাবতলীর হাটে। মনে আছে ৮০০ টাকায় একটি বাদামী রঙের ছাগল কেনা হলো।

ঈদের দিন রান্নার পর এক টুকরো মাংসও মুখে দিতে পারলেন না আম্মা। গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। মাংস মুখের কাছে নিতে শুরু করলেন বমি।

একমাস পরেই ১৯৯২ সালের ১ আগস্ট আম্মা মারা যান।

মাত্র দুটি মাসের ব্যবধানে দুরকম আবহে এসেছিল দুটি ঈদ।

শাওয়াল মাসের ৬টি রোজার ফজিলত

শামীম সিদ্দিকী

পবিত্র রমজান মাস শেষ হয়েই শুরু হয় শাওয়াল মাস। শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখ মুসলমানরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করেন । শাওয়াল মাসের প্রথম দিনটি আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর জন্য আনন্দের দিন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। যে দিনে আমরা ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন করে থাকি এ দিনে রোজা রাখা হারাম করা হয়ছে । ঈদ পরবর্তী সময়ে শাওয়ালের ছয় রোজা পালনে রয়েছে অনেক ফজিলত।

রমজান মাসব্যাপী ফরজ রোজা রেখে আল্লাহ’র সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিভিন্ন ইবাদত করেন সারা মাসব্যপী। পবিত্র রমজানের এই এক মাসের রোজা রাখার সওয়াবকে সারা বছর রোজার সওয়াবে পরিণত করার সুযোগ রয়েছে ইসলাম ধর্মে। রমজানের শেষে শুরু হওয়া শাওয়াল মাসে মাত্র ৬টি রোজা রাখার মাধ্যমে সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব পাওয়া যায় । হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যারা রমজানে রোজা পালন করবে এবং শাওয়ালে আরও ছয়টি রোজা রাখবে; তারা যেন পূর্ণ বছরই রোজা পালন করল।’ (মুসলিম, হাদিস : ১১৬৪; আবু দাউদ, হাদিস : ২৪৩৩)। এক বছরের রোজার সওয়াব এভাবে হয় যে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমের সুরা আনআমের ১৬০ নাম্বার আয়াতে এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে সে দশগুণ বেশি সওয়াব পাবে।’ সে হিসেবে রমজানুল মোবারকের ত্রিশ রোজা তিনশ রোজার সমান হলো। আর শাওয়ালের ৬টি রোজা ষাট রোজার সমান। এভাবে ৩৬টি রোজা বছরের মোট তিনশ ষাটটি রোজার সমান হয়ে যায়।

তা ছাড়া অন্য বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাওবান (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘রমজানের রোজা ১০ মাসের রোজার সমতুল্য আর (শাওয়ালের) ছয় রোজা দুই মাসের রোজার সমান। সুতরাং এই হলো এক বছরের রোজা।’ (নাসায়ি : ২/১৬২)। ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মাহে রমজানের পর শাওয়ালের ৬টি রোজা রাখা পূর্ণ এক বছরের ফরজ রোজার সমান। তেমনি সাধারণভাবে নফল রোজার সওয়াবও বেশি হওয়া প্রমাণিত। কেননা একটি নেকি দশটি নেকির সমান।

হজরত উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি সারা বছর রোজা রাখতে পারব? তখন রাসূল (সা.) বললেন, তোমার ওপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে। কাজেই তুমি সারা বছর রোজা না রেখে রমজানের রোজা রাখ এবং রমজান পরবর্তী শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখ, তাতেই সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব পাবে।

(তিরমিজি : ১/১৫৭)। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি শাওয়ালের ৬টি রোজা রাখে সে গোনাহ থেকে এভাবে পবিত্র হয়ে যায়, যেমন নবজাতক মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় গোনাহ ইসলাম ফরজ নামাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি পোষাতে নফল নামাজ রেখেছে, তেমনি ফরজ রোজার ঘাটতি পূরণেও সদকাতুল ফিতর ও শাওয়ালের রোজা সুন্নত করেছে। এই নফলগুলো ফরজের ত্রুটিগুলোর ক্ষতিপূরণের জন্য।

শাওয়ালের রোজা সুন্নত নামাজের মতো। সুন্নত নামাজ যেমন ফরজ নামাজের উপকারিতা ও অসম্পূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করে। অনুরূপভাবে শাওয়াল মাসের ৬টি রোজা রমজানের ফরজ রোজার অসম্পূর্ণতাকে দূর করে এবং তাতে কোন ত্রুটি থাকলে তা দূর করে থাকে। আর অতিরিক্ত ৬টি নফল রোজার সওয়াব তো আছেই। হাশরের দিন ফরজ আমলে সৃষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতিকে নফলের মাধ্যমে পুরা করা হবে।

শাওয়ালের রোজা রাখার উত্তম সময় হলো ঈদের পরের ৬ দিন। কারণ তাতেই রয়েছে নেক আমলের প্রতি দ্রুত ধাবিত হওয়ার প্রমাণ। রোজাগুলো শাওয়ালের ২ তারিখ হতেই আরম্ভ করতে হবে এমনটা জরুরি নয়। ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে এটাও জরুরি নয়। মাসের যেকোনো সময় এই ৬টি রোজা আদায় করা যায়। বিরতি দিয়েও শাওয়াল মাসের মধ্যে এই ৬টি রোজা রাখা যাবে। সোম এবং শুক্রবারও রাখা যাবে। আরবি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সাথে মিলিয়েও রাখা যাবে।

কেউ প্রতি বছর শাওয়ালের ৬টি রোজা গুরুত্ব সহকারে রাখলে কোনো বছর না রাখতে পারলেও গোনাহগার হবে না। ছয়টি নফল রোজা রাখা সুন্নত। রাসূল (সা.) নিজেও শাওয়ালের রোজা রাখতেন এবং সাহাবায়ে কেরামদেরও রাখার প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করতেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের মতে শাওয়ালের ৬টি রোজা রাখা সুন্নত। ফরজ বা ওয়াজিব নয়। কিন্তু পরিভাষায় এগুলোকে নফল রোজা বলা হয়। কারণ, এগুলো ফরজ ও ওয়াজিব নয়, অতিরিক্ত তথা নফল। হজরত ইবনে মোবারক (রহ.) বলেন, প্রতি মাসের ৩ দিন রোজা রাখার মতো শাওয়ালের ৬ দিন রোজা রাখাও ভালো আমল। আল্লাহ তায়ালা ফরজ ইবাদতের পর সুন্নত ও নফল ইবাদতের প্রতি উৎসাহ ও নির্দেশনা দেন। তাই আসুন আমরা সবাই চেষ্টা করি রমজান মাসের নির্ধারিত রোজার শেষে শাওয়াল মাসে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন ছাড়া শাওয়াল মাসের যে কোন ৬ দিন ৬টি রোজা রেখে সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব অর্জন করি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। আমিন।

সৃজনশীলতার মৌলিক চরিত্র

নাভিদ সালেহ

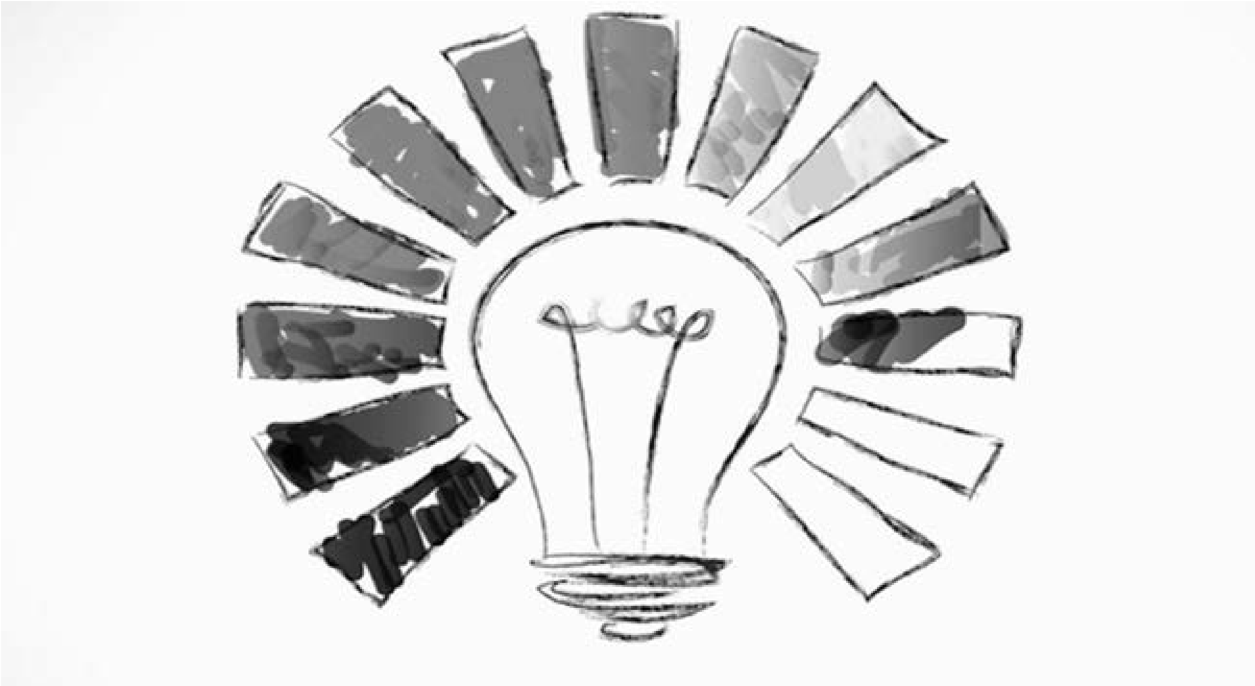

সৃজনশীলতা বা ক্রিয়েটিভিটির স্বজাত উদঘাটন একান্ত জরুরি। যখন মিডিওক্রিটির জঞ্জালে ছেয়ে গেছে আমাদের শিল্পাঙ্গন, যখন উপরিগত আর প্রায়-সারশূন্য বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার দাবিতে মুখরিত হয় আমাদের বিদ্যাঙ্গন, যখন শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে না ছুটে সংখ্যাধিক্যের নেশায় মেতে ওঠে পুরো সমাজ, তখন খাঁটি সৃজনশীলতার খোঁজ যে আমাদের করতেই হবে। প্রতীচ্য যে এ অভিশাপগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত সেকথা বলব না। তবে সেখানে প্রকৃত সৃজনশীলতা চর্চার আঙিনাটি তৈরি হয়েছে ও তা সংরক্ষিত হয়েছে কমপক্ষে কয়েক শতাব্দী। আমাদের সমাজে প্রতিযোগিতার দৌড়ে শামিল হতে গিয়ে সৃজনশীলতা প্রায় হারিয়ে যেতে ধরেছে। এভাবে চলতে থাকলে আরেকজন রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ, কিংবা জগদীশচন্দ্রের জন্ম ও বেড়ে ওঠা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে।

সৃজনশীলতার সংজ্ঞা দিয়েছেন হালের কগনিটিভ সাইকোলজিস্ট মার্গারেট বোডেন। তিনি তাঁর The Creative Mind: Myths and Mechanisms (২০০৪) গ্রন্থে একে ব্যাখ্যা করছেন এভাবে: যে কোনো চিন্তা বা শিল্পকর্ম তখনই সৃজনশীল হয় যখন তা সম্পূর্ণ নতুন, উৎসাহ-উদ্দীপক ও প্রয়োজনীয় হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব। সৃজনশীলতার চিহ্নিতকরণে বোডেন এর তিনটি রূপকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে: ক্রিয়েটিভিটি হতে পারে (১) এক্সপ্লোরেটোরি বা অনুসন্ধানমূলক, (২) কম্বিন্যাটোরিয়াল বা সমন্বয়-সূচক ও (৩) ট্রান্সফরম্যাশনাল বা যুগান্তকারী। ধ্রুপদী গবেষণা কিংবা শিল্পসৃষ্টি অনুসন্ধানমূলক সৃজনশীলতার পথ অনুসরণ করে; অর্থাৎ এ যাবৎ যা আবিষ্কৃত হয়েছে বা সৃষ্টি করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে নতুন ধারণা বা শিল্পের জন্ম দেয়া। এ ধরনের সৃষ্টি সাধারণত ইনক্রিমেন্টাল হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। অন্যদিকে একাধিক জ্ঞান বা সৃষ্টি-ক্ষেত্রের যখন সমন্বয় ঘটে তখন নতুন ধারণা বা শিল্পের জন্ম হয়। এ কম্বিন্যাটোরিয়াল সৃষ্টিতে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এমনকি শিল্পের (যেমন নতুন ধারার চিত্রকর্ম কিংবা সংগীত) জাগরণ হয়ে চলেছে নিত্য। তৃতীয় ধারার সৃজনশীলতা যুগান্তকারী; অর্থাৎ একটি "স্পার্ক অব জিনিয়াসই" কেবল এহেন সৃষ্টির জন্ম দিতে পারে। এভাবেই হয়ত লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা, শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট কিংবা বাঁধা হয়েছে মোৎজার্টের জুপিটার সিম্ফোনি কিংবা চিত্রিত হয়েছে পিকাসোর গুয়ের্নিকা। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ সৃজনশীলতার উৎকর্ষে ইন্ধন জোগাব আমরা? সরকার এখন বাংলাদেশে গবেষণার ওপর জোর দিচ্ছেন, যা নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে। তবে সৃজনশীল গবেষণাক্ষেত্র তৈরার জন্যে এর চরিত্রকে বুঝতে হবে।

আমার মতে, বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে একটি সুস্থ ও সৎ ভাবনাক্ষেত্র তৈরি করা আবশ্যক। এজন্যেই প্রথমেই বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বের নামী জার্নালে দেশব্যাপী একসেস থাকা প্রয়োজন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এমনটি করা হয়েছে। এতে করে, হালের বৈজ্ঞানিক স্থিতি সম্পর্কে দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছুক ছাত্র ও গবেষকেরা অবগত হতে পারবে। অনুসন্ধানমূলক সৃজনশীলতার প্রথম ধাপের দিকে এগুবে দেশ। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ রিভিউয়ের সংস্কৃতি বিনির্মাণ একান্ত জরুরি। বিষয়-বিশেষজ্ঞদের রিভিউ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই কেবল বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট যথাযথ মূল্যমান অর্জন করতে সক্ষম হয়। তৃতীয়ত: গবেষণায় জাতীয় অগ্রাধিকারক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে হবে, যাতে করে সমন্বয়-সূচক কম্বিন্যাটোরিয়াল সৃষ্টির পথ সুগম হয়। কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্ষেত্রেই নয়, শিল্পক্ষেত্রেও সৃজনশীলতার মৌলিক সুরকে গেঁথে দিতে হবে।

একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জনকে উৎসাহ দিতে হবে। যে গায়ক সেই নায়ক কিংবা চিত্রকর হয়ে আবির্ভূত হবে, এ ধারণার অবসান প্রয়োজন। দেশ যেন আজ বহু প্রতিভাসম্পন্ন মেকী দা ভিঞ্চিতে ভরে গেছে। মনে রাখতে হবে, যে কোনো বিষয়ে পারফেকশন আনা সমাজের মেরুদণ্ডে স্থাপিত হওয়া চাই। ভুলেভরা বই, অসংলগ্নভাবে আঁকা চিত্রকর্ম, দামি ক্যামেরাতে তোলা মিডিওকার স্থিরচিত্র কিংবা প্রায় চিন্তাশূন্য চলচ্চিত্র নির্মাণের অবসান অতি আবশ্যক। গুণগত উৎকর্ষই যেন হয় আমাদের ব্রত। তবেই আরেকজন নজরুল কিংবা আরেকজন জয়নুল, অথবা আরেকজন জীবনানন্দকে লালন করবে সমাজ।

আমরা বৈজ্ঞানিক প্রগতির এমন একটি যুগে বাস করছি যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে কিনা সে প্রশ্ন উঠছে। যন্ত্র কি সৃজনশীল হতে পারে? যদি কবিগুরুর সকল সাহিত্যকর্ম স্ট্রিং ডাটা হিসেবে কিংবা পিকাসোর সকল চিত্রকর্ম পিক্সেলেটেড ডাটা হিসেবে কম্পিউটারকে শেখানো যায় তবে কি যন্ত্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে নতুন রবীন্দ্র সাহিত্য কিংবা আনকোরা নতুন পিকাসোর শিল্পকর্ম সৃজন করতে সমর্থ হবে? এ প্রশ্নগুলো ছুঁড়ছেন গণিতবিদ মার্কস দু সৌটোয় তাঁর The Creativity Code গ্রন্থে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌটোয় গাণিতিক আলগোরিদমের ভিত্তিতে এর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছেন। তিনি বলছেন: যন্ত্রকে প্রশিক্ষণ বা ট্রেইন করতে হলে উপাত্তের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ যন্ত্র যদি উপাত্ত সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয় তবে সে উপাত্তের ভিত্তিতে, এলগোরিদম ব্যবহার করে নতুন উপাত্ত তৈরী করতে সক্ষম হবে। এভাবে অনুসন্ধানমূলক কিংবা সমন্বয়-সূচক সৃজনশীল সৃষ্টিযন্ত্রের পক্ষে করা তাই অসম্ভব নয়। তবে একেবারে আনকোরা নতুন যে তথ্য বা উপাত্ত যন্ত্রের জানা নেই, তার উদ্ভাবন কিংবা যুগান্তকারী কোনো নতুন আবিষ্কার করবার ক্ষমতা যন্ত্রের আছে কিনা সে বিষয়ে সৌটোয় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, কেবল গুণী মানুষের পক্ষেই ট্রান্সফর্মেশনাল উদ্ভাবন বা সৃষ্টি সম্ভব তার স্পার্ক যোগ জিনিয়াস-প্রয়োগ করবার মাঝ দিয়ে।

আজ তাই শুদ্ধাচারী মানুষ গড়বার কাজে মন দেয়া চাই। মুক্তচিন্তার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে যাতে আগামীর কুশলী যন্ত্রের কাছে পরাভূত না হই আমরা। আমরা এমন একটি সমাজের প্রত্যাশা করি যেখানে একজন নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী তাঁর সমস্ত সৃজনশীলতাকে প্রয়োগ করে একটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রচেষ্টা নেবে।

সমাজ এমন নিখুঁত প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করবে। স্পার্ক অব জিনিয়াস জোর করে আসে না, তবে এ স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলনের জন্যে যথাযথ পরিবেশ তো তৈরি হওয়া চাই!

একটি অসম্পূর্ণ ঈদ

রতন শরীফ

কমলাপুরে মসজিদের গলিতে খালেক কাকার বিল্ডিংয়ের দোতলায় আমরা ভাড়া ছিলাম বহু বছর। অনেক স্মৃতিময় সেই বাসায় আমরা সাত ভাইবোন, আব্বা-আম্মা, দুজন কাজের লোক ও একজন আত্মীয়সহ মোট পারিবারিক সদস্য ছিল ১২ জন। তার ওপর প্রতিদিনের বিনা নোটিসের গেস্ট তো ছিলই। আম্মা (Aziza Khatun) তখন ঢাকায় কাস্টমস সুপারিনটেনডেন্ট রমনা সার্কেলের দায়িত্বে। চাকরির দায়িত্বভারের ব্যস্ততা সত্ত্বেও বিশাল পরিবারকেও উনি সুন্দরভাবে সামাল দিয়েছেন। সাংসারিক দায়িত্ব, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, আত্মীয়স্বজনের সমস্যা— সবই ছিল আম্মার কাঁধে। ছেলেমেয়েদের বেলায় আব্বার নীতি ছিল একটাই— মাইরের ওপর ওষুধ নাই। স্বভাবতই আমরা আম্মার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। কাজ শেষে বাসায় ফিরে আম্মা পরিবারের সব দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে আমাদের সান্নিধ্যও খুব উপভোগ করতেন। আম্মাকে কোনোদিন কখনও রাগ বা অভিমান করতে দেখিনি। এত পরিশ্রমের পরও আম্মা আমাদের খুশিটাকেই প্রাধান্য দিতেন, সুযোগ হলেই আমাদের সাথে গল্পে মেতে উঠতেন। কষ্টের ব্যাপার হলো— জীবনের এই পর্যায়ে এসে আব্বা-আম্মার পাশে এখন ছোটবোন শীলা ছাড়া আমরা কেউই নেই। সবাই প্রবাসী। এত কষ্ট করে নিজের জীবনের অনেক সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে যে ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন, আজ সবাই বহু দূরে। এককালের বিশাল পরিবারে আজ কেবলই শূন্যতার হাহাকার। মন খুলে দুটো কথা বলার মতো কেউ নেই। হায়রে নিয়তি! শূন্যতার এই কষ্ট এখন নিজে বাবা হয়ে তীব্রভাবে অনুভব করছি।

প্রবাসী হয়েছি আজ প্রায় ৪০ বছর। আমার মেয়ে, নিঝুম, ব্যাচেলর শেষ করে NYC Hospitals-এ কাজ করছে, সাথে মাস্টার্সও করছে। ছোট্ট নিঝুম কখন এত বড় হয়েছে টেরই পাইনি। মনে হয় মাত্র কিছুদিন আগের কথা— পুতুলের মতো করে বান্ডেল করা পিচ্চি এতটুকু মেয়েকে কোলে করে Saint John's Hospital থেকে বাসায় ফিরেছিলাম। এই ফাঁকে অনেক বছর গড়িয়ে গেছে— পিচ্চি নিঝুমও বড় হয়ে গেছে। হয়ত সহসাই কোনো এক রাজপুত্র এসে সঙ্গিনী করে নিয়ে যাবে আমাদের প্রিয় রাজকুমারীকে।

আমার ছেলে, দীপের জন্ম নিঝুমের চার বছর পর— নিঝুমের আদর-আহ্লাদের একক রাজত্বের অংশীদার হয়ে। দেখতে দেখতে দীপও বড় হয়ে যায়। এ ফাঁকে আমার সাথে ওর সম্পর্কটা হয়ে যায় বন্ধুর মতো। আস্তে আস্তে আমিও দীপের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। একে অপরের সাথে সব কিছু শেয়ার করি। পারিবারিক সব কাজেই দীপ আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ড্রাইভার্স লাইসেন্স পাওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার দায়িত্বও দীপ নিয়ে নেয় নিজের কাঁধে। আর কম্পিউটার সংক্রান্ত সব কাজে তো আমার দীপ ছাড়া কোনো গতি নেই। দীপ সব কাজের দায়িত্ব নেয়ায় এই বয়সে এসে আমার জীবনটা অনেক সহজ হয়।

ব্যাচেলর্স ডিগ্রি শেষ হতে হতেই আল্লাহর রহমতে দীপের চাকরি হয় শিকাগোতে। কোম্পানির হেড অফিস নিউইয়র্কে হলেও দীপকে থাকতে হবে শিকাগো। ওর চাকরির সুসংবাদে আমরা অসম্ভব আনন্দিত হলেও আমার ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে— ও দূরে চলে যাবে বলে। জীবনের প্রথম পরিবারের বাইরে গিয়ে একা কিভাবে সব সামলাবে, আমিইবা একা কিভাবে চলবো ইত্যাদি বিভিন্ন চিন্তা মাথায় আসতে থাকে। সবার সামনে যেমন তেমন, অগোচরে চলতে থাকে আমার নীরব অশ্রু বিসর্জন। দীপের দূরে চলে যাওয়াটা মানতে পারছিলাম না। একদিন সকালে মনটা ভীষণ খারাপ লাগছিল। দীপকে জড়িয়ে ধরে বাঁধভাঙ্গা কান্নার সাথে বলতে থাকি— তোমাদের দুজনকে কখনও কোনো কষ্ট দিয়ে থাকলে আমাকে ক্ষমা করে দিও। দীপ অনেকক্ষণ আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকে। নিজেকে কন্ট্রোল করি। আমি এমন করলে দীপও দুর্বল হয়ে যাবে। দেখতে দেখতে দীপের বিদায়ের সময় চলে আসে। এখান থেকেই যোগাযোগ করে শিকাগোতে বাসা নেয়। সবাই মিলে ড্রাইভ করে শিকাগো যাই। দশদিন ওখানে থেকে ওর বাসাটা গুছিয়ে দিই। সবকিছু দিয়েছি তো, মনে হয় আরও কি যেন বাদ পড়ে গেল। সারাক্ষণ মাথায় শুধু এসব চিন্তাই ঘুরে ঘুরে আসে। কথা ছিল দীপকে রেখে আমরা ফিরব। আমরা সবাই চলে এলে ওর খারাপ লাগবে — এই ভেবে ওকে সাথে নিয়ে আসি। আসা-যাওয়া প্লাস শিকাগোতে দশদিন— সব মিলিয়ে মোট দুই হাজার মাইল ড্রাইভ করি বাপ-বেটা মিলে। দুদিন পর দীপ শিকাগোতে ফিরে আকাশপথে। শম্পা এই অল্প সময়ে দীপের পছন্দনীয় সব খাবার রান্না করে ছোট ছোট প্যাকেট বানিয়ে ডীপ ফ্রিজ করে ওর সাথে দেয়। লাগুয়ারডিয়া এয়ারপোর্টে দীপের বিদায়বেলায় শুধু দেখতে থাকি সিকিউরিটি গেইট পার হয়ে ওর চলে যাওয়া। আর নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারিনি— বাঁধভাঙা পানি চোখ ফেটে বেরিয়ে আসে। পিঠে শম্পার সান্ত্বনামাখা হাতের পরশে সম্ভিত ফিরে আসে। বাসায় ফিরে শুরু হয় আমার একাকিত্বের যন্ত্রণা। প্রতিটি সেকেন্ডে অনুভব করি দীপের অভাব। ভয় হয়— ও পারবে তো একা সব ম্যানেজ করতে! দীপ উল্টো আমাকেই সাহস যোগায়— আমার বয়সে তুমি বিদেশে গিয়েছ। আর আমি তো এসেছি শিকাগো। কথা তো সত্যি, কিন্তু মন যে মানে না। গাড়ির সিটে বসলেই কান্না চলে আসে। এই সিটে দীপ বসত। এক সন্ধ্যায় হাউমাউ করে শম্পার সামনেই কান্নায় ভেঙে পড়ি। সুযোগ পেলেই দীপের বেডে শুয়ে থাকি। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় ওর রুমের বাতিটা জ্বেলে দিই। প্রতিদিন কয়েকবার কথা হয়। তবুও অস্থির লাগে।

মাস দেড়েক হয় দীপ গিয়েছে— মনে হয় কয়েক বছর। আশা করে ছিলাম ঈদে দেখা হবে। ব্যস্ততা আর ট্রেনিং পিরিয়ড বলে ছুটি পাবে না। আমরা প্রথম ঈদ করব দীপকে ছাড়া। তারও একই অবস্থা। পরিবারের বাইরে প্রথম ঈদ। এসব ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যায়। বলেছে— লেবার ডে উইকেন্ডে আসবে। দিন গুনছি ছেলেটাকে দেখার আশায়। আমাদের মা-বাবা যেমন বছরের পর বছর অপেক্ষায় থাকেন আমাদেরকে দেখার আশায়!

'তুমি বাসার এত কাজ পারো?'

সাকীব মৃধা

> স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে দেশের বেশ কিছু স্বনামধন্য মিডিয়া হাউসে কাজ করে তেঁতুলিয়ায় এসে ছাগল পালা ও ঘাস কাটারও অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন চা-বাগানে দিনে দুয়েকবার করে পোকা খুঁজি, কোন কীটনাশক দিতে হবে নির্ণয় করি, মাঝে মাঝে আব্বার সঙ্গে তাঁর সবজির বাগানে পানি দিই; তাতে আমার মান যাচ্ছে না, যাবেও না।

'আপনি বাসার এত কাজ করেন!' 'আন্টি আপনাকে দিয়ে এত কাজ করান? আন্টি তো জোস!'—ঢাকা ছেড়ে পঞ্চগড়ে চলে আসার পর থেকে ঘরে ও মাঠে নিজের কাজকর্মের ছবি এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যে ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করার পর থেকে প্রায়ই ইনবক্সে এমন মেসেজ আসে। খানিকটা যে গর্ব হয় না তা নয়, কিন্তু এমনটা কী হওয়ার কথা? ছেলে হোক বা মেয়ে, বাসার কাজ সবারই জানা উচিত না?

আমরা দুই ভাই ঘরের প্রায় সব ধরনের কাজে কমবেশি পারদর্শী। এর পেছনে অবদান রয়েছে আমাদের মা আর বাবার। ছোটবেলা থেকেই ঘর ঝাড়ু দেওয়া থেকে শুরু করে বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা ও ইস্তিরি করা, পানির ট্যাংক পরিষ্কার করা—আমাদের দিয়ে ঘরের হেন কোনো কাজ নেই যে তাঁরা করাননি।

আমি যখন কেজি বা প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী, আব্বা মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর জুতা পলিশ করে দিতে বলতেন। বিরক্ত হতাম এই ভেবে যে জুতা কেন আমাকে পলিশ করে দিতে হবে? এই কাজ তো আমার না! অনেক বছর পরে এসে বুঝতে পেরেছিলাম, নিজের জুতা পলিশ করতে জানাটা আসলেই খুব দরকার। আর এ কাজটার মাধ্যমে আব্বা যে শিক্ষাটা দিতে চেয়েছিলেন তা বুঝেছি আরও পরে—কারও কোনো সৎ কাজই ছোট নয়।

আমার বয়স যখন আট বা নয়, তখন বাজার করার হাতেখড়ি হয়। বাসা থেকে বাজার ছিল প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বে। হেঁটে বাজার করে আবার হেঁটে চলে গেছি বাসায়। বাজারের পরিমাণ বেশি হলে অন্য কথা। আরেকটু বড় হলে পানির বিল, কারেন্ট বিল দেওয়া শেখানো হলো। তখন বিকাশ-নগদ ছিল না। হা-হুতাশ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে বিল দেওয়া লাগত। এর মাঝেই বিছানা ঝাড়া, চাদর বিছানো, ঈদ এলে বাসার সব ফ্যান ও ক্রোকারিজ পরিষ্কার করার শিক্ষা পেয়ে গেছি।

১৯৯৮ সালের দিকের কথা। একবার আম্মা আমাকে দিয়ে লিভিং রুমে নাশতা পাঠাচ্ছেন মেহমানদের জন্য। যাঁরা এসেছেন তাঁদের বাড়ির কর্ত্রী আম্মাকে অনেকটা তাচ্ছিল্যের স্বরেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ছেলেকে দিয়ে নাশতা পাঠাচ্ছেন কেন?' আম্মা কোনো রাখঢাক না করেই বলেছিলেন, 'ভালো কাজই তো করাচ্ছি, ছেলেরা ঘরের কাজ করবে না?'

দেশে-বিদেশে একা থাকার কারণে রান্নাটা বেশ রপ্ত করা হয়ে গেছে। প্রতিদিনের রান্নার পাশাপাশি পিৎজা, কেক, পাউরুটি, ক্রসান্টের মতো বেকিং আইটেমও বানানো শিখে গেছি। এসবের পেছনে ভাইয়ার অনুপ্রেরণা, আমার খুব কাছের বন্ধুদের আর ইউটিউবের অবদানই বেশি। রান্না জানাটা যে কত জরুরি, তা শহরের হোস্টেলে থাকা লাখ লাখ শিক্ষার্থী আর নতুন কর্মজীবীরা জানেন। অথচ অল্পস্বল্প রান্নার শিক্ষাটা বেশির ভাগ ছেলেকেই বাসা থেকে দেওয়া হয় না।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে দেশের বেশ কিছু স্বনামধন্য মিডিয়া হাউসে কাজ করে তেঁতুলিয়ায় এসে ছাগল পালা ও ঘাস কাটারও অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন চা-বাগানে দিনে দুয়েকবার করে পোকা খুঁজি, কোন কীটনাশক দিতে হবে নির্ণয় করি, মাঝে মাঝে আব্বার সঙ্গে তাঁর সবজির বাগানে পানি দিই; তাতে আমার মান যাচ্ছে না, যাবেও না।

মোদ্দাকথা, আমি আমার পরিবার থেকে শিক্ষা পেয়ে এসেছি যে কোনো কাজই ছোট না; বরং কাজ জানতে ও করতে সংকোচের কিছু নেই, এর ভেতর আলাদা একটা আনন্দ আছে, গর্ব আছে। আজকে যেসব কাজ করতে পারার কারণে সাধুবাদ পাচ্ছি, তা থেকে খুব সহজে বোঝা যায় বেশির ভাগ পরিবারেই ছেলেদের দিয়ে কাজ করানো হয় না। অথচ এসব কাজ হচ্ছে 'বেসিক লাইফ স্কিল'। বাসার কাজ জানার ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদের কিছু নেই। ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই সব ধরনের কাজ, 'ফ্যামিলি ভ্যালু', ত্যাগ শেখানোর পাশাপাশি মানুষকে সাহায্য করতে শেখানো উচিত, যেন দুর্দিনে তারা মানুষের পাশে থাকে।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
Hard Money 9%
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

646-920-4799
Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106

Direct Lender
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- ইনভেষ্টমেন্ট
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

নতুন ঠিকানায় আতিথেয়তার সাথে আমাদের সেবা গ্রহণ করুন
37-48 72nd Street 2nd Floor Jackson Heights New York 11372
Tel: 917-722-1405 & 917-722-1408 E-Mail: legalnetwork.us@gmail.com
Visit us at: www.legalnetworkusa.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউথ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা। প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করছে এবং কে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন
- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কনসালটেন্সি।

Visit us at: www.legalnetworkusa.com

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)
37-48 72nd Street 2nd Fl Jackson Heights New York 11372 Tel: 917-722-1405, 917-722-1408 E-Mail: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল
১ মাস ফ্রি

72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372
718-565-9099

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

MANAGEOLOGY
HOLDINGS

YOU OWN, WE MANAGE!

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বাংলাদেশে তাদের প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের জন্য নির্ভরযোগ্য একটি প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান

আমাদের দক্ষতা

এপার্টমেন্ট রেন্ট | প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট | ক্রয় এবং বিক্রয়

Address
1 (917) 485-2179 tanjila@utshob.com www.manageologyholdings.com
168-25A Hillside Ave#2nd Floor,Jamaica NY 11432

সেবাসমূহঃ

- এপার্টমেন্টের ফ্ল্যাট সম্পূর্ণভাবে ভাড়ার উপযোগী করে তৈরি করা, যেমনঃ রঙ করানো, ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক, গ্যাস, বাথরুম সংযোগ পরীক্ষা করে দেয়া এবং ঠিক করা।
- উপযুক্ত এবং যোগ্য ভাড়াটিয়া যাচাই বাছাই করে খুঁজে বের করা।
- সম্ভাব্য ভাড়াটিয়ার জন্য হটলাইনে কল করে এপার্টমেন্ট এবং ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য নেবার সুব্যবস্থা।
- এপার্টমেন্ট ঘুরে দেখানোর জন্য সু-ব্যবস্থা।
- ভাড়ার চুক্তিপত্র তৈরি করে স্বাক্ষর দলিল সংরক্ষণ।
- প্রতি মাসের ভাড়া সংগ্রহ করা এবং ফ্ল্যাট মালিকের নির্দেশিত অ্যাকাউন্টে জমা করা।
- এপার্টমেন্ট প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা ।
- মালিকের পক্ষ হয়ে, এপার্টমেন্ট সম্পর্কিত সকল প্রকার বিল এবং ট্যাক্স সময়মত প্রদান করা ।
- ভাড়া সম্পর্কিত লেনদেনের স্বচ্ছ হিসাব প্রদান করা। বিশেষ করে প্রবাসে ঘরে বসে এপার্টমেন্ট মালিককে ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে ভাড়া এবং বিল সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ও রশিদ দেখার সুযোগ প্রদান।
- এছাড়াও বাংলাদেশে অবস্থিত ফ্ল্যাটবাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে থাকবে পূর্ণ সহযোগিতা।

আস্থার কারণঃ

- উৎসব একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান, বিগত ১৭ বছর ধরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে কাজ করে চলেছে, বিশ্বজুড়ে উৎসবের রয়েছে লক্ষাধিক সন্তুষ্ট গ্রাহক।
- উৎসব গ্রুপের এই নতুন সংযোজিত প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত হওয়ায়, দায়িত্ববোধ এবং জবাবদিহিতা অনেক বেশি।
- গ্রাহকদের জন্য রয়েছে, অনলাইন নিবন্ধনের সুযোগ, যেখানে গ্রাহক নিজস্ব অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে বাড়িভাড়া সংক্রান্ত সকল রশিদ, ইউটিলিটি এবং ট্যাক্স সংক্রান্ত নথিপত্র, রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত সকল রশিদের স্ক্যানকপি দেখতে পারবেন।
- উৎসব এমন একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান, বিগত ১৭ বছরে উত্তর আমেরিকাতে কোন প্রকার অভিযোগ বা দুর্নাম নেই।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

‘দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব’ শীর্ষক আলোচনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

সেন্টার ফর এনআরবি’র উদ্যোগে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক কুইনসের জয়া হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম। এনআরবি সেন্টারের এম এস সেকিল চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জনসমাজের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাঁরা বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং বিষয়ে নানা প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাবেক সাংসদ এম এম শাহীন, চিকিৎসক ডক্টর মাসুদুল হাসান, শিক্ষাবিদ নাইমা খান, ইউএস আর্মি কর্মকর্তা জয় চৌধুরী, চেম্বার নেতা লিটন আহমদ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন নেতা আবদুর রহিম হাওলাদার, পুলিশ কর্মকর্তা ও বাপা নেতা সুমন সাইদ, মুহাম্মদ শামসুল হক, এরশাদ সিদ্দিকী ও নিউইয়র্ক মেয়র নিরাপত্তা টিমের প্রধান কর্মকর্তা হুমায়ুন কবীর, ব্যাংকার ইমতিয়াজ চৌধুরী, জ্যামাইকা ফ্রেন্স সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডা. রাসেল, সাংবাদিক লাভলু আনসার, তরুণ উদ্যোক্তা মফিজুল আহাদ শফি, সাংবাদিক এস এম সোলায়মান, সাংবাদিক শহীদুল ইসলাম, আহাদ আলী সিপিএ, অধ্যাপক হোসনে আরা, হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সহকারী তাসকিরুল ইসলাম নিবিড়, লেখক ও ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য হাসান আলী, নিউ ভোটার এসোসিয়েশনের ডক্টর দিলীপ নাথ, কমিউনিটি নেতা আব্দুর রহমান, ইসলামিক সোসাইটি অব নিউইয়র্ক সিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন আহমদ, ব্যবসায়ী সানোয়ার চৌধুরী, জয়া হলের পরিচালক আব্দুল আহাদ, আইটি এক্সপার্ট শেখ গালিব রহমান, কমিউনিটি নেতা সৈয়দ আতিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির বাণী পাঠ করেন তরুণ আমেরিকান শাহরিয়ার এম চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন লং আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইদা রহমান। আলোচনা শেষে জয়া হলের সৌজন্যে ইফতার আয়োজন করা হয়। এটি স্পন্সর করে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান টিসিবিএল গ্রুপ।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কনসাল জেনারেল ড: মনিরুল ইসলাম।
ছবি: সংগৃহীত

নিউইয়র্কে পাবলিক টয়েলেট সঙ্কট সমাধানের উদ্যোগ

রোকেয়া দীপা

বিশ্বের শীর্ষ নগরগুলোর মধ্যে নিউইয়র্কে পাবলিক টয়েলেট বা রেস্টরুম খুবই অল্প। বিশ্বের পর্যটকদের অন্যতম গন্তব্য নিউইয়র্ক নগরে পাবলিক টয়লেট খুঁজে পাওয়া যায় না। নির্ভর করতে হয় হোটেল-রেস্টুরেন্টের টয়লেটের ওপর।

এ অবস্থার পরিত্রাণের জন্য নগর আইনসভার দু’জন আইনপ্রণেতা নিউইয়র্কে পাবলিক টয়েলেট বৃদ্ধির আইন প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। ম্যানহাটন বোরো প্রেসিডেন্ট মার্ক লেভিন এবং কাউন্সিল মেম্বার রিটা জোসেফ নগর আইনসভাকে এ নিয়ে আইন প্রণয়ন করার আহ্বান জানিয়েছেন। সিটি কম্পট্রোলারের দেয়া ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকার ১০০টি ব্যস্ত নগরের মধ্যে জন অনুপাতে পাবলিক টয়লেটের সহজলভ্যতার অবস্থান নিউইয়র্কে ৯৩তম।

পাবলিক টয়লেট বৃদ্ধির পক্ষের আইনপ্রণেতারা বলেন, নিউইয়র্কের মতো নগরে করোনা মহামারির সময়ে পাবলিক টয়েলেটের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে অনুভূত হয়েছে। মহামারি থেকে বেরিয়ে আসা নিউইয়র্কে কোলাহল বাড়ছে। পর্যটকরা আসতে শুরু করেছেন। নগরজুড়ে ট্রেন স্টেশন বা উদ্যানে চালু পাবিল টয়লেটগুলো প্রায়ই বন্ধ দেখা যায়। জনসাধারণ এসব টয়লেট খুঁজে পেলেও তা ব্যবহার করার জন্য সব সময় উন্মুক্ত থাকে না।

২৮ এপ্রিল নগর আইনসভায় উপস্থাপিত প্রস্তাবে নিউইয়র্ক নগরের সর্বত্র বর্ধিত সংখ্যক পাবলিক টয়লেট স্থাপনের পক্ষে আইন প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, আইনসভার অধিকাংশ সদস্য প্রস্তাবটির পক্ষে দাঁড়াবেন।

শাহ নেওয়াজের অভিযোগে সরে দাঁড়াচ্ছেন মাহতাব

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৪এ’র আগামী প্রাইমারি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলীয় ডিস্ট্রিক্ট লিডার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুই বাংলাদেশি-আমেরিকানের মধ্যে শাহ নেওয়াজের অভিযোগে অপর প্রার্থী মাহতাব খান নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন।

নির্বাচনী আদালতের সিদ্ধান্তেই মাহতাব খান দাঁড়াচ্ছেন বলে জানা গেছে। ২৭ এপ্রিল বুধবার আদালত মাহতাব খানের বিরুদ্ধে শাহ নেওয়াজের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত জানায়। জানা গেছে, শাহ নেওয়াজের অভিযোগ অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৪এ’র আগামী প্রাইমারি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলীয় ডিস্ট্রিক্ট লিডার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মাহতাব খানের পক্ষ থেকে ডেজিগনেশন পিটিশন বা ভোটার স্বাক্ষরিত যে তথ্য নির্বাচন অফিসে দাখিল করা হয়েছে, তাতে অসততার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, একই ব্যক্তির হাতের লেখায় একাধিক নাম, স্বাক্ষর, ঠিকানা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে সন্দেহের উদ্রেগ হয় যে মাহতাব খানের পক্ষে দায়েরকৃত তালিকা সঠিকভাবে তৈরি হয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বী শাহ নেওয়াজের অভিযোগের প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের অ্যাটর্নির উপস্থিতিতে একাধিক দিন শুনানি শেষে আদালত সিদ্ধান্ত জানান।

বুধবার শাহ নেওয়াজ জানান, আদালতের রায়ের পর মাহতাব খানকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে। তার নাম আর ব্যালটে থাকছে না। তিনি বলেন, নির্বাচনী বিধি মোতাবেক একজন প্রার্থীর ডেজিগনেশন পিটিশন দাখিল করতে কমপক্ষে ৫০০ ভোটারের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন লাগে। সেক্ষেত্রে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ৮৬১টি স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন জমা দিলে তার মধ্যে ২২৭টি স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন গৃহীত হয়। ফলে ব্যালট পেপারে তার (মাহতাব খান) নাম থাকবে না এবং আদালতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি আপিলও করতে পারবেন না। শাহ নেওয়াজ বলেন, আদালত অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে রায় দিয়েছেন। সেই সাথে এটি আমার নির্বাচনে প্রাথমিক জয় হয়েছে বলেই মনে করছি।

জাতীয়তাবাদী ফোরামের ইফতার ও দোয়া মাহফিল জাতীয়তাবাদী ফোরামের ইফতার

জাতীয়তাবাদী ফোরামের ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরামের উদ্যোগে ২২ এপ্রিল সন্ধ্যায় জ্যামাইকার পানসি রেস্টুরেন্টে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফোরাম সভাপতি ছাইদুর খান ডিউকের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক এমপি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা নাজিম উদ্দিন আলম, বিশেষ অতিথি যুক্তরাষ্ট্র বিত্রনপি নেতা জিল্লুর রহমান জিল্লু। ফোরামের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মো. নূরুন্নবী কোরান তেলওয়াত ও দোয়া করেন। ইফতারপূর্ব আলোচনায় বক্তব্যে রাখেন নাজিম উদ্দিন আলম, জিল্লুর রহমান জিল্লু, জসিম উদ্দিন ভুইয়া ও মাকসুদুল এইচ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবাদ চৌধুরী, হাবিবুর রহমান, সেলিম রেজা, পারভেজ সাজ্জাদ, হারুন খান, আমানত হোসেন, সোহরাব হোসেন, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, ইঞ্জিনিয়ার খালেক, শরিফুল খালিশদার মুহিত, বেলাল চৌধুরী, মেজবাউজ্জামান, মো. আসাদ, মনির হোসেন।

ফোরাম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ড. নুরুল আমিন পলাশ, ফারুক হোসেন মজুমদার, মাওলানা ওমর ফারুক, নাছিম আহমেদ, মাহবুবুর রহমান মুকুল, মোতাহার হোসেন, আব্দুল মান্নান হোসাইন, বাচ্চু মিয়া, বায়তুল্লাহ শাহিন, আব্দুল মান্নাফ তালুকদার, তরিকুল ইসলাম তুহিন, নজরুল ইসলাম, এলিজা আক্তার মুক্তা, নার্গিস আক্তার, মো. আমির হোসেন, শেখ জহির, আমজাদ হোসেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ফোরাম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ’র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন
TAX FILING 2021
WE DO ALL TYPES OF TAXES
CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

ইনকামট্যাক্স ২০১৯ ইনকামট্যাক্স
আন্‌জুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক
37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372
IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ▶ আবু হেলেন হোসেন
718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

বাড়ছে ইয়েলো ট্যাক্সির ভাড়া

আবদুস শহীদ

নিউইয়র্ক নগরে ট্যাক্সি ভাড়া বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ২০১২ সালে সর্বশেষ ১৭ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির পর এবারেই নতুন করে ভাড়া বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ট্যাক্সি ও লিমোজিন কমিশন এ নিয়ে গণশুনানির আয়োজন করেছে। ২৩ ও ২৪ মে এ শুনানি অনুষ্ঠিত হবে বলে ট্যাক্সি ও লিমোজিন কমিশন জানিয়েছে।

নিউইয়র্কের ক্যাব চালকেরা অ্যাপসভিত্তিক গাড়ির সমপরিমাণ ভাড়া বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন। বর্তমান কাঠামো অনুযায়ী ইয়েলো ট্যাক্সিতে বেইস ফেয়ার বা শুরু করার ভাড়া আড়াই ডলার। এরসাথে যোগ হয় ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে চলা গাড়ির গতি ধরে প্রতি এক-পঞ্চম মাইলের জন্য পঞ্চাশ সেন্টস করে অথবা ঘণ্টায় ১২ মাইলের চেয়ে ধীরগতির জন্য প্রতি মিনিটে পঞ্চাশ সেন্টস করে।

ঠিক কি পরিমাণ ভাড়া বাড়ানো হবে—এ নিয়ে কিছুই জানানো হয়নি এখনও। টিএলসি কমিশনার বলেছেন, কোভিড-পরবর্তী বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে সমন্বয় করে ভাড়া বৃদ্ধি করা হবে। মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে নিউইয়র্ক নগরের প্রায় ১৪ হাজার হলুদ ট্যাক্সির মধ্যে সাড়ে চার হাজারই নাই হয়ে গেছে।

দিলীপ চৌহান এখন ডেপুটি কমিশনার

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস দক্ষিণ এশীয় ফিলিপ চৌহানকে ডেপুটি কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনী বিষয়ে তিনি ডেপুটি কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। দিলীপ চৌহানকে ডেপুটি কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে নগর প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে মেয়র এরিক প্রথম একজন দক্ষিণ এশীয়কে অন্তর্ভূক্ত করলেন।

ডেপুটি কমিশনার দিলীপ চৌহানের প্রাথমিক কাজ হবে কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব থেকে নিউইয়র্ক সিটির পুনরুদ্ধার প্রয়াসে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করে ব্যবসাকে ধরে রাখা।

এক বিবৃতিতে মেয়রকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিলীপ চৌহান বলেন, নিউইয়র্ক সিটি, কূটনৈতিক মহল এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করায় তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। তিনি নিউইয়র্ক সিটিকে একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবেন বলে উল্লেখ করেন।

মেয়র এরিক অ্যাডামসের সাথে দিলীপ চৌহান। ছবি: সংগৃহীত

চৌহান তাঁর বিবৃতিতে বলেন, "কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধার করার সাথে সাথে সিটির পাঁচটি বরোজুড়ে ব্যবসা এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ধরে রাখার জন্য কাজ করব।" তিনি বিবৃতিতে বলেন, কনস্যুলেট অফিসগুলোর সাথে সম্পর্ক পরিচালনার মাধ্যমে জাতিসংঘ স্থায়ী মিশন এবং ট্রেড কমিশনের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের ব্যবস্থাকে উন্নত করবেন। এ কাজের মধ্যদিয়ে তিনি সংখ্যালঘু এবং নারীদের মালিকানাধীন ব্যবসায়িক উদ্যোগসহ সিটির উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক কর্মসূচি থেকে নিউইয়র্কবাসীর সুবিধা নিশ্চিত করবেন।

কুইন্স ব্রিজ থেকে এড কচের নাম সরানোর প্রস্তাব

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক নগরের কুইন্সের সাথে সংযোগের ঐতিহাসিক কুইন্সবরো ব্রিজের নাম পাল্টে দেয়ার জন্য তৎপর হয়েছেন প্রভাবশালী আইনপ্রণেতারা। কংগ্রেসউওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিওসহ অনেকেই এই ব্রিজের নাম এড কচ ব্রিজ রাখার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। সত্তর দশকে নিউইয়র্কের তারকা রাজনীতিবিদ এবং নগরের মেয়র এড কচের নামে ব্রিজটির নামকরণ করা হয়েছিল ২০১১ সালে। সমকামী নাগরিক সংগঠন এ স্থাপনা থেকে তাঁর নাম সরিয়ে নেয়ার আন্দোলনে নেমেছে।

ফিফটি নাইন ব্রিজ নামে পরিচিত ব্রিজটি দিয়ে কুইন্স থেকে ম্যানহাটনে এখনও কোনো টোল ছাড়া প্রবেশ করা যায়। ইস্ট রিভারের ওপর শত বছরের পুরোনো এ ব্রিজটি একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমকামীদের সংগঠন এলজিবিটি ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব উদ্যোগ নিয়েছে এই ব্রিজ থেকে সাবেক মেয়র এড কচের নাম উঠিয়ে দিতে। এ উদ্যোগের সমর্থন জানিয়েছেন কংগ্রেসউওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও, রাজ্য কম্পট্রোলার টম ডিনাপলী, সিটি পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমাইন উইলিয়ামস, ম্যানহাটন বোরো প্রেসিডেন্ট মার্ক লেভিন, ব্রংকস বোরো প্রেসিডেন্ট ভেনেসো গিবসন, কংগ্রেসউওম্যান গ্র্যাস ম্যাং এবং কংগ্রেসম্যান হাকিম জাফরি।

কুইন্স ব্রিজ

জিম আউলস এলজিবিটি ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবের সভাপতি অ্যালেন রকসফ বলেন, নিউইয়র্কে এইডস আক্রান্ত লোকজনকে নিপীড়ন ও বিদ্বেষ প্রদর্শনের সময় মেয়র হিসেবে এড কচ কিছুই করেননি। পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছেন এবং কৃষ্ণাঙ্গ ও আক্রান্ত লোকজনকে অবজ্ঞা করেছেন। ক্লাবের সভাপতি অ্যালেন রকসসের ভালোবাসার 'পার্টনার' ছিলেন জিম আউলস। এইডসে আক্রান্ত হয়ে মেয়র এড কচের সময় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। সমকামী গ্রুপগুলো অভিযোগ করে আসছে, মেয়র হিসেবে এড কচ সেসময় তাদের অবজ্ঞা করেছেন। তাদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। কুইন্স ব্রিজের আরেকদফা নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়ে রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হকুল বা রাজ্যর প্রভাবশালী আইনপ্রণেতা সিনেটর চাক শুমার এখনও কোনো মন্তব্য করেননি।

মাহবুবুর রহমানের 'ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি'র আলোচনা অনুষ্ঠান ১৬ মে

বিশেষ প্রতিনিধি

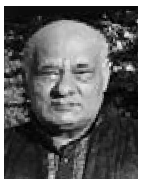

মাহবুবুর রহমান

নিউইয়র্ক প্রবাসী প্রবীণ সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান সাংবাদিকতা করেই জীবন কাটিয়েছেন। প্রাকযৌবন থেকে দেশে সাংবাদিকতা করেছেন দাপটের সাথে। পারিবারিক অভিবাসনে আমেরিকা অভিবাসী হয়েছেন প্রায় চার দশক আগে। প্রবাসে জনসমাজের এগিয়ে যাওয়া, বাংলা সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মাহবুবুর রহমান। একাধিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সৃষ্টিশীল লেখায়ও তিনি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। অভিজ্ঞতালব্দ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর বিভিন্ন কলাম নিয়ে 'ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি' নামে বই প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি।

মাহবুবুর রহমানের 'ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি'

১৬ মে জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে ' ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি' এবং মাহবুবুর রহমানকে নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকেল ছয়টায়। এ অনুষ্ঠান আহ্বান করেছেন সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এমএম শাহীন, টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকার সিইও, সম্পাদক আবু তাহের এবং প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী।

পার্কচেস্টারে প্রবাসী বাংলাদেশিরা মেতে উঠেছিল চাঁদ রাতের উৎসবে। ছবি: সংগৃহীত

উৎসবে মাতোয়ারা পার্কচেস্টার

চাঁদরাত

হাবিব রহমান

এ যেন এক অন্য রকম রাত। আকাশে আতশবাজির ঝলক, মাটিতে সঙ্গীতের মুর্ছনা। ১ মে রোববার সন্ধ্যা থেকে ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে এমনিভাবেই প্রবাসী বাংলাদেশিরা মেতে উঠেছিল চাঁদ রাতের উৎসবে। খলিল বিরিয়ানীর সামনের রাস্তায় ব্রঙ্কস বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইউনিয়ন পোর্ট রোড়ের এক সাইড বন্ধ করে বানানো হয় স্টেজ। দু'পাশে বসে ঈদের সামগ্রী নিয়ে দোকান। বিকেল থেকেই স্থানীয় প্রবাসীরা ছাড়াও আশপাশের স্টেট থেকে অনেকে এসে যোগ দেন চাঁদরাতের এই উৎসবে। রাস্তার দু'পাশে বসে নানা সামগ্রী নিয়ে দোকানের পসরা। কেউ টেবিল নিয়ে বসে মেহেদি লাগাচ্ছেন, কেউ বসেছেন পাঞ্জাবি টুপির পসরা নিয়ে। জামা-কাপড়, শাড়ি চুড়ির সঙ্গে ছিল চটপটি ফুচকার স্টল। খলিল বিরিয়ানীর আমভর্তা আর চটপটির স্টলের লম্বা লাইন পড়ে যায়। বিপুলসংখ্যক নতুন প্রজন্মসহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপচেপড়া ভিড় ছিল এই চাঁদ রাতের উৎসবে। গভীর রাত পর্যন্ত চলা বর্ণিল এ উৎসবে মেতে ওঠেন প্রবাসীরা।

চাঁদরাতের এই উৎসবে মেহেদি শিল্পীরা নতুন প্রজন্মসহ বিপুলসংখ্যক নারীকে মেহেদি রঙে রাঙায় মনের মাধুরী মিশিয়ে। অনেক বিদেশিনীকেও মেহেদি রঙে হাত রাঙাতে দেখা গেছে। অনুষ্ঠান আয়োজকদের অন্যতম খলিল বিরিয়ানী হাউসের স্বত্বাধিকারী খলিলুর রহমান বলেন, চাঁদরাতের এই উৎসব মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। আমরা যে সাড়া পেয়েছি তাতে অভিভূত। আমরা স্টলের জন্য কোনো ভাড়া নেইনি। স্টল মালিকেরা ভালো ব্যবসা কোয় আমাদেরও ভালো লেগেছে।

আরেক আয়োজক পার্টি হাউস গোল্ডেন প্যালেসের কর্ণধার বেলাল জানান, প্রতিবছরই ব্রঙ্কসে চাঁদরাতের উৎসব হয়। এটি এখন ঈদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। তবে এবারের চাঁদরাতের উৎসব অন্যবারের সব অনুষ্ঠানকে ছাড়িয়ে গেছে। একটু পর পর আলোর পসরা নিয়ে আকাশে ছুটে যাচ্ছিল আতশবাজি। আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল আলোর ঝলকানিতে। তারপর পর শুরু হয় খোলামঞ্চে সংগীতানুষ্ঠান। শাহ মাহবুব তাঁর দরাজ গলায় শুরু করেন একের পর এক ঈদের গান। একসময় তাঁর সাথে গলামেলান প্রবাসের আরেক জনপ্রিয় শিল্পী রোকসানা মির্জা। তাঁদের ডুয়েট গানের তালে নাচতে থাকেন উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকরা। অনেক বিদেশিও উপভোগ করেন এই উৎসব। স্কুল-কলেজ বসন্তের ছুটি থাকায় শিশু-কিশোর, তরুণ- তরুণীদের ভিড় দেখা গেছে এই অনুষ্ঠানে। গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠানস্থল ছিল লোকারণ্য।

নিউইয়র্কে চাঁদরাতে হাতে মেহেদি পরে উচ্ছ্বসিত এক নারী। ছবি: প্রথম আলো

চাঁদরাতে মেহেদী উৎসব

রুদ্র মাসুদ

চাঁদরাত উপলক্ষে উৎসবে মেতে উঠেছিল নিউইয়র্কে রোববার রাত। অনুকূল আবহাওয়ায় সিটির কুইন্স ও ব্রুকলিনের সীমান্তবর্তী ওজনপার্ক-সিটিলাইন থেকে শুরু করে জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রংকস, ব্রুকলিনে স্বদেশিরা হাতে মেহেদি উৎসবে জড়ো হন। আর গানের সাথে শিশু-কিশোরদের জন্য রাইড, পপকর্ন, হাওয়াই মিঠাইয়ে দেশিয় ছড়িয়ে আমেজ যায়। সম্পূর্ণ ফ্রিতে মেহেদি হাতে পরাতে শিশু, কিশোরী, তরুণীদের ব্যাপক ভিড় ছিল। পিছিয়ে ছিলেন না গৃহবধূরাও।

রোববার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ওজনপার্কের লিবার্টি প্লাজায় এ উৎসবের আয়োজন করে সামাজিক সংগঠন দেশী সিনিয়র সেন্টার এবং বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টর এন্ড ইয়ুথ সার্ভিস-বেকডিস। সহ-আয়োজক ছিল সিটিলাইন ওজনপার্ক কমিউনিটি পেট্রোল-সিওসপি, মানজিল, ইওর ড্রিম হোমকেয়ার, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক।

মেহেদি সন্ধ্যাকে ঘিরে লিবার্টি প্লাজায় পোশাক ও খাবারের পসরাও বসেছিল। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে হাতে মেহেদি পরানোর পর উচ্ছ্বসিত নাসরিন বেগম (৩২)। হাত মেলে ধরেন ক্যামেরার সামনে। যত্ন করে মেহেদি নান্দকি নকশা করা খাদিজা আক্তারও তৃপ্ত।

এভাবেই একে অপরের সাথে চাঁদরাতের আনন্দ ভাগাভাগিতে মেতে ওঠেন। সন্ধ্যার পরপরই 'ও মন রজমানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' গানের সাথে ছড়িয়ে পড়ে উচ্ছ্বাস। সময় গড়ানোর সাথে একইসাথে চলতে থাকে দেশের জনপ্রিয় গান পরিবেশন। সিটিলাইন ওজনপার্ক কমিউনিটি পেট্রোলের স্বেচ্ছাসেবীদের তদারকিতে শিশু-কিশোরদের রাইড উপভোগ ছিল চোখে পড়ার মতো। হাওয়াই মিঠাই আর পপকর্ন পরিবেশনে শিশুরা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে।

এদিকে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ওজনপার্কে বাংলাদেশি শিশুদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে বাংলা স্কুল চালুর ঘোষণা দেন বেকডিসের প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম। স্কুলটি পরিচালনা করবেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ ফারজিন রাকিবা।

উৎসব ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার তদারিকতে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশী সিনিয়র সেন্টারের সিইও মেসবাহ আবদীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আহাদ, ম্যানেজমেন্ট ইনচার্জ খালেদ রহমান।

জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ব্রংকসের স্টার্লিং অ্যাভিনিউ এলাকা রোববার মধ্যরাতেই জেগে থাকতে দেখা গেছে চাঁদরাতের উৎসবে। কোথাও গাড়ি রাখার জায়গা নেই। যুবক-তরুণেরা স্বদেশি প্রজন্ম গাড়ির ভেঁপু বাজিয়ে, দলবেঁধে ঈদের গান গেয়ে উৎসবমুখর করে তুলেছিলেন পুরো নিউইয়র্ক নগর।

ঈদ উপলক্ষে ছিল আলোকসজ্জা, ঈদ মোবারক লেখা আলোর ঝলক সর্বত্র। সবুজ বাতি দিয়ে ঈদ মোবারক লেখা আলোকসজ্জা ছিল ম্যানহাটনের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এম্পায়ার স্টেট ভবন। বহু ধর্ম, বর্ণের নিউইয়র্ক নগরের সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা, উৎসবের অভিবাদন জানানোর জমজমাট আয়োজন ছিল এবারের চাঁদরাত ঘিরে।

'পাপ পুণ্য' একযোগে মুক্তি পাচ্ছে আমেরিকার শতাধিক প্রেক্ষাগৃহে

বিশেষ প্রতিনিধি

এতদিন ভারতীয় সিনেমার বেলায় যা হয়েছে, এবার বাংলাদেশের সিনেমার ক্ষেত্রে তা ঘটতে যাচ্ছে। নন্দিত নির্মাতা গিয়াসউদ্দিন সেলিম পরিচালিত, ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সিনেমা 'পাপ পুণ্য'র মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোনো সিনেমা একযোগে শতাধিক আন্তর্জাতিক সিনেমা হলে মুক্তির ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে।

ঈদের খুশি হিসেবে আগামী ২০ মে বাংলাদেশের সাথে একই দিনে উত্তর আমেরিকায় তারকাবহুল এই সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছেন আন্তর্জাতিক পরিবেশক 'স্বপ্ন স্কেয়ারক্রো'র প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ অলিউল্লাহ সজীব। এর আগের রেকর্ডটি ছিল 'ঊনপঞ্চাশ বাতাস' সিনেমার। এটি ১৬টি আন্তর্জাতিক থিয়েটারে একসাথে মুক্তি পায়।

সজীব বলেন, "এটাই সেই স্বপ্ন যা এতদিন অবিশ্বাস্য ছিল, অবশেষে বাস্তব হচ্ছে। আমাদের পরিবেশনায় ১৬ নম্বর সিনেমাতেই আমরা একযোগে ১০০ থিয়েটারে বাংলাদেশের সিনেমা মুক্তি দেয়ার মাইলফলক স্পর্শ করছি। এ বছরের শুরুতে আমরা ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলাম, ২০২২ সালে আমাদের মুক্তি দেয়া প্রতিটি সিনেমা ১০০র বেশি উত্তর আমেরিকান সিনেমা হলে একসাথে মুক্তি পাবে। অবশেষে 'পাপ পুণ্য' মুক্তির মাধ্যমে এটি শুরু হচ্ছে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের সিনেমা একটি অত্যন্ত শক্ত পদক্ষেপ ফেলল। এখন থেকে উত্তর আমেরিকায় বসবাস করা মোটামুটি প্রায় সব বাংলাদেশি সিনেমার দর্শক তাদের পাশের কোনো একটি AMC, REGAL, CINEMARK বা CINEPLEX থিয়েটারে গিয়ে বাংলাদেশের সিনেমা উপভোগ করতে পারবেন। এটা শুধু আমাদের জন্য নয়, উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি তথা বাংলাদেশিদের জন্য দারুণ গৌরবের বিষয়।"

এদিকে 'পাপ পুণ্যে'র এমন বিশাল আন্তর্জাতিক মুক্তি উপলক্ষে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ফিল্ম কনসালটেন্ট ও এই সিনেমার ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার আবু শাহেদ ইমন বলেন, "ইমপ্রেসের সিনেমা দিয়ে বাংলাদেশের সিনেমা ১০০টি আন্তর্জাতিক থিয়েটারে মুক্তির মাইলফলক ছুঁতে যাচ্ছে বলে আমরা খুবই গর্বিত ও আনন্দিত। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি পৃথিবীর একটি বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রি হবার পথে এগিয়ে যাবে।"

'মনপুরা'র বিশাল সাফল্যের পর আরেকটি গিয়াসউদ্দিন সেলিম ও চঞ্চল চৌধুরী জুটির সিনেমা নিয়ে দর্শকদের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। সেই সাথে 'পাপ পুণ্য' সিনেমায় আরও আছেন এই সময়ের ক্রেজ সিয়াম আহমেদ, সুঅভিনেত্রী আফসানা মিমি, নবাগত শাহনাজ সুমিসহ একঝাঁক তারকা। নির্মাতা সেলিমের 'ভালোবাসা' নামক ট্রিলজির শেষ সিনেমা এটি।

এদিকে স্বপ্ন স্কেয়ারক্রো সূত্রে জানা গেছে, ২০ মে 'পাপ পুণ্য' আমেরিকার ২৫টি স্টেটের ১০০টি শহরের REGAL/CINEMARK/AMC/HARKINS/SHOWCASE থিয়েটারে একযোগে মুক্তি পাবে।

গভর্নর ক্যাথি হকুলের জনপ্রিয়তা নিম্নগামী

রওশন হক

ডেমোক্র্যাট রাজ্য হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্কেও গভর্নর ক্যাথি হকুলের জনপ্রিয়তা নাজুক হয়ে উঠেছে।

জনমত জরিপে দেখা গেছে, রাজ্য গভর্নর হিসেবে তাঁর কাজে অসন্তুষ্ট নিউইয়র্কের দুই-তৃতীয়াংশ লোকজন।

২৫ এপ্রিল সোমবার সিয়েনা কলেজের জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, নিউইয়র্কের ৬০ শতাংশ লোকজন মনে করেন ক্যাথি হকুল রাজ্য গভর্নর হিসেবে ভালো কাজ করছেন না। আসছে নভেম্বরে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে নির্বাচন করবেন ক্যাথি হকুল। নিউইয়র্কে প্রাইমারির আনুষ্ঠানিকতা পেরিয়েই তাঁকে দলের প্রার্থী হতে হবে। এখন পর্যন্ত ডেমোক্র্যাট দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে তাঁকেই মনে করা হচ্ছে। জনমত জরিপের এমন নিম্নমুখী অবস্থান তাঁর সমর্থকদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এরইমধ্যে।

নিউইয়র্কের অপরাধ দমনে ব্যর্থতার জন্য ৬৯ শতাংশ লোকজন মনে করেন পরিস্থিতির উন্নতিতে গভর্নর হকুল যথাযত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। রাজ্যের অর্থনৈতিক নাজুকতার জন্যও ৬৩ শতাংশ লোকজন গভর্নরকে হকুলকে অপছন্দ করছেন।

সিয়েনা কলেজের জনমত জরিপ বিশেষজ্ঞ স্টিভেন গ্রীনবার্গ বলেন, এখন গভর্নর হকুলের পক্ষে জনমত সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। সাধারণ জনমতে তিনি ২১ শতাংশ পিছিয়ে পড়েছেন। আগের মাসে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল ১১ শতাংশ নিম্নগামী।

মিশিগানের মসজিদে ঈদের জামাত। ছবি: সংগৃহীত

মিশিগানে ঈদ উদযাপিত

পার্থ সারথী দেব, *মিশিগান*

মিশিগানে ২ মে সোমবার ঈদ উদযাপিত হয়েছে। অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট, হ্যামট্রাম্যাক, ওয়ারেন, ট্রয়, স্টার্লিং হাইটস, রয়েল অক, ডিয়ারবনসহ বিভিন্ন স্থানের বাোলি মুসলিম অধিবাসীরা সকালে বিভিন্ন মসজিদে ঈদের জামাতে অংশ নেন।

শীতের কারণে বিভিন্ন মসজিদের ভেতরেই মুসুল্লিরা নামাজ আদায় করেন। তবে কোনো কোনো মসজিদে ভেতর সংকুলান না হওয়ায় অনেকে মসজিদের বাইরে নামাজ আদায় করেন। বেশিরভাগ মসজিদেই একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। গত দুই বছর করোনার বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে ঈদের জামাতে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাই এবার সবার মধ্যেই আনন্দ ছিল। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মধ্যে।

ঈদ উপলক্ষে ২৯ ও ৩০ এপ্রিল দু'দিনব্যাপী ওয়ারেন সিটির আল শাহী প্যালেসে ঈদমেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিনই বিকেল ৬টা থেকে গভীর রাত অবধি মেলা খোলা ছিল।

মেলায় প্রচুর ক্রেতা কেনাকাটা করেছেন বলে অংশ গ্রহণকারীরা জানান।

মেলার আয়োজক কামাল উদ্দিন সাংবাদিকদের জানান, করোনার বিধিনিষেধের কারণে গত দুই বছর ঈদে মানুষজন মেলামেশা, আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাই ব্যতিক্রমী একটা কিছু করে সবাইকে একত্রিত করা ও আনন্দ মেতে ওঠার জন্যই এই ঈদ মেলা।

STAR FURNITURE
Presents
ঈদ উপলক্ষে লাইভ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ঈদ আনন্দ রঙ
SCRIPT, HOST & DIRECTION
ROCKY AALIYAN
EID ANANDA RANG
SUNDAY | MAY 08, 2022 | 8:00PM
QUEENS PALACE
37-11 57TH STREET WOODSIDE, NY 11377
COLLECT ENTRY PASS FROM ANY STAR FURNITURE LOCATION
JACKSON HEIGHTS
7814 ROOSVELT AVE.
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
PARKCHESTER (BRONX)
1935 WESTCHESTER AVE.
BRONX NY 10462
RICHMOND HILL
116-13 JAMAICA AVE.
RICHMOND HILL, NY 11418
NORTH BRONX
358 EAST 204 ST.
BRONX, NY 10467
718.300.5194

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
LIGHT CRISPY LAYERED FLUFFY
-AUTHENTIC TASTE-
Home Made Style
Net Weight:
2000gm/70.5oz
FROZEN
KEEP FROZEN
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC Department of Consumer Affairs
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বারী সুপার মার্কেট
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087
646-427-4867
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
حلال
HALAL
BARI SUPERMARKET
WE CARE FOR YOUR NEEDS
BARI RESTAURANT
WE CARE FOR YOUR TASTE
BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE
ria Money Transfer
দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে টাকা পাঠানো হয়
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
বারী হোম কেয়ার
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
• নিউইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
• আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
• হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
• কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
• আমরা মেডিকেইড /স্ন্যাপ/ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন, ঔষধ পেতে কোন সমস্যা হবে না।
আমরা CDPAP, HHA, PCA সার্ভিসেস প্রদান করি
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000
Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 McDoland Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000,
716-400-8711
আজই কল করুন 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com
Asef Bari (Tutul)
C.E.O

BANGLA CDPAP SERVICES
হে আল্লাহ তা'লা
আপনি আমাদের
সকলের রোজা
কবুল করুন-আমিন
ABU ZAFAR MAHMOOD
CEO & President
646-769-0966
ceo@banglacdpap.com
বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিস (হোম কেয়ার)
BANGLA CDPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে
CARE WITH LOVE IS HUMANITY....
Location
Corporate Office
72-26 Broadway, 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372
Jackson Heights Office
72-28 Broadway, 1st Floor,
Jackson Heights, NY 11372
718-708-9751, 646-769-0966
Brooklyn Office
544 Mcdonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-675-0209, 646-769-0966
www.banglacdpap.com
info@banglacdpap.com
888-212-3237 (Toll Free)

NYC Theater List

1. REGAL UA KAUFMAN ASTORIA & RPX, **ASTORIA** 2. AMC EMPIRE 25, **TIMES SQUARE**
3. REGAL UNION SQUARE SCREENX & 4DX, **UNION SQUARE** 4. REGAL UA SHEEPSHEAD BAY IMAX & RPX, **BROOKLYN**
5. JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS, **JAMAICA** 6. AMC BAY PLAZA CINEMA 13, **BRONX**
7. REGAL UA STATEN ISLAND 4DX & RPX, **STATEN ISLAND** 8. REGAL DEER PARK & IMAX, **DEER PARK**

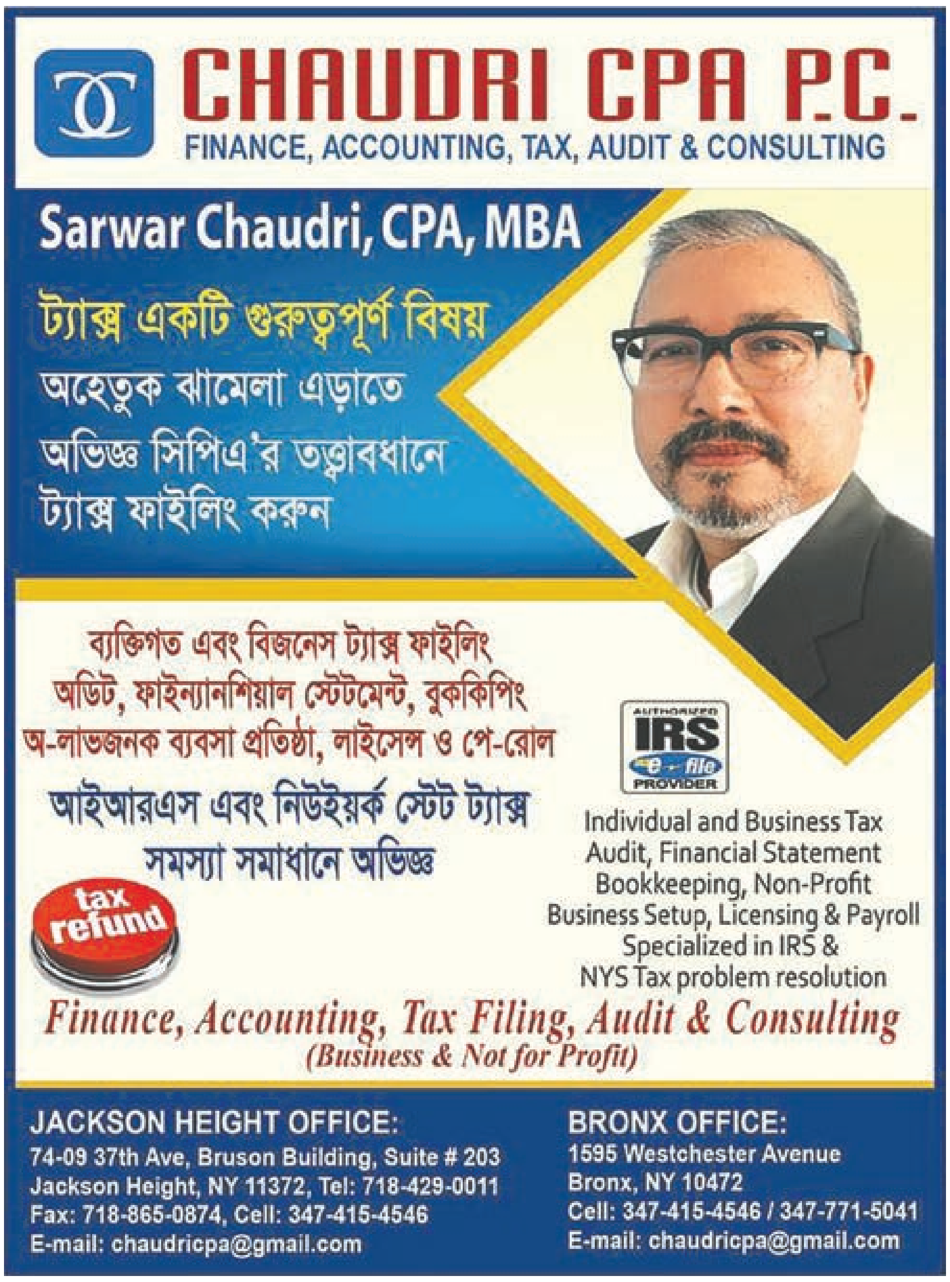
CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax
Immigration
Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
New York State Society of Enrolled Agents
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও
মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

utshob.com®
YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE
+1 8666336345
5162438539
9174852179
5162438535
পরম মমতায় আগলে রেখেছো প্রতিদিন
শত চেষ্টায় শোধ হবে না মাতৃত্বের ঋণ
বিশ্ব মা দিবস
To Order Now Visit : UTSHOB.COM
Spend $50-$99 and get a Mother's Day Mug
Spend $100+ and get a Photo Frame $10 Cash Back
** For Instant Cashback
Use Coupon Code
"JUST4MOM"

অনুগল্প

কথায় আছে, "এপ্রিল শাওয়ার ব্রিং মে ফ্লাওয়ার"। এপ্রিলের বৃষ্টি আশির্বাদ হয়ে ফল-ফুলের সমারোহ নিয়ে আসে মে মাসের জন্য। প্রকৃতিতে মে আসে মহা আড়ম্বরে। "মে" পরিবর্তনের মাস হিসাবে পরিচিত। ইতোমধ্যেই নিউ ইয়র্কের আবহাওয়ায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। প্রবল ঠান্ডা বাতাস চলে গিয়ে বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাস বইতে শুরু করেছে। ঝলমলে দিন, গাছে গাছে থোকায় থোকায় ফুল, চারিদিকে পাখির কিচিরমিচির। আনন্দময় হয়ে উঠছে জীবন। "মে" নামটি এসেছে রোমান দেবী "মায়া" নামের আদলে। মায়া নামের অর্থ হল "গ্রেট ওয়ান"। তাইতো উষ্ণতা, ফল-ফুলে ভরা এই মাসটি নতুন করে জীবন শুরু, শীতল সম্পর্ক উষ্ণ করা এবং নিজের প্রতি ফোকাস করার জন্য খুব উপযুক্ত একটি সময়।আপনি বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন।পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগবে আপনার জীবনেও। চলুন, প্রকৃতির মত আমরাও বদলে যাই, বদলে দেই জীর্ণতা ও জড়াকে—শেলী জামান খান

নিরুপায়

মাহফুজা আরা পলক

দীর্ঘদিন পর সুরমার ঘরে ছোট বাচ্চার কান্নার আওয়াজে বাড়ির নিস্তব্ধতা চুরমার হল। উঠোনের তারে তার নিজ হাতে সেলাই করা ছোট ছোট সৌখিন নকশীকাঁথা শোভা পেতে লাগলো। সেই ফুটফুটে বাচ্চাটাকে শংকিত সুরমা সবসময় বুকে আগলে রাখছিল। যেন কোন বাজপাখি এসে তাকে ছোঁ মেরে না নিয়ে যেতে পারে।

একদিন উঠোনের তারে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার ঝুলন্ত কাঁথা দেখে কয়েকজন বৃহন্নলা বাড়ির ভিতরে এসে নাচগান করে টাকা দাবি করল।তারা বাচ্চাকে কোলে নিতে চাইল। সুরমার শাশুড়ি রক্তচক্ষু নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সুরমা ভীষণ অসহায় অনুভব করল। সে বুঝতে পারল পুরো পৃথিবী তার মাথায় ভেঙ্গে পড়ছে।

এদিকে বৃহন্নলারা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে নাচতে নাচতে হর্ষধ্বনি তুলল।কারণ আজ তাদের পরিবারে নতুন এক সদস্য যোগ হতে যাচ্ছে...!

মা

মাহবুবা আরিফ সুমি

সেদিন ছিল ছুটির দিন। শহরের এক ব্যস্ততম সড়কে চলছিল তারা। অনেক দিন পর একসাথে বেরোতে পেরে মন ভালো ছিল তিনজনেরই। গুন গুন করে কী একটা যেন গানও গাইছিল পুরুষটি ! রাস্তার গর্তটা দেখতে পায়নি।

ধাক্কাটা এসেছিল আচমকা।

মোটর সাইকেলের পেছন থেকে নিজের ছিটকে পড়া ঠেকাতে নারীটি হয়তো শেষ একবার চেষ্টা করে দেখতেও পারত। সেই সুযোগও ছিল তার সামনে। অথচ তাদের স্বামী- স্ত্রীর মাঝে বসা আট বছরের শিশুটিকে হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে নিজের পতন ঠেকাতে গিয়েও শেষ মুহুর্তে মত পাল্টাল সে। হয়তো সন্দেহ ছিল 'যদি হাতের টান সামলাতে না পেরে নিজের সাথে সাথে নাড়িছেঁড়া ধনটিকেও পড়তে হয় রাস্তায়!' নারীটি তাই স্বেচ্ছায়, বাঁচার চেষ্টাহীন একাকী পতনকেই মেনে নিল।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরই, বাসের চাকায় পিষ্ট, খন্ড বিখন্ড রক্তাক্ত নিথর নারী দেহটি পড়ে ছিল রাস্তায়। বিভৎস লাশটিকে ঘিরে অসংখ্য লোক হাহাকার করছিল এই বলে যে, 'আহা, কী নিদারুণ কষ্টের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে মৃত নারীটির চোখে-মুখে।'

তাদের কেউই জানল না আসল সত্যটি।

একদম শেষ সময়ে রাস্তায় পড়তে পড়তেও নিজের মৃত্যু নিয়ে এতটুকু ভয়, এতটুকু আফসোস ছিল না নারীটির মনে। নিজ সন্তানকে অক্ষত, জীবিত থাকতে দেখার অসীম আনন্দ নিয়েই তার মৃত্যু ঘটেছিল।

নারীটির পরিচয় সে একজন মা। মানুষ ভয় পায় কিন্তু মায়েরা নির্ভীক।

কয়েদবাসে বর্ষবরণ

রাজিয়া নাজমী

একমাসের বেশি গৃহবন্দী জীবন মনি'র আর ভালো লাগছে না। কোথা থেকে আসা কী এক করোনার চক্রান্তে মাসকাবারী কয়েদবাস চলছে। অথচ আগামীকাল পহেলা বৈশাখ।

দেশ থেকে আনা শাড়ীটাও অমনি পড়ে থাকবে? না হবে না। যেভাবে হোক নববর্ষ পালন সে করবেই। হোক গৃহবন্দি নববর্ষ। কাউকে না জানিয়ে অনেক সাবধানেই চলে যাবে বাঙ্গালী দোকানে। শুধু একটা ইলিশ চট করে নিয়ে আসবে। মনি'র স্বামী আর দেবরের তো ইলিশ হলে আর কিছু চাই না

শাশুড়ি দেশ থেকে এই প্রথম এসেছে নিউ ইয়র্কে । তাঁরও ভালো লাগবে একটু কিছু করলে। দেশে থাকলে এইদিনে কত রান্না করেন শাশুড়ি-মা। ঘুম থেকে সবাই ওঠার আগেই মনি বের হয়ে গেলো। যেতে আসতে এক ঘণ্টাই মাত্র লেগেছিল মনি'র। সরিষামাখা ইলিশ, ভুনাখিচুড়ি সালাদ,পায়েস। এইটুকুতেই সবাই খুশী। বিশেষ করে শাশুড়ি। আদর করে বউয়ের জন্য পানের খিলি বানালেন। সত্যি বড় ভাগ্য হলে এমন বউ ঘরে আসে। এত ভয়ের মাঝেও মেয়েটা সবাইকে নিয়ে মেতে থাকে। নিউ ইয়র্কে বসে বৈশাখের খাওয়া মনির জন্যই যে হল।সপ্তাহ পার হয়ে গেলো। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সামান্য ভয়ও কেটে গেলো মনি'র।

আটদিনের মাথায় পাশের রুম থেকে ভেসে এলো 'মনি, আমার খুব শীত লাগছে। এত শীত এত শিত এপ্রিল মাসে কেন? মনির সাথে ছেলেরাও মায়ের কান্না শুনে দৌড়ে এল মায়ের ঘরে। মা থরথর করে কাঁপছে। চারটা লেপ গায়ে দেওয়ার পরেও শীত কমছে না মায়ের। মনি হিট বাড়িয়ে দিলো। মায়ের গায়ে জ্বর নেই। কাঁপতে কাঁপতে মা জানালো গলা ব্যথা নেই, শ্বাসকষ্ট নেই। হাসপাতাল থেকে জানতে চাইলো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা। না হলে বাড়িতেই থাক।মা ঘুমিয়ে যেতেই মনি মায়ের পায়ের কাছে ঘুমিয়ে গেলো। ভোররাতে মা আবার কেঁদে উঠলেন। শীত কমে গিয়ে মায়ের প্রচণ্ড গায়ে ব্যথা। চোখ খুলতেও যেন মায়ের কষ্ট হচ্ছে।ক্ষীণকণ্ঠে মা বললেন, মনি এমন লাগছে কেন? কেঁদে কেঁদে মা আবার ঘুমিয়ে গেলো।

ওরা তিনজন বসে রইলো মায়ের কাছে জানা আশঙ্কায়। মনি'র হাত পা কেমন অবশ লাগছে। মায়ের ডায়াবেটিস আছে। মা আর ঘুম থেকে উঠবেন তো!

চিত্তদাহ

খুরশীদ শাম্মী

আঁধার ঘরের মানিক পরান নিরালোক আসমানতলে বসে আপন মনে ভাবে, একটানা সাতদিন কথা হয়নি চন্দনা'র সাথে। করেই ফেলল না কি বিয়ে?

পোষা সারমেয়ের গর্জন বাজে কানে। গৃহকর্তা প্রকাশ বাড়িতে চোর পড়েছে ভেবে টর্চলাইট জ্বালিয়ে আলো বাঁটে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম পর্যবেক্ষণ শেষে হাঁকে কটূক্তি, "আস্ত এক জোয়ান ব্যাটা! যার মুরদ নেই আয়ের, সে আবার স্বপ্ন দ্যাখে বিয়ের। আঁধারে বসে ভেবে কী লাভটাই না যেন তার হবে!"

কর্তার গর্জনে থামে সারমেয়। অনুযোগ করে মা, "সকাল সন্ধ্যা যদি কোনো জোয়ান বেটার দিতে হয় বাপের জেলখানায় হাজিরা, তার আয় তো দূরের কথা বুদ্ধিই তো বাড়ে না।"

প্রত্যুত্তরে কালবৈশাখী ঝড় নামে প্রকাশের কণ্ঠ বেয়ে, "যত দোষ নন্দ ঘোষ। পুতুপুতু তো তুমি কম করো না একমাত্র সন্তান বলে। কই, কিচ্ছু হচ্ছে বলে তো মনে হয় না। খুলির মধ্যে ঘিলু নেই; আছে যা', সবই গোবর!"

-মাথার মধ্যে সবই গোবর! তবে খোকা এত্ত এত্ত পাশ দিলো কীভাবে?

-বই পড়লেই পাশ দেওয়া যায়। কিন্তু চাকরি পেতে স্মার্ট হতে হয়, মেয়েদের বাগে আনতে বুদ্ধি লাগে।

বাবা, আমার একটাই সমস্যা, মিথ্যা বলতে শিখিনি এখনো। গত তিনটি ইন্টারভিউয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "কোম্পানি তোমাকেই নিয়োগ করবে কেন?" আমি বলেছি, "নিয়োগ বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত প্রার্থীর যোগ্যতার সবগুলো যোগ্যতা আমার আছে। আমি সৎ ও পরিশ্রমী। কোনো প্রকার মিথ্যার সাথে আপোষ করি না।" আর গত সপ্তাহে চন্দনাকে বলেছি, "আমাদের মূলত কিছুই নেই। যা' কিছু দেখছ, সবই আপনজনদের কৃপা। অভিশাপের মালা। আমার বাবা একজন প্রতারক, সে তার ভাই-বোনদের ঠকিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি পুরোটাই দখল করেছে। কখনো যদি তারা আদালতে যায়, আমরা নিঃস্ব।"

চুম্বন

বিলকিস রহমান দোলা

Dটিএসসি'র সিঁড়িতে হঠাৎ নীলাকে জড়িয়ে ধরে অমি চুমু খেল। ঐ চুমুর পর থেকে সারাক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে কাটে নীলার। কখন আবার পাবে সেই স্বাদ!

পাগলের মতো ছুটতে থাকে... একটু আদর পাবার জন্য। সে কি যে এক অনুভূতি কাওকে বুঝানো যাবে না। বিদ্যুৎ চমকের মতো এক মুহূতর্তের একটা ঘটনা যেন সব ওলট পালট করে দিলো।এতো এতো মানুষের সাথে নীলা ওঠাবসা করে কখনো কেউ প্রেমের কথা বলতেও সাহস করেনি।অথচ সে কি না সরাসরি চুমু খেল! কী আশ্চর্য্য! কী দুঃসাহস! সে কী জানতো নীলার ভেতরে উথাল পাথাল ঢেউ খেলতো অমি'র জন্য! নীলাতো কখনো কাউকে বলেনি সে কথা। একটা চুমুর এতো শক্তি! সে কি তীব্র আকর্ষণ! সমাজ, সংসার কোনকিছুই আটকাতে পারলো না নীলাকে। সব ভেঙ্গে চুড়ে ছুটে চলে চুমুর পেছনে পেছনে...!

টুসি

সুস্মিতা দেবনাথ

দিনক্ষণ মনে নেই কবে টুসি আমাদের বারান্দায় বসে মিউ মিউ শব্দে আমার মনোযোগ কেড়েছিল।আমরা বাপ-মেয়ে যত্ন করে তাকে খাবার দিই।কিন্তু বিড়ালের গৃহ প্রবেশে আমার মায়ের বরাবরই প্রবল আপত্তি ছিল।

রাত্রিতে টুসির স্হান ছিল ঘরের বাইরে। একদিন মধ্যহ্নে মায়ের চেঁচামেচি শুনতে পাই। কারণ দুটো ইলিশ মাছ কাটার জন্য বারান্দায় প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু দেখা গেল একটি মাছ নিখোঁজ। অনেক খোঁজ করার পর মাছের সন্ধান মিলল। অর্ধভূক্ত মাছ উদ্ধার হল খাটের নিচ থেকে।

মায়ের আদেশে শাস্তি হিসেবে টুসিকে বনবাসে পাঠান হল। কিন্তু সে পথ চিনে ঠিকই ফিরে এলো। টুসিকে দেখে আমি ও বাবা আনন্দিত হলাম।ও আমার পা ঘেঁষে শুয়ে থাকে। মেঝের উপর উল্টে-পাল্টে খেলা দেখিয়ে তার ভালোবাসা প্রকাশ করে।

সামনেই ইদ।আমি ব্যস্ত হই টুসির জামা তৈরির জন্য।সবাই নতুন জামা পরবে, টুসিও পরবে।মা বিরক্ত স্বরে বলে,"শুধু শুধু কাপড়ের অপচয় করছো কেন? বিড়াল কি জামা পরে?" "হ্যাঁ মা পরে, মানুষ ওদের মনের কথা বুঝতে পারেনা। তাইতো তাদের মাথায় এসব চিন্তা আসেনা।"

ইদের সারাটা দিন টুসির জামাটি নিয়ে কত যে অপেক্ষায় থাকলাম, তার দেখা মিললো না।পরদিন টুসি সারা শরীরে দগদগে ঘা নিয়ে হাজির।সবগুলো লোম পুড়ে ভেতরের চামড়া স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।আমি ওকে দেখে অস্হির হয়ে বললাম, "তোর এই হাল কি করে হলোরে টুসি?"ও দূর্বল, নরম স্বরে মিউমিউ করে ডাকল। জানা গেল মাছ চুরির অপরাধে পাশের বাড়ি থেকে গরম ভাতের ফেন ছুঁড়ে মারা হয়েছিল অবুঝ টুসির উপর।

টুসি'দের ভাগ্যেতো আর আপ্যায়ন নেই!

চিন্তা

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

'চিন্তা' ছিল আমার সহপাঠী। নামের আগে তার মা "দুশ" কথাটা জুড়তে ভুলে গিয়েছিলেন। লম্বা তাল গাছের মতো চেহারা; এক বিশাল ঢলা হাফ প্যান্ট আর ঢলা বাংলা হাফ হাতা শার্ট, এই ছিলো তার পোশাক। ওকে নিয়েই ছিলো আমাদের দুশ্চিন্তা। কোন কিছু পারুক আর না পারুক ক্লাসে মাস্টারমশাই কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে সবার আগে সে উত্তর দিত। সেটাই ছিল আমাদের বিড়ম্বনার কারন। তখন ভারতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। একদিন টিচার প্রশ্ন করলেন,

"তোমরা কি জানো সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কে?"

সাথে সাথে চিন্তা হাত তুলে দাঁড়িয়ে বলল, "পল্লীর রাধাদের যে কৃষ্ণ, সেই সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ স্যার|"

যারা ওর উত্তর শুনে হো হো করে হেসেছিলো তাদের শাস্তি হলো কান ধরে দাঁড়ানো। 'এক তালগাছ' পরবর্তী চল্লিশ মিনিট কান ধরে বেঞ্চের ওপর দন্ডায়মান; এটাই ছিল বরাবরের চিত্র।

তবে সব সময়ই যে সে এমন করতো তা কিন্তু নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে বেশ বুদ্ধিরও পরিচয় দিত। সেবার স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানের নাটকে সে হলো ব্যাঙ্ক ডাকাত। নাটকের বিষয়বস্তু ছিলো উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে কি করে সব প্রতিরোধ করা যায়। নাটক শুরু হলো। একটা দৃশ্যে চিন্তার হাতে থাকবে একটা রিভলবার। সে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে ম্যানেজারকে ভয় দেখানোর জন্য গুলি চালাবে। ঠিক এই দৃশ্যটির সময় স্টেজের পেছনে একজন রিভলবারের গুলির আওয়াজের মত একটা পটকা ফাটাবে। চিন্তা ডায়লগ বলতে বলতে ম্যানেজারের ঘরে প্রবেশ করলো। কিন্তু ওদিকে পটকা আর ফাটে না। ড্যাম্প হয়ে যাওয়ায় কিছুতেই পটকা ফাটছিলো না।

চিন্তা তাই ডায়লগ চেঞ্জ করে বলতে শুরু করলো, "তোকে মারার জন্য আমি বন্দুকের গুলি খরচ করবো না। আমার এই ছোরা দিয়েই তোকে শেষ করবো"। বলে সে তার পকেট থেকে পকেট চিরুনিটা বের করে ছুরির মতো করে ধরে যেই মারতে উদ্যোত হলো, অমনি স্টেজের পেছন থেকে দুম করে পটকাটা গেলো ফেটে।

সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা বলে উঠল, "কোন শুয়োর করলো এটা"?

সিরিয়াস দৃশ্যতে হাসির রোল উঠলো। হাসির চোটে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার তার ডায়লগ গেলো ভুলে। সিরিয়াস নাটক শেষ হলো কমেডি হয়ে।

বিদ্যুৎবিভ্রাটে অতিষ্ঠ হবিগঞ্জবাসী

ডেস্ক রিপোর্ট

চাহিদার শতভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে হবিগঞ্জ জেলার। এরপরও ঘন ঘন বিদ্যুৎবিভ্রাটের কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে গ্রাহকদের।

বিদ্যুৎবিভ্রাটের কারণে ক্ষোভ দেওয়া দিয়েছে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

জেলা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে থেকে জানা গেছে, হবিগঞ্জ পৌরসভা ও আশপাশের এলাকার পিডিবির গ্রাহকসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। প্রতিদিন গড়ে ১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন। যার শতভাগ উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের। এরপরও ঘন ঘন বিদ্যুৎবিভ্রাটের কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে গ্রাহকদের। দিনে ও রাতে কয়েকবার ঘটছে বিদ্যুৎবিভ্রাট। এতে তীব্র গরমে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

দীর্ঘদিন করোনায় বন্ধ থাকার পর শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করলেও বিদ্যুৎবিভ্রাটের কারণে ব্যাঘাত ঘটছে। ঘন ঘন বিদ্যুতের আসা-যাওয়ার কারণে নষ্ট হচ্ছে টিভি-ফ্রিজসহ ছোট ছোট কলকারখানার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ। সেই সঙ্গে প্রতিদিন নষ্ট হচ্ছে কর্মঘণ্টা।

শহরের অনন্তপুর এলাকার বাসিন্দা মো. সহিবুর রহমান বলেন, 'আমার মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। দীর্ঘদিন করোনার কারণে স্কুল বন্ধ ছিল। যে কারণে ঠিকভাবে লেখাপড়া হয়নি। সামনে পরীক্ষা, অথচ বিদ্যুতের কারণে পড়তে পারছে না। পড়তে বসলেই বিদ্যুৎ থাকে না।'

শহরের শংকরের মুখ এলাকায় প্রিন্টিং প্রেস চালান পুলক দাশ। তিনি বলেন, 'কিছুক্ষণ পরপরই কারেন্ট নিয়ে যায়। একবার মেশিন বন্ধ হলে আরেকবার ঠিকভাবে চালু হওয়ার আগেই আবার নিয়ে যায়। এতে আমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। মেশিনের অনেক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

শহরের তিনকোণাপুরুকপাড় এলাকার কাপড় ব্যবসায়ী আরিফ আহমেদ বলেন, 'দোকানে যখন ক্রেতাদের ভিড় থাকে তখন হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ নিয়ে যায়। তখন কিছু লোক ক্রেতা সেজে দোকানে আসে। তারা কাপড় চুরি করে নিয়ে যায়।'

হবিগঞ্জ বিদ্যুৎ গ্রাহক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শিবলী খান বলেন, হবিগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী জেলা। অথচ এই জেলায় কেন এত বিদ্যুৎবিভ্রাট? এর কারণ হচ্ছে অবৈধ সংযোগ। শহরে হাজারের ওপরে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ছয় বছর ধরে শুধু সাব স্টেশন নির্মাণ করা হবে বলা হচ্ছে। কিন্তু এখন নির্মাণ হয়নি। এ ছাড়া শহরে জরাজীর্ণ তারগুলোরও পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগ নেই। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উদাসীনতা এবং দুনীতির কারণে মানুষের এত ভোগান্তি।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন সরদার বলেন, অতিরিক্ত গরম এবং বৃষ্টি হলে লাইনে অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ সময় সেটি সংস্কারের জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর বাইরে বিদ্যুৎবিভ্রাট হয় না।

নিউইয়র্কে আবারও বাড়ছে করোনা

নিউইয়র্কে সতর্কতা বৃদ্ধি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক নগরে করোনা সংক্রমণ আবারও বাড়ছে। প্রতি এক লাখের মধ্যে ২০০ জনকে সংক্রমিত পাওয়া যাচ্ছে। নগর স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সতর্কতা নিম্ন থেকে মধ্যমে উন্নীত করা হয়েছে।

নগর স্বাস্থ্য কমিশনার ডা. অশ্বীন ভ্যাশান বলেন, নিউইয়র্কের পাঁচ বরোতেই সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঈদসহ ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের কারণে নগরজুড়ে আগামী সপ্তাহে সংক্রমণ আরও বেড়ে উঠতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। মাস্ক পরা, ভিড় এড়িয়ে চলাসহ অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

টিকা প্রদান না করা লোকজনসহ শারীরিক অন্যান্য সমস্যায় ঝুঁকিপূর্ণ লোকজনকে কোভিডের সংক্রমণ নিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ইনডোর সমাবেশে সবাইকে মাস্ক পরার আহ্বান জানানো হয়েছে। সংক্রমণ বাড়তে থাকলে স্বাস্থ্য সতর্কতার ঝুঁকির মাত্রা আর বৃদ্ধি করে ঘোষণা দেয়া হবে বলে স্বাস্থ্য কমিশনার জানান। এমনকি বিভিন্ন অফিস-আদালত ও স্থাপনায় মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ আসতে পারে।

টিকা প্রদান এবং বুস্টার ডোজ গ্রহণের জন্য আবারও বলা হচ্ছে। সংক্রমণের আলমত পেলেই টেস্ট করার জন্য নাগরিকদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। সমাবেশে বা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার আগে সংক্রমণ পরীক্ষা করাতে বলা হয়েছে। সংক্রমণ ধরা পড়লে নিউইয়র্ক নগরের কোভিড হটলাইনে কল দিতে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

২০২০ সালের মার্চ মাসে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের শুরুর ধাক্কায় পড়েছিল নিউইয়র্ক। এক মাসের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই। নিউইয়র্কে এমন কেউ নেই, যার স্বজন-পরিচিতজন কোভিডে মারা যায়নি। মহামারিতে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠা নিউইয়র্ক এখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। এরমধ্যেই নতুন করে সংক্রমণ বৃদ্ধি আশংকা করা হচ্ছে।

ডেলগাডো নিউইয়র্কের

শেষ পৃষ্ঠার পর

গভর্নর ক্যাথি হকুল লেফট্যান্যান্ট গভর্নর হিসেবে আন্টোনিও ডেলগাডোকে নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে তাঁকে একজন দৃষ্টান্তসৃষ্টিকারী নেতা ও জনসেবক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নিউইয়র্কের জনগণের জন্য ন্যায্য, সাম্য এবং উন্নতির লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার কথা উল্লেখ করে ক্যাথি হকুল বলেন, আন্টোনিও ডেলগাডো কংগ্রেসে জনগণের জন্য কাজ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। আসছে নিভেম্বরে রাজ্য গভর্নর পদে নির্বাচন করবেন গভর্নর ক্যাথি হকুল। নিউইয়র্কের রাজনীতি গত কয়েক বছর চরম উথালপাথালের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের তারকা গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোর বিরুদ্ধে বেশ কিছু নারীপীড়নের অভিযোগ আনলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। অ্যান্ড্রু কুমোর সাথে লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে দায়িত্বপালন করছিলেন ক্যাথি হকুল।

রাজ্যের সংবিধান অনুযায়ী, তিনি গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। পূর্ণ মেয়াদের জন্য নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। ম্যানহাটনের উদীয়মান কৃষ্ণাঙ্গ রাজনীতিবিদ ব্রায়ান বেঞ্জামিনকে লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। ব্রায়ান ব্যাঞ্জামিন দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হলে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে গভর্নর ক্যাথি হকুলকেও। জনপ্রিয়তা জরিপে ক্যাথি হকুল অনেকটাই নাজুক অবস্থায় রয়েছেন। কৃষ্ণাঙ্গ কংগ্রেসম্যান আন্টোনিও ডেলগাডোকে লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করার মধ্যদিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন।

অভিবাসী ঘাটতিতেই

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকার জন্মলগ্নের পর, গতবছর জনসংখ্যার বৃদ্ধি সবচেয়ে ধীরগতিতে দেখা গেছে। এর বড় কারণ হলো অভিবাসন হ্রাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার বছরের পর বছর ধরে কমছে, যা অভিবাসন জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান চালক।

ইউএস ইমিগ্রেশন সিস্টেমে চলমান মহামারি এবং ব্যাকলগগুলির ধীরগতির কারণে অভিবাসন বর্তমানে নিম্নস্তরে পৌঁছেছে, যা দ্রুতগতিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। লাখ লাখ মানুষ এখনও ভিসা বা গ্রিন কার্ডের জন্য অপেক্ষা করছে।

উইলিয়ামস কলেজের ওয়াটসন সম্প্রতি তাঁর গবেষণায় লিখেছেন, "সামাজিক নিরাপত্তা এবং মেডিকেয়ারের আর্থিক স্বাস্থ্য, সেইসাথে বয়স্কদের যত্ন নেয়ার ক্ষমতা, মার্কিন জনসংখ্যার ক্রমাগত ইতিবাচক বৃদ্ধি ছাড়াই চাপা পড়ে যাবে।"

অভিবাসীদের অভাব সামগ্রিকভাবে কম গতিশীল চাকরির বাজারকেও বোঝায়। অভিবাসীরা শুধুমাত্র মার্কিন জনসংখ্যার তুলনায় কমই নয়, তাদের কাজ করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। উদ্যোক্তা হিসেবেও অভিবাসীরা আমেরিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। জরিপে দেখা গেছে, নতুন ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করার সম্ভাবনা অভিবাসীদের মধ্যে স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় তিনগুণ বেশি।

বিশ্বজুড়ে ৪ মাসে ২৭ সাংবাদিক হত্যা, গুম ৬৫

বিশেষ প্রতিনিধি

২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ৪ মাসে বিশ্বজুড়ে ২৭ জন সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এছাড়া গুম হয়েছেন ৬৫ জন।

২০২১ সালে কারাবন্দী হয়েছেন ২৯৩ জন সাংবাদিক। এছাড়া ১৯৯২ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সারাবিশ্বে ২ হাজার ১৪৬ জন সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা বৈশ্বিক সংগঠন কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টসের (সিপিজে) দেয়া তথ্য থেকে এ কথা জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ বছর সারাবিশ্বে হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া ২৭ সাংবাদিকের মধ্যে মেক্সিকোতে ৭ জন, হাইতিতে ৩ জন এবং কাজাখস্তান, ভারত, মিয়ানমার, শাদ, ব্রাজিল ও গুয়াতেমালায় একজন করে সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। সিপিজের পরিসংখ্যান অনুসারে, ১৯৯২ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া ২ হাজার ১৪৬ জন সাংবাদিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন ইরাকে। দেশটিতে অন্তত ২৮৩ জন সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

এদিকে ২০২১ সালে সারাবিশ্বে ২৯৩ জন সাংবাদিককে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। গতবছর সবচেয়ে বেশি সাংবাদিককে কারারুদ্ধ করেছে চীন। দেশটি গতবছর ৫০ জন সাংবাদিককে বন্দী করেছে। তারপরই রয়েছে মিয়ানমার ২৬ জন, মিশর ২৫ জন, ভিয়েতনাম ২৩ জন এবং বেলারুশ ১৯ জন।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

তাল হারাচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার শঙ্কা সবদিক থেকে প্রকট হচ্ছে। এ যুদ্ধের অপছায়া আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে বিশ্বকে। উন্নয়নশীল বিশ্ব তো বটেই। উন্নত বিশ্বের কপালেও দৃশ্যমান হচ্ছে দুশ্চিন্তার ভাঁজ।

বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ 'কমোডিটি মার্কেটস আউটলুক' বলছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, উৎপাদন, সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এর ফলে ইতিমধ্যে অস্থির হয়ে পড়া আন্তর্জাতিক বাজারে ২০২৪ সাল শেষ হওয়ার আগে স্থিতিশীলতা আশার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

ফিরে আসার কথা

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতি আরও উসকে দিতে পারেন— এমন আশঙ্কায় গত বছর তাঁর অ্যাকাউন্ট পুরোপুরিভাবে বাতিল করে টুইটার কর্তৃপক্ষ।

সম্প্রতি ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্ক টুইটার কিনে নিলে তাতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন রিপাবলিকানেরা। ট্রাম্পকে আবারও টুইটারে ফেরার আমন্ত্রণ জানাবেন বলেও জানান তিনি। তবে ট্রাম্পও বলে দিয়েছেন তিনি আর টুইটারে ফিরছেন না। এমন অবস্থায় নিজের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে গত বৃহস্পতিবার এক বার্তায় ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমি ফিরে এসেছি!'

২১ ফেব্রুয়ারি অ্যাপল ইনকরপোরেশনের অ্যাপ স্টোরে ট্রাম্পের মালিকানাধীন অ্যাপ 'ট্রুথ সোশ্যাল' যাত্রা শুরু করে। অ্যাপটি উদ্বোধনের আগে ট্রাম্পের ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র বাবার ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টের একটি স্ক্রিন শট পোস্ট করেন। সেখানে দেখা গেছে, উদ্বোধনের আগে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ট্রুথে একটি পোস্ট দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'প্রস্তুত হোন! শিগগিরই আপনারা প্রিয় প্রেসিডেন্টকে দেখতে পাবেন।'

ট্রুথ সোশ্যালের মালিকানা প্রতিষ্ঠান হলো ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপ (টিএমটিজি)। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়িজিশন করপোরেশন নামে নতুন একটি কোম্পানির সঙ্গে একীভূত হয়ে কাজ করার পরিকল্পনা করছে কোম্পানিটি। চুক্তিটি নিয়ে যাচাই-বাছাই চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। ধারণা করা হচ্ছে, চুক্তি চূড়ান্ত হতে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে।

ইতিহাসের মঞ্চে শাহানা হানিফ!

শেষ পৃষ্ঠার পর

কেনসিংটনে আয়োজন করা হয় এই অভিষেক অনুষ্ঠানের, পাবলিক স্কুল টু থার্টিতে। এতে যোগ দিয়েছিলেন সিনেটে মেজরিটি লিডার চাক শুমার, নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক এডভোকেট জুমানি উইলিয়ামসও। এসে ছিলেন কয়েকজন এসেম্বলি মেম্বার, কাউন্সিল মেম্বারও। ডিস্ট্রিক্ট থার্টি নাইনের বাসিন্দা ছাড়া শাহানার রাজনৈতিক সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও পরিবারের সদস্যরা যোগ দিয়েছেন এ অনুষ্ঠানে।

গত বছরের জুনে প্রাইমারিতে বিজয়ের পর বাংলাদেশী মূলের শাহানা হানিফ যে ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন সেটি নিশ্চিত হতে অপেক্ষা করতে হয়েছে একই বছরের নভেম্বরে চূড়ান্ত নির্বাচন পর্যন্ত। অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, এ বিজয়ের মূলে ছিলো প্রার্থী হিসেবে শাহানার যোগ্যতা, রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দক্ষতা এবং সর্বোপরি একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর নিরলস শ্রম।

পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শাহানা হানিফের পূর্বসুরি ব্র্যাড লেন্ডার, যিনি সিটি গত নির্বাচনে নিউ ইয়র্ক সিটি কম্পট্রলার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ডিস্ট্রিক্ট থার্টি নাইনে কাউন্সিল মেম্বার হিসেবে দায়িত্বে থাকাবস্থায় তিনি তার উত্তরসূরি হিসেবে শাহানা হানিফকে যে গড়ে তুলছিলেন, সেটি অনেকের কাছে স্পষ্ট ছিলো। শনিবার পুরোটা সময় তিনি তার বাচন-চমৎকারিত্বে, সেইসাথে দুই একটা বাংলা শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শাহানার প্রতি তার অগাধ আস্থার জানান দিয়েছেন। ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার অভিভাবকত্বে শাহানাকে অনেক দূর এগিয়ে নেয়ার।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য সীমিত ছিলো গুরুত্ব বিবেচনায়। চাক শুমার বাংলায় অভিনন্দন শব্দটা উচ্চারণ করে শুরু করেন তার বক্তৃতা। তিনি শাহানার সাথে তার প্রথম দেখার স্মৃতিচারণ করলেন। কেনো একজন লিঙ্গ ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী শাহানার মতো একজন লড়াকু নারীর প্রয়োজন এই মার্কিন সমাজে সেটির ওপর আলোকপাত করলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তার ছড়াছড়ি ছিলো না। শাহানা হানিফের অফিসের আয়োজনে এই অভিষেক অনুষ্ঠানে চাক শুমার, ব্র্যাড লেন্ডার ছাড়াও এসেছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটির পাবলিক এডভোকেট জুমানে উইলিয়ামস, কাউন্সিল মেম্বার জুলি মেনিন, মার্সিডিজ নারসিসি, লিংকন রেসলার, সেলভিনা ব্রুকস পাওয়ারস, গেইল ব্রিউয়ার, ক্রিস্টাল হাডসন, এরিক বোচার, চি ওসে। এতো জনপ্রতিনিধির ভীড়ে কথা বলেছেন দু'জন ব্রাড লেন্ডার আর চাক শুমার।

অনুষ্ঠানে পিএস টু থার্টির তিন ক্ষুদে শিক্ষার্থী কথা বলেছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন এমন কয়েকজন ব্যক্তি অভিষেকে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। অনুষ্ঠানে আবেগঘন বক্তব্য রেখেছেন শাহানার বাবা মোহাম্মদ হানিফ, মা রেহানা হানিফ ও দুই বোন সাবিয়া হানিফ কুমকুম ও সাজিয়া হানিফ। তারা শাহানা হানিফের জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। তাদের বক্তব্য শেষে শাহানাকে পবিত্র কোরান ছুঁইয়ে শপথ পড়ান সাবিয়া কুমকুম। ডিস্ট্রিক্ট থার্টি নাইনে কাউন্সিল মেম্বার পদে নির্বাচন করতে নিজের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি এবং এলাকাবাসীর তাকে সমর্থনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান শাহানা হানিফ। তার বক্তব্যের শুরুতে তিনি বাংলায় নিজের মায়ের ভাষার প্রতি তার আবেগের কথা তুলে ধরেন। একই সাথে, তিনি সামাজিক ন্যায়বিচার, লিঙ্গ সমতা, অভিবাসী অধিকার আন্দোলনসহ বিভিন্ন বিষয়ে নিজের অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি নিজের বিজয়ে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। নারী সমাজের বিশেষ অবদান রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন।

ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড পেলেন মোহাম্মদ

শেষ পৃষ্ঠার পর

ও পিন প্রদান করা হয়। শহরের সব কাউন্সিলর ও গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করেন মেয়র মাইক স্যাভেজ। অনুষ্ঠানে এইচআরএমের ১৬টি ডিস্ট্রিক্ট থেকে বিভিন্নজনকে জনকল্যাণমূলক কাজের অবদানের জন্য পৃথকভাবে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। আগামী সেপ্টেম্বরে নির্ধারিত সময়ে এই সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেয়া হবে।

হালিফ্যাক্সের ডিস্ট্রিক্ট ১০ থেকে এই বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত হন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান মোহাম্মদ এহসান। এহসান কোভিড মহামারির শুরু থেকে গত দুই বছরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাদ্য ও জীবন রক্ষাকারী প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়মিতভাবে বিপর্যস্ত জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি হ্যালিফ্যাক্সে বিভিন্ন সরকারি ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের বোর্ড সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত। তিনি কিন্ ক্লাব হ্যালিফ্যাক্স, স্কোয়ার রুটস ইনিশিয়েটিভ, ফেয়ারভিউ রিসোর্স সেন্টারের এক্সিকিউটিভ বোর্ডমেম্বার হিসেবেও কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি এইচআরএমের অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টেশন কমিটিরও সদস্য।

কানাডায় নতুন অভিবাসীদের ভোটাধিকার বিষয়ে তাঁর উদ্যোগে অনেক দিন ধরেই মিউনিসিপ্যাল ও প্রভিন্সিয়াল পর্যায়ে কাজ চলছে। তিনি নোভা স্কোশিয়ায় বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার নিয়েও কাজ করে আসছেন। মোহাম্মদ এহসান বাংলাদেশে সিলেটের শাহ্জালাল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক প্রশাসন বিভাগে শিক্ষক ছিলেন।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি কানাডার হ্যালিফ্যাক্সে দুই সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে বসবাস করছেন। এহসান হ্যালিফ্যাক্সে বৃহত্তর মানবকল্যাণ ও অভিবাসীদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে কানাডার মূলধারার রাজনীতি ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সক্রিয় আছেন। তিনি হ্যালিফ্যাক্সের ডালহৌসি ও একাডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কানাডিয়ান রাজনীতি ও লোক প্রশাসন বিষয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন।

জর্জিয়ায় অর্ধশত মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত

আটলান্টা প্রতিনিধি, *জর্জিয়া*

জর্জিয়ায় ঈদুল ফিতরের সর্ব প্রথম ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় মসজিদ ওমর বিন আব্দুল আজিজে। ছবি : প্রথম আলো

দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর যথাযথ মর্যাদা, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় জর্জিয়াও ২ মে সোমবার পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়।

এই অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন শহর এবং শহরতলিতে অন্তত ৫০টি মসজিদে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়ে। প্রতিটি জামাতে ছিল মুসল্লিদের উপচেপড়া ভিড়। করোনাভাইরাসের কারণে গত দুই বছর যাবত বিশেষ নিয়মের মধ্য ঈদের নামাজ আদায় করতে হয়েছে।

জর্জিয়ায় ঈদুল ফিতরের সর্ব প্রথম ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় গ্রেটার আটলান্টার নরক্রস শহরের মসজিদ ওমর বিন আব্দুল আজিজে সকাল সাড়ে সাতটায়। সেখানে মোট তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

জর্জিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ মসজিদ ডাউন টাউন আটলান্টায় আল-ফারুক মসজিদ অব আটলান্টায় ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। জর্জিয়া ইসলামিক সেন্টার লরেন্সভিলে দু'টি জামাত হয়। আত্তকোয়া মসজিদ ডোরাভিলে সাড়ে আটটায় ও সাড়ে ন'টায় দুটি জামাত। ইসলামিক সেন্টার অব নর্থ ফুলটন আলফারাটায় সকাল আটটায় ও সকাল ন'টায় ঈদ জামাত। ইবাদুর রহমান দাওয়াহ সেন্টার মেরিয়াট্টায় সকাল ন'টায় ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

পাত্রী চাই
নিউইয়কে বসবাসরত ৩৬ বছর (৫-৪") সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক । ডিভোর্সী হলেও সমস্য নেই। সরাসরি যোগাযোগ - ৯২৯-৪৬২-৬১৯৭

বাসা ভাড়া
কুইন্স ভিলেজে নতুন রেনুভেটেড ১ ম ফ্লোরে ৩ বেড, ডাইনিং, লিভিং, কিচেন, ১ বাথ ভাড়া দেওয়া হবে। দ্বিতীয় ফ্লোরে ৪ ৩ বেড, ডাইনিং, লিভিং, কিচেন, ১ বাথ ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল, বাস সন্নিকটে। যোগাযোগ 347-561-2287

রুমমেট চাই
এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ : ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

বাসা ভাড়া
ওজন পার্ক এর কাছে জেরুম স্টিটে 75 প্রিসেন্ট এ, সি, ও 3 ট্রেন সংলগ্ন 2 বেডরুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, 2 বাথ রুম, কিচেন, ব্যাক ইয়ার্ড, ড্রাইভ ওয়েসহ পহেলা এপ্রিল থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-718-848-2631

বাসা ভাড়া
লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে একবেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : 347-220-2037

পাত্রী চাই
বাংগালী আমেরিকান সুদর্শন ধর্মভীরু অবিবাহিত ৩৯ সুপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য উত্তর আমেরিকান অবিবাহিত অর্নুদ্ধ ৩৫ সুশ্রী মার্জিত সূন্নী মুসলিম পাত্রীর পক্ষে যোগাযোগ করুন। ২০৩-২৫২-৭৪৫৮

জরুরী পাত্রী চাই
আমেরিকার সিটিজেন, বিএসসি এমএসসি আমেরিকা থেকে, আমেরিকার (টপ)বৃহত্তর ব্যাংকে উচ্চপদে চাকুরিরত শিক্ষিত পরিবারে (34, 5'7") Never Married, পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই সরাসরি +1 (917) 541-8895, +8801644971287 (WhatsApp+Viber) kanalyst2020@gmail.com

PRIVATE TUTORING
GRADE 4 - 12
MATH & ELA | SHSAT | SAT
NY ST EXAM | NY ST REGENTS
➜ EXPERT TUTOR :
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN Sty V , Bronx Sci, Trinity ...
FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :
TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

বাড়ি ভাড়া
ব্রঙ্কসের ১৬-৭২ Lurting Avenue তে ২ বেড, ১ বাথ, লিভিং, আধুনিক ইনডোর, মনোরম পরিবেশ, ভাড়া দেওয়া হবে। স্কুল, ট্রেন, বাস, গ্রোসারি, মসজিদ সন্নিকটে। 347-425-3502

বাসা ভাড়া
সাউথ জ্যামাইকায় ৩ বেড, ১ ডাইনিং, ১ বাথ, ১ টি বড় লিভিং রুমসহ ভাড়া দেওয়া হবে, লোকেশন 117-19, 165 street, মসজিদ, গ্রেসারি, স্কুল সন্নিকটে ফোন : 929-285-7721, 917-893-2664

গাড়ি ভাড়া
টয়োটা কেমব্রী 2013 টিএলসি কার (উবার, লিফট) সুলভ মূল্যে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ 917-370-6826

অফিস ভাড়া
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া : 700 যোগাযোগ : 646-645-9830

হাউস কীপার আবশ্যক
জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক । **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন** । দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন ।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

Help Wanted
Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire : CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers : +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা
আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন
জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

World Travel and Vacation
TRAVEL THE WORLD
Mohammad Hossain
President
214.714.3110 (24/7)
1901 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX-75234
Mohammad.benu@gmail.com
ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স
১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

বেবি সিটার আবশ্যক
জ্যামাইকার পারসনে একজন মধ্য বয়সী বেবি সিটার আবশ্যক। অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার ও ভাল বেতন দেওয়া হবে। যোগাযোগ ফাতিমা 718-974-8892

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

লোক আবশ্যক
একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীতে জ্যাকসন হাইটস অফিসে কাজ করার জন্য জন্য ছেলে অথবা মেয়ে আবশ্যক। বেতন ও কমিশন দেয়া দেয়া হবে। যোগাযোগ 347-907-5841

পাত্রপাত্রীর খোঁজে
অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন : ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্রী চাই
কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকটিক্যাল ডিপলমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk& DU, ডিভোসী পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-14373247008

পাত্রী চাই
নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ : ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়
মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ : (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

মেচম্যাকিং
দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ : desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

পাত্র চাই
পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি :সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পাত্রী চাই
সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫"৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 732-595-2602। Email : kanalyst2020@gmail.com

পাত্র চাই
নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই
কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই
পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 929-422-8642

Groom wanted
US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good education/career. Tel :202-386-5401

ব্রঙ্কসে খোলা আকাশের নিচে ব্যতিক্রমী ইফতার। ছবি: সংগৃহীত

খোলা আকাশের নিচে অন্য রকম ইফতার

হাবিব রহমান

আমেরিকান-বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে ইন্টারফেইথ আউটডোর ইফতারখোলা আকাশের অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় পার্কচেস্টারে খলিল পিৎজা হাউসের সামনে চমৎকার আবহাওয়ায় রাস্তার ওপর প্রায় ৫ শতাধিক রোজাদার এতে অংশ নেন। ইফতারপূর্ব আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দীন। প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, বীর মুক্তিযাদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, আব্দুর রহিম বাদশাহ, শেখ আল মামুন, রফিকুল ইসলাম, মেহের চৌধুরী, শাহীন কামালী, মইনুল ইসলাম, শিপু চৌধুরী, লায়েক মিয়া, শেফ খলিলুর রহমান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি আব্দুস শহীদ বলেন, খোলা আকাশের নিচে এধরনের অনুষ্ঠান ব্রঙ্কসে এই প্রথম। এই আয়োজন সফল করার জন্য সংগঠনের প্রতিটি কর্মী খুবই পরিশ্রম করেছেন।

অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, শেফ খলিলুর রহমানসহ যারা অনুষ্ঠান স্পন্সর করেছেন তিনি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন মো. জামাল হোসাইন, রেজা আবদুল্লাহ স্বপন ও মো. শরীফ। মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন বাংলা বাজার জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবু কাসেম ইয়াহিয়া। ইফতার সরবরাহ করেছে খলিল ফুড ফাউন্ডেশন এবং বাংলা গার্ডেন। নিউইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলারের অফিস থেকে আয়োজক সংগঠনকে প্রক্লেমেশন দিয়ে সম্মানিত করা হয়। নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভিদা খলিল বিরিয়ানী হাউসের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমানকে সাইটেশন দিয়ে সম্মানিত করেন।

আমেরিকান-বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকেও শেফ খলিলুর রহমানকে একটি ক্রেস্ট প্রদান হয়। অনুষ্ঠানের গ্রান্ড স্পন্সর ছিলেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক লিডার ও যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী।

নিউজার্সিতে বিএএসজের ঈদ আনন্দ অনুষ্ঠান

সুব্রত চৌধুরী, *আটলান্টিক সিটি*

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথজার্সির উদ্যোগে ঈদুল ফিতরের দিন ঈদ আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আটলান্টিক সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউন্ট অ্যাভিনিউয়ের বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে গত ২ মে সোমবার দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানমালা চলে। ঈদ আনন্দ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়, কেক কাটা, কথামালা, সঙ্গীত, জম্পেশ আড্ডা, মিষ্টিমুখ, শিশু-কিশোরদের মাঝে ঈদের উপহার বিতরণ, খাবার পরিবেশন করা হয়।

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস
যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।
যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.
অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
■ ফিজিক্যাল এক্সাম
■ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
■ টিএলসি এক্সাম
■ হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
■ চর্মরোগ
■ ডায়াবেটিস
■ উচ্চ রক্তচাপ
■ থাইয়েড
■ এজমা
■ বাতের ব্যাথা
■ যৌন রোগ
TREATMENT / SERVICES
• COMPLETE PHYSICAL
• HIGH BLOOD PRESSURE
• SCHOOL /JOB PHYSICAL
• HIGH CHOLESTEROL
• TLC
• ASTHMA
• VACCINATION
• SKIN PROBLEM
• DIABETES
• EKG
Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী
Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm
Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm
Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004
আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি
We accept all major insurances including Medicare, Medicaid
True Medical Care P.C.

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LAW OFFICE
এসাইলাম, বিনিয়োগ ও বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড; স্টপ ডিপোর্টেশন;ক্রিমিনাল, ডিভোর্স,বাড়ীর ভায়োলেশন রিমোভ, রিয়েল এস্টেট,ট্যাক্স সমস্যার সমাধান, ফোরক্লোজার স্টপ ও হার্ড ক্যাশ লোন। এক্সিডেন্ট/পার্সোনাল ইনজ্যুরী।
Rafi : 917-432-7458

স্পেনে ঈদুল ফিতরের নামাজ। ছবি: সংগৃহীত

স্পেনে পালিত হলো পবিত্র ঈদুল ফিতর

জিয়াউল হক জুমন, *প্রতিনিধি, স্পেন*

ইউরোপের দেশ স্পেনে ২ মে রোববার পালিত হলো পবিত্র ঈদুল ফিতর। দীর্ঘ ৩০ দিন সিয়াম সাধনার পর স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে বাঙালি অধ্যুষিত লাভাপিয়েস কাসিনু পার্কে উন্মুক্ত ময়দানে ঈদের দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাত সকাল ৮টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল ৯ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. সারওয়ার মাহমুদসহ দূতাবাসের কর্মকর্তারা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বায়তুল মোকাররম মসজিদ কমিটির সভাপতি খোরশেদ আলম মজুমদার, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইন স্পেনের সভাপতি আল মামুন, স্পেন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. একরামুজ্জামান কিরণ, অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বকুল খান। প্রায় দীর্ঘ আড়াই বছর পর করোনাকালীন সংকট কাটিয়ে পার্কে ঈদের জামাত আদায় করতে পেরে প্রবাসী ভাইবোনদের আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা যায়।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile | SIMPLE Mobile | h2O | T-Mobile | Univision mobile | Lycamobile
Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ল' অফিস অব এটর্নি মো: গোলাম মোস্তফা
Our Services
★ Personal Injury & Workers Compensation (Recovery over 3 million dollar)
★ Car Accidents
★ Medical Mal Practice
★ Accident in Construction
★ Lead Poisoning
★ Slip and Fall
★ Dental Mal Practice
★ Immigration all kinds &
Green Card via employment & Investments
★ Real Estate & Business Closings
★ Non payment or no over time payment
★ Will, Trust and Estate Planning
★ Bankruptcy, Landlord-Tenant
★ Family Matter-Divorce
★ All Civil Matters
"Prior results do not guarantee a similar outcome"
New York State Attorney
M. Mostofa, Esq
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
Queens: 146-10 Hillside Ave, 2nd Fl.
Jamaica, NY 11432
Long Island: 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576
Ph# 917-285-6247
E-mail: abmostofa1@gmail.com
বাড়ি বিক্রয়ের সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাথী
সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রীর নিশ্চয়তা - দীর্ঘ বকেয়া মর্টগেজ / ফরক্লোজার মামলার বাড়ি বিক্রয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ
Attorney Realty Inc.
Regulated by Experienced Real Estate Attorney
REAL ESTATE SALESPERSONS
MOSHARRAF HOSSAIN Cell: 347-307-1406
ADVOCATE MD NURUZZAMAN Cell: 347-469-9268
ADVOCATE MOHAMMAD HASHEM Cell: 646-552-2748

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
DR. SADI ALAM, DPM
আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

পুরো আমেরিকায় ২ মে সোমবার পালিত হয় পবিত্র ঈদুল ফিতর। ছবি: সংগৃহীত

উৎসাহ-আনন্দে ঈদুল ফিতর উদযাপিত

আমেরিকা

উত্তর আমেরিকা অফিস

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মহান আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভের আশায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সারাবিশ্বের মতো নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকাতেও মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা পালন করেছেন।

৩০ রোজা পূর্ণের পর ২ মে সোমবার পালিত হয় পবিত্র ঈদুল ফিতর। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, উৎসাহ, আনন্দ, উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে বহু ধর্ম-বর্ণের দেশ আমেরিকায় মুসলমানরা এদিন তাঁদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করেন।

রোববার রাত থেকেই নিউইয়র্কের বাংলাদেশিবহুল এলাকাগুলোতে স্বদেশি জনসমাজ মেতে ওঠেন চাঁদরাতের উৎসবে। অনুকূল আবহাওয়ায় ওইদিন মধ্যরাত পেরিয়ে উৎসবে মেতে থাকেন হাজার হাজার প্রবাসী। ব্রুকলিন থেকে ব্রঙ্কস সর্বত্র বসেছিল মেহেদি উৎসব। জ্যাকসন হাইটস, ওজনপার্ক, জ্যামাইকা এলাকা সড়কপথ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় রোববার সন্ধ্যার পর থেকে।

প্রবাসে চাঁদরাত উদযাপন ক্রমশ জমজমাট হয়ে উঠেছে গত কয়েক বছর থেকে। মহামারির সীমাবদ্ধতা থাকায় গত দু'বছর এমন উৎসব আনন্দ সীমিত হয়ে পড়েছিল। এবারে ছিল ঈদের আনন্দ নিয়ে বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস। লাউড স্পীকারে বাজছিল—ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ...।'

সোমবার কর্মদিবস থাকার কারণে বিভিন্ন মসজিদে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ঈদের জামাত শুরু হয়। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি থাকায় অধিকাংশ ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় মসজিদ ভবনে। নিউইয়র্কে বরাবরের মতো জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, ব্রুকলিন ইসলামিক সেন্টার এবং ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে ঈদের বড় জামাত অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদে মসজিদে একাধিক জামাতে নারী-পুরুষসহ নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি-আমেরিকানরা অংশ নেন।

ঈদের জামাতে দেয়া খুতবায় দেশ ও মুসলিম উম্মার শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। কাজ থেকে ঐচ্ছিক ছুটি নিয়েছিলেন অনেকে কর্মজীবী প্রবাসী। নিউইয়র্কে ঈদ উপলক্ষে স্কুল ছুটি থাকায় স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী ঈদ উদযাপন করতে পেরেছে পরিবারের সাথে। সোমবার বিকেলের দিকে আবহাওয়া ভালো হয়ে উঠলে স্বদেশিদের ঈদের কুশলবিনিময় করতে বেরিয়ে পড়তে দেখা যায়। কেউ কেউ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ছুটে গেছেন স্বজন পরিজনের কাছে। দেশ ছাড়া প্রবাসীরা খোঁজ নিতে থাকেন দেশে থাকা স্বজনদের। ঈদের জামাতগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশী ও মুসলিম কমিউনিটি সহ দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেও নিউইয়র্কের কোথাও কোথাও খোলা রাস্তায় ঈদের জামাত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

বিরূপ প্রকৃতির কারণে কুইন্সের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার ভবনে ঈদুল ফিতরের চারটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৮টা, ৯টা, ১০টা ও ১১টায়। ব্রুকলিনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারে সকাল সাড়ে ৮টায় ঈদের একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৮টায়, ৯টায় ও সকাল ১০টায়। ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদ ভবনে দুটি ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৯টায় ও সকাল সাড়ে ৯টায়।

এছাড়া জ্যামাইকার আরাফা মসজিদে ঈদের ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৭টা, সকাল ৮টা, সকাল ৯টা ও সকাল ১০টায়। জ্যামাইকার আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে মসজিদ ভবনে ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৬টা, সাড়ে ৭টা, সাড়ে ৮টায়, সাড়ে ৯টা এবং সকাল সাড়ে ১০টায়।

জ্যামাইকার মসজিদ মিশন জামে মসজিদে (হাজী ক্যাম্প মসজিদ) ঈদুল ফিতরের ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা ও সকাল ১০টায়। জ্যামাইকার দারুস সালাম মসজিদ ভবনে ঈদের ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা ও ১০টায়। উডসাইডের আবু হুরায়রা জামে মসজিদে ঈদের ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৭টায়, সোয়া ৮টায় এবং ৯টায়। সকালে বৃষ্টির পূর্বাভাস ও বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও সকাল ৯ টায় তা বন্ধ হয়ে গেলে নিউইয়র্ক ঈদগাহ ৯, ১০ এবং ১১ টার জামাতগুলো ডাইভার্সিটি প্লাজার উন্মুক্ত এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদ ভবনে ঈদের ৩টি জামাত হয় সকাল ৭টা, ৮টা ও সকাল ৯টায়। ব্রুকলিনের বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার মসজিদ ভবনে ঈদুল ফিতরের ৫টি জামাত হয় সকাল সাড়ে ৬টা থেকে শুরু করে আধা ঘন্টা পরপর।

আটলান্টিক সিটিতে ঈদুল ফিতর উদযাপিত

সুব্রত চৌধুরী, *আটলান্টিক সিটি*

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে।

২ মে সোমবার সকালে আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন মসজিদে প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিমরা ঈদের নামাজ আদায় করেন। বড়দের সাথে ছোটরাও রঙবেরঙের পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ঈদের জামাতে অংশ নেয়। ঈদ জামাতে বিপুল সংখ্যক নারীও অংশ নেন।

করোনা সংক্রমণ শুরুর পর গত দুই বছর ভিন্নরকম এক পরিবেশে ঈদ উদযাপন করা হয়। এবার উৎসবমুখর পরিবেশে ঈদ উদযাপনে এদিন সকাল থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিমরা ঈদ আনন্দে শরিক হতে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিল। এছাড়া অনুকূল আবহাওয়ায় এবারের ঈদ পেয়েছিল ভিন্ন এক মাত্রা।

মসজিদ আল হেরা

আটলান্টিক সিটির ২৪২৬, আটলান্টিক অ্যাভিনিউয়ে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের অর্থায়নে নির্মিত ও তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আল হেরা মসজিদে ঈদের জামাতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিমসহ অন্যান্য কমিউনিটির মুসলিমরাও অংশ নেয়। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিম মহিলাও ঈদের জামাতে অংশ নেয়। ঈদের নামাজ আদায় শেষে খুতবা প্রদান করা হয়, দেশবাসী ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সুখ-সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়। এখানে ঈদের জামাতে ইমামতি করেন মসজিদ আল হেরার খতিব, মুহাদ্দিস আজিম উদ্দিন। এখানে দু'টি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

গণমাধ্যমকর্মীদের সম্মানে ইয়র্ক হোল্ডিং রিয়েল্টি ও জাকির চৌধুরী ফাউন্ডেশনের ইফতার। ছবি: সংগৃহীত

ইয়র্ক হোল্ডিং ও জাকির চৌধুরী ফাউন্ডেশনের ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ১ মে গণমাধ্যম কর্মীদের সম্মানে ইয়র্ক হোল্ডিং রিয়েল্টি এবং জাকির চৌধুরী ফাউন্ডেশনের ইফতার মাহফিল আয়োজন করেছে। এর মধ্যদিয়ে নিউইয়র্কে মাসব্যাপী ইফতার মাহফিলের সমাপ্তি ঘটলো।

জ্যাকসন হাইটসে একটি পার্টি হলে এ মাহফিলে জাকির এইচ চৌধুরী বলেন, সাংবাদিক ভাই-বোনদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই গত বছরের ন্যায় এবারও ইয়র্ক হোল্ডিং রিয়েল্টি এবং জাকির চৌধুরী ফাউন্ডেশন ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। সকলের প্রতি অনুরোধ মানবতার কল্যাণে যারা কাজ করছি তাদের উৎসাহিত করে যাবেন। কোনো কিছু অসামঞ্জস্য মনে হলে অবশ্যই গঠনমূলক সমালোচনা এবং সংশোধনের পরামর্শ দেবেন।

আমানত হোসেন আমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন কমিউনিটি লিডার মাজেদা এ উদ্দিন, সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার, সাংবাদিক মিজানুর

রহমান। রোজা রাখার অনুমতির আলোকে নিজের লেখা একটি কবিতা পাঠ করেন সালেম সুলেরী। মঞ্চে অতিথি হিসেবে আরো উপবেশন করেন বিএনপি নেতা জসীম ভূইয়া, পারভেজ সাজ্জাদ। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে সকলে ইফতার গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, সমাজকর্মী জাকির এইচ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্র যুবদলেরও সভাপতি।

উল্লেখ্য, রোজার ৩০ দিনে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক তিন শতাধিক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এর বাইরেও ২০টি মসজিদে প্রতিদিন মুসল্লিদের মাঝে বিতরণ করা হয় ইফতার।

যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের আহবায়ক কমিটি গঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রহমান সায়েমকে আহ্বায়ক এবং জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দীকে সদস্যসচিব করে ৩৯ সদস্যবিশিষ্ট এ নতুন কমিটির অনুমোদন দেয়া হয় ২৭ এপ্রিল।

আহ্বায়ক মোহাম্মদ রহমান সায়েম, সদস্যসচিব জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী

বিএনপির অঙ্গসংগঠন জাসাসের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক চিত্রনায়ক হেলাল খান এবং সদস্যসচিব জাকির হোসেন রুকন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়। কমিটিতে যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন শেখ হায়দার আলী, মো. আনোয়ার হোসেন, শামীম আহমেদ, খালেদ আহমেদ খান, মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন, এলিজা আক্তার মুক্তা, সুলতানা খানম, মেহেরুন্নেসা কনক ও সজীব চৌধুরী ফয়সল। সদস্যরা হলেন— বিদায়ী কমিটির সভাপতি আবু তাহের, মজিবর রহমান লাবলু, তানভীর ফাতেমা রিয়া, রুহেলুজ্জামান চৌধুরী, রিয়াজ আহমেদ, মো. জিল্লুর রহমান জাহিদ, মো. রানা কবীর, মোহাম্মদ নাসেরউদ্দিন, জাকির আহমেদ, তারেক আহমেদ, মোহাম্মদ মান্নান, ময়নুল হোসেন বাবু, আশরাফুল হাসান, আমিরুল ইসলাম জেনিফ, সালেহ আহমেদ মানিক, কে এম রিয়াতুল ইসলাম লিমন, মো. রাজ ইসলাম, জিল্লুর রহমান, রহিমউদ্দিন, মামুন সরকার, নুরুন নবী, ম ম জসীম, নূরে আলম, লিসান চৌধুরী ও মারিয়া আকতার মৌ।

যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের আলহাজ আবু তাহের ও কাওসার আহমেদের নেতৃত্বাধীন কমিটি কয়েক মাস আগে ভেঙ্গে দেয়া হয়।

QA TEK SOLUTIONS
An Information Technology Company

GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
NO IT EXPERIENCE REQUIRED!
WE PROVIDE GUARANTEED JOB ASSISTANCE

What We Offer:
- Professional IT Courses
- Resume Build Up
- Job Assistance
- Website Design
- IT Consultancy

Most Popular IT Courses:
- Software Testing with Selenium & Accessibility Testing
- Data Analysis With Power BI

Get The Job You Deserve:
- Interactive Training Courses
- Guaranteed Job Assiscance
- Onsite & Online Classes
- Weekdays & Weekend Sessions
- Student Support Session

ADMISSION GOING ON
QA TEK Solutions Inc.

New York: 89-16 175 St., CF-4, Jamaica, NY 11432 Cell: (347) 259-1930 / (347) 658-9284
Virginia: 6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165 Cell: (571) 457-0371
Email: admin@qateksolutions.com Website: www.qateksolutions.com

গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টাকা। অন্যান্য সূত্রের অর্থ ব্যয় নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকলেও উত্তর জানা যায়নি।

অনুষ্ঠানের দু'দিন আগে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের আইসিটি মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক কনসার্টের বিস্তারিত তুলে ধরেন। ৪ নভেম্বর বুধবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী বলেন, কনসার্টটির জন্য বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ছাড়াও দেশীয় কিছু কোম্পানী স্পন্সর হিসেবে রয়েছে।

বুধবার পর্যন্ত ২০ হাজার আসনের ধারণক্ষমতার অনুষ্ঠানে টিকিট বিক্রি হয়েছে প্রায় ৪ হাজার।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বল্প উন্নত দরিদ্র রাষ্ট্র গুলোর শিশুদের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করবে বাংলাদেশ। এ নিয়ে ইউএনডিপি'র সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কনসার্টের মাধ্যমে এ সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করা হবে বলে তিনি জানান।

জনাকীর্ণ এই সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা কনসার্টের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে ধোয়াশার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন প্রশ্নের ব্যাপারে প্রতিমন্ত্রীকে জবাব দিতে হিমশিম খেতে দেখা গেছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক সরকারের ১০ কোটি টাকার বাইরে স্পন্সর কোম্পানীগুলো কত টাকা দিচ্ছে তা স্পষ্ট করে জানাতে পারেননি।

এছাড়া কনসার্টের মোট বাজেট কত তাও তিনি জানাতে পারেননি। এপ্রিল মাস থেকে কনসার্টের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, কেউ চাইলে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, স্থানীয় সাংবাদিক ও আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী শিশুদের জন্য ফ্রি টিকিট দেওয়া হবে। এসময় তিনি নতুন প্রজন্মের প্রবাসী বাংলাদেশী শিশুদের এই কনসার্টে অংশগ্রহন করানোর জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। আর যারা ফ্রি টিকিটের মাধ্যমে কনসার্টে অংশ নিতে আগ্রহী তাদের নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ই-মেইলে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান।

'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' নিউইয়র্কে আয়োজিত হলেও প্রবাসী বাংলাদেশীদের জানাতে তেমন কোন কর্মকান্ড পরিচালনা না করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেন উপস্থিত সাংবাদিকরা।

সংবাদ সম্মেলনে 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' আয়োজনে নিউইয়র্ক প্রবাসীদের অংশগ্রহন নেই কেন? জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই আয়োজনের সবই হয়েছে বাংলাদেশ থেকে। তবে কনসার্ট আয়োজনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' এর টিকিট বিক্রির অর্থের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি মন্ত্রনালয় ও ইউএনডিপি'র অর্থায়নে যৌথ তহবিল গঠন করা হচ্ছে। আর এই তহবিল দিয়েই বিশ্বের স্বল্প উন্নত দরিদ্র রাষ্ট্র গুলোর শিশুদের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করবে বাংলাদেশ। এর সার্বিক সহযোগিতায় থাকবে ইউএনডিপি।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ছাড়া আর কোন মিডিয়াকে এই কনসার্টের মিডিয়া পার্টনার করা হয়নি। আর কেউ যদি কোন মিডিয়াকে পার্টনার করে থাকেন সেটা আমি জানি না। তবে যে মিডিয়া পার্টনারের কাজ করেছেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মন্ত্রী, এমপি, কর্মকর্তা ও তাদের স্বজনসহ ৫৫ জনের বহর এখন নিউইয়র্কে। সরকারী হিসেবের বাইরেও অনেকেই কনসার্ট উপলক্ষে নিউইয়র্কে এসেছেন বলে জানা গেছে। নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা এমন আয়োজন নিয়ে আগে থেকে জানতে পারেননি। যথাযথ প্রচার হলে বাংলাদেশের নামে কনসার্ট লোকারণ্য হয়ে উঠতে পারতো বলে মনে করা হচ্ছে। প্রবাসী আওয়ামীলীগ নেতা, মুক্তিযোদ্ধা সহ সাধারণ প্রবাসীদের অনেকেই এমন আয়োজন এবং রাখঢাক নিয়ে নিজেদের উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

১০ ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিবসে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) ২০২২ সালের এই সূচক প্রকাশ করেছে। সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬২তম (স্কোর ৩৬ দশমিক ৬৩)। সূচকে সবার শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে।

২০২১ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫২তম (স্কোর ৫০ দশমিক ২৯)। আর ২০২০ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫১তম। অর্থাৎ গত দুই বছরের সূচকেও বাংলাদেশের এক ধাপ করে অবনতি হয়েছিল। এবারের সূচকে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে মিয়ানমার ছাড়া সবার নিচে বাংলাদেশের অবস্থান। সূচকে বাংলাদেশের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে ভারত (১৫০), পাকিস্তান (১৫৭), শ্রীলঙ্কা (১৪৬), আফগানিস্তান (১৫৬), নেপাল (৭৬), মালদ্বীপ (৮৭), ভুটান (৩৩)।

সামরিক শাসনে থাকা মিয়ানমারের অবস্থান ১৭৬, গতবছর তাদের অবস্থান ছিল ১৪০। এবারের সূচকে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও মালদ্বীপের অবস্থানেরও অবনতি হয়েছে। ভারত আট ধাপ, পাকিস্তান ১৭ ধাপ, শ্রীলঙ্কা ১৯ ধাপ, আফগানিস্তান ৩৪ ধাপ আর মালদ্বীপ পিছিয়েছে ১৫ ধাপ। এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে ভুটানের, ৩২ ধাপ এগিয়েছে দেশটি। আর নেপাল এগিয়েছে ৩০ ধাপ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণমাধ্যম কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে, তার ভিত্তিতে ২০০২ সাল থেকে আরএসএফ এই সূচক প্রকাশ করে আসছে। ২০১৩ সাল থেকে এই সূচকে বাংলাদেশ আছে। ২০২২ সালে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে একজন সাংবাদিক নিহত এবং তিনজন কারাবন্দি বলে আরএসএফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

সূচক অনুযায়ী, বিশ্বে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে উত্তর কোরিয়া ১৮০তম (স্কোর ১৩ দশমিক ৯২)। খারাপের দিক দিয়ে দ্বিতীয় ইরিত্রিয়া, তৃতীয় ইরান, চতুর্থ তুর্কমেনিস্তান, পঞ্চম মিয়ানমার, ষষ্ঠ চীন, সপ্তম ভিয়েতনাম, অষ্টম কিউবা, নবম ইরাক ও দশম অবস্থানে রয়েছে সিরিয়া। সূচকে রাশিয়ার অবস্থান ১৫৫তম, দেশটির স্কোর ৩৮ দশমিক ৮২।

গর্ভপাত নিয়ে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমেরিকা জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

গর্ভপাত নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের এ আদেশ আগামী মাস দু'একের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই ৩ মে মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যম পলিটিকো আদেশের গোপন খসড়াটি হাতে পেয়ে সংবাদ পরিবেশনের পর তোলপাড় শুরু হয়েছে।

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের চরম গোপনীয় এমন নির্দেশের খসড়া কীভাবে ফাঁস হয়েছে, এ নিয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খোদ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, প্রধান বিচারপতিসহ ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

১৯৭৩ সালে ঐতিহাসিক 'রোভ বনাম উয়েড' মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট আমেরিকার নারীদের গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে রায় প্রদান করেছিল। এ রায়ের ফলে আমেরিকার নারীরা গর্ভপাত নিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়ার জের ধরে আমেরিকার রাজ্যগুলোতে গর্ভপাত নিয়ে আইন প্রণীত হয়েছে।

ফাঁস হওয়া সুপ্রিম কোর্টের খসড়া নথিতে দেখা গেছে, মিসিসিপি রাজ্য সদ্য প্রণীত এক আইনের জের ধরে ৭৩ সালের আদেশ পাল্টে দেয়ার পক্ষে বর্তমান রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গর্ভধারণের ১৫ সপ্তাহ পরে গর্ভপাতকে নিষিদ্ধ করে মিসিসিপিতে আইন প্রণয়ন করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক স্যামুয়েল এলিটো নতুন আদেশের খসড়া করেছেন। রিপাবলিকান মনোনীত বিচারক ক্লারেন্স টমাস, বিচারক ব্যারেট ক্যাভেনহাগ, বিচারক নেইল গরসাচ, বিচারক এমি ব্যারেট এ খসড়া আদেশের পক্ষে বলে ফাঁস হওয়া আদেশের খসড়ায় দেখা গেছে।

সুপ্রিম কোর্টের এ আদেশ চূড়ান্তভাবে ঘোষিত হলে আমেরিকার ২২টি রাজ্যের গর্ভপাত আইন বদলে যাবে। ১৯৭৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের আদেশের ওপর ভিত্তি করে ১৩টি রাজ্যে গর্ভপাতবিরোধী আইন এখন চালু রয়েছে। আমেরিকার উদারনৈতিক লোকজন মনে করছেন, দেশটি রক্ষণশীলতার দিকে ফিরে যাচ্ছে। নাগরিক আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের জের ধরে গর্ভপাত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেয়ার ফাঁস হওয়া খসড়া প্রকাশিত হলে ওয়াশিংটন ডিসিসহ আমেরিকাজুড়ে ৩ মে মঙ্গলবার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে উদারনৈতিক আইনপ্রণেতা, নাগরিক ও নারী আন্দোলনের সংগঠকরা যোগ দিয়েছেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ফাঁস হওয়া আদেশের কসড়ায় সুপ্রিম কোর্টের চরম রক্ষণশীলতার চিত্র বেরিয়ে এসেছে। গর্ভপাত আইনের পরিবর্তনের ফলে আমেরিকার লাখ লাখ নারীর জীবন প্রভাবিত হবে।

প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস বলেন, ফাঁস হওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এমন খসড়া রায় এবং এর ফাঁস হওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের গ্রহণযোগ্যতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

থামছে না জীবনঝুঁকির অভিযাত্রা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জীবনের আশায় অভিবাসনপ্রত্যাশী লোকজনকে নিয়ে সারাবিশ্বে গড়ে উঠেছে সিন্ডিকেট।

এ বছরের শুরুতেই সমুদ্রে ডুবে বাংলাদেশিদের মৃত্যুর বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে।

প্রতিবছরই প্রবল ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবেশের চেষ্টা করে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা। প্রতিকূল এপথ পাড়ি দিতে সমুদ্রে ডুবে প্রতিবছরই মারা যান অনেকে। তারপরও ইউরোপে প্রবেশের মরিয়া চেষ্টা থামছে না, বরং বাড়ছে।

গত মাসে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলির পূর্ব উপকূলীয় ভূমধ্যসাগর থেকে পাঁচ শতাধিক বাংলাদেশিকে আটক করেছে দেশটির পুলিশ। ২৩ এপ্রিল ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে পাড়ি দেয়ার সময় তাদের আটক করা হয়। লিবিয়া কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে তুর্কি সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড জানায়, জাহাজে করে ইউরোপে যাওয়ার প্রস্তুতিকালে ৫৪২ জন অভিবাসীকে আটক করেছে লিবিয়ার পুলিশ।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ভয়েস অব আমেরিকার এক প্রতিবেদনে জানা যায়, লিবিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল এস এম শামীম উজ জামান পাঁচ শতাধিক বাংলাদেশি আটক হওয়ার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। গত ছয় বছরের মধ্যে ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে একদিনে এত সংখ্যক বাংলাদেশি আটকের ঘটনা এটিই প্রথম। শেষ ২০১৬ সালে ছয় শতাধিক অভিবাসীকে সাগর থেকে উদ্ধার করা হয়। ২০২০ সালে দালাল নিয়ন্ত্রিত এক বন্দিশালায় ২৬ জন অভিবাসন প্রত্যাশীকে হত্যা করা হলে এই রুটে অবৈধ অভিবাসীদের যাতায়াতে কিছুটা ভাটা পড়ে। বিগর দুই বছর করোনা মহামারিতে অনেকটাই বন্ধ ছিল যাতায়াত।

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) বলছে, ২০২১ সালে প্রায় ২ হাজার অভিবাসী ভূমধ্যসাগরে ডুবে গেছে বা নিখোঁজ হয়েছে। আর আগের বছর ২০২০ সালে এমনটি হয়েছে এক হাজার ৪০১ জনের। এছাড়া গত তিন মাসে পাঁচ শতাধিক বাংলাদেশিকে সাগর থেকে উদ্ধার করে দেশে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা। জাতিসংঘ বলছে, ২০২১ সালে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে তিন হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে, যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ। ২৯ এপ্রিল শুক্রবার জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে শরণার্থী, অভিবাসনপ্রত্যাশী ও ইউরোপে যাওয়ার পথে অন্য শরণার্থীদের মৃত্যুর মিছিল থামাতে আশু পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানিয়েছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক পাড়ি দিতে গিয়ে ৩ হাজার ৭৭ জন নিখোঁজ হন, যা ২০২০ সালে ছিল ১ হাজার ৫৪৪ জনের বেশি।

জেনেভায় সংবাদিকদের ইউএনএইচসিআরের মুখপাত্র শাবিয়া মান্টো বলেন, 'আশঙ্কাজনকভাবে এবছরের শুরুতে অতিরিক্ত ৪৭৮ জন ব্যক্তি সমুদ্রে মারা যান বা নিখোঁজ হন।'

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০২১ সালে ১ হাজার ৯২৪ জন মধ্য ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের নৌপথে নিখোঁজ বা মারা যান। কানারি দ্বীপপুঞ্জ হয়ে উত্তর আফ্রিকার আরেকটি নৌপথে মারা গেছেন আরও ১ হাজার ১৫৩ জন। মান্টো বলেন, 'সমুদ্রযাত্রার অনুপযুক্ত, রবারের নৌকায় গাদাগাদি করে বেশিরভাগ সমুদ্রযাত্রা হয়েছে। যার মধ্যে অনেকগুলো ডুবে গেছে, প্রাণহানি হয়েছে।'

সমুদ্রযাত্রার বেশিরভাগই হয় মৌরিতানিয়া ও সেনেগালের মতো পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল থেকে। এই দুই দেশ থেকে কানারি দ্বীপপুঞ্জ হয়ে সমুদ্রযাত্রা বেশি বিপজ্জনক।

মান্টো জানান, এই পথ পাড়ি দিতে কখনও ১০ দিন পর্যন্ত লেগে যায়। 'এই পথে ইউরোপযাত্রায় অনেক নৌকাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বা কোনো চিহ্ন না রেখেই হারিয়ে গেছেন,' বলেন মান্টো।

ইউএনএইচসিআরের প্রতিবেদনে এই নৌপথকে 'ভীষণ বিপজ্জনক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আসন থেকে আগের নির্বাচিত সিনেটররা নির্বাচন করছেন না।

মে মাস থেকেই সিনেটের এসব নির্বাচনের দলীয় প্রাইমারি শুরু হচ্ছে। এর চারটি অনুষ্ঠিত হবে এ মাসে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর অনুগত চার প্রার্থীকে নিয়ে এ মাসেই দলের প্রাইমারিতে মাঠে রয়েছেন।

রাজনীতিতে এখন ডেমোক্র্যাট দলের দুঃসময় চলছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ধসে পড়া জনপ্রিয়তা কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে ডেমোক্র্যাট শিবিরের জন্য। তাদের দলীয় প্রাইমারিতে তেমন উত্তেজনা নেই। ট্রাম্পের আনুগত্য নেয়ার জন্য রিপাবলিকান দলের সব প্রার্থীকেই ধর্ণা দিতে হচ্ছে। উত্তেজনাকর দলীয় প্রাইমারির মধ্যে দিয়ে ট্রাম্প সমর্থকদের উত্থান ঘটলে এর প্রভাব পড়বে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে।

ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, চলতি মাসের প্রাইমারিতে রিপাবলিকান দল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে ক্লান্ত হবে। প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে তাদের। ট্রাম্পের পক্ষ-বিপক্ষে রিপাবলিকান দলে বিভাজন সৃষ্টি হবে বেশি করে। ফলে নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দল সুবিধা পাবে বলে তাদের বিশ্লেষকরা একধরনের যুক্তই উপস্থাপন করছেন। অনেক ডেমোক্র্যাট প্রার্থী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছ থেকে দূরে থাকছেন। জাতীয় ইস্যুগুলো নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের চেনা অবস্থানের বাইরে কথা বলছেন। যদিও রিপাবলিকান দলের যেকোনো প্রার্থীই মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে যুক্ত করেই প্রচারণা চালাবে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়াবে, এমন প্রত্যাশা সুদূরপরাহতই মনে হচ্ছে। পেনসিলভেনিয়ায় অবসরে যাচ্ছেন রিপাবলিকান সিনেটর প্যাট টমি। ডেমোক্র্যাট এ আসনটি দখল করার পক্ষে একটাই যুক্তি— গত নির্বাচনে পেনসিলভেনিয়ায় জো বাইডেন পাস করেছেন। এ আসনে রিপাবলিকান দলে ট্রাম্প সমর্থন দিয়েছেন সেলিব্রিটি চিকিৎসক মেহমেথ ওজকে। সাবেক হেজফান্ড নির্বাহী ডেভিড ম্যাককরমিক এখানে রিপাবলিকান দলের আরেক শক্ত প্রার্থী। তিনি নিজেকে প্রকৃত রক্ষণশীল দাবি করছেন এবং ট্রাম্পের সমর্থ ছাড়াই স্থানীয় রিপাবলিকানদের সমর্থন দেখাতে সক্ষম হচ্ছেন। ১৭ মে পেনসিলভেনিয়ার প্রাইমারিতে ট্রাম্প সমর্থনের পরীক্ষা হয়ে যাবে রাজ্যটিতে। এ রাজ্যে ডেমোক্র্যাট দলের এগিয়ে থাকা প্রার্থী হচ্ছেন লেফটেনেন্ট গভর্নর জন ফেটারম্যান। রাজ্যজুড়ে তাঁর নাম-পরিচিতি রয়েছে। ডেমোক্র্যাটরা মনে করছেন, নভেম্বরের নির্বাচনে জন ফেটারম্যানকে দিয়ে আসনটি নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

জর্জিয়ার সিনেট প্রাইমারিতে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ট্রাম্প সমর্থক সাবেক এনএফএল তারকা হার্সেল ওয়াকার। এ রাজ্যে ডেমোক্র্যাট সিনেটর রাফায়েল ওয়ারনক পুনর্নির্বাচন করছেন। অর্থ সংগ্রহ এবং স্থানীয় জনমতে তিনি এখনও শক্তিশালী অবস্থানে। ফলে জর্জিয়ার সিনেট নির্বাচন নিয়ে তেমন উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে না। নেভাদা রাজ্যে ডেমোক্র্যাট সিনেটর ক্যাথরিন কর্টেজ পুনর্নির্বাচন করছেন। রাজ্যের ল্যাটিন ভোটারদের ডেমোক্র্যাট দল ধরে রাখতে পারবে কিনা, এর ওপর নির্ভর করছে মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাঁর উতরে আসা। এ রাজ্যে রিপাবলিকান প্রাইমারিতে এগিয়ে আছেন ট্রাম্পের প্রার্থী অ্যাডাম লাক্সাল্ট। সামান্য ভোটের ব্যবধানে নেভাডায় জয় পেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

অ্যারিজোনার প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হবে আগস্টে। এখানে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মাইক কেলি। আগে থেকেই নির্বাচিত হয়ে আসছেন। যদিও অ্যারিজোনা এখন অনেকটা রিপাবলিকানদের দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখা গেছে। রিপাবলিকান দলের মধ্যে প্রার্থিতা নিয়ে এ রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনও এ রাজ্যে তাঁর সমর্থন স্পষ্ট করেননি। ধারণা করা হচ্ছে, ট্রামের আশীর্বাদ পাবেন রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল মার্ক ব্রনোবিচ।

ডেমোক্র্যাট দল আশা করছে নিজেদের বিভেদের কারণেই রিপাবলিকান দল এ রাজ্যের আসনটি নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবে না এ বছরও। উইসকনসিন, নর্থ ক্যারোলাইনা, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ফ্লোরিডা, ওহাইও এবং মিজৌরির সিনেট নির্বাচনের দিকে নজর রাখা হচ্ছে। এসব রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগেই প্রাইমারিতে প্রার্থীদের অবস্থান দেখে নভেম্বরের ফলাফল অনুমান করা যাবে।

ডেমোক্র্যাট দল হাল ছেড়ে দিচ্ছে না। প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাট দলের ফলাফল খারাপ হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে বলে মনে করা হচ্ছে। সিনেট ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে দলটি। ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে পারাকেই এখন বড় করে দেখছে ডেমোক্র্যাট দল। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজেই ফিলাডেলফিয়াতে দলের কনভেনশনে দেয়া বক্তৃতায় বলেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট হাতছাড়া হলে তাঁর ভেটো প্রদান ছাড়া আইনপ্রণয়নের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না। এমন পরিস্থিতি দাঁড়ালে ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর জন্য জয়লাভ করা আর কঠিন হয়ে উঠবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সময় আসছে ঘনিয়ে, তাড়া করছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উদারনৈতিক আমেরিকানদের ব্যাপক প্রত্যাশা জাগিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সাধারণ আমেরিকানদের হতাশা ও বিভ্রান্তির মধ্যেই তাঁর ক্ষমতার শেষ দুই বছর হয়ত কাটাতে হতে পারে।

এনপিআর, পিবিএস, ম্যারিস্ট পোলের যৌথ জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকার ৪৭ শতাংশ লোকজন আসছে নির্বাচনে নিজ নিজ এলাকায় রিপালিকান প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করবে। ৪৪ শতাংশ লোকজন বলেছে তারা ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ভোট প্রদান করবে।

২৯ এপ্রিল শুক্রবার প্রকাশিত জরিপের ফলাফলে প্রথমবারের মতো রিপাবলিকানদের পক্ষে প্রান্তিক পর্যায়ে অনুকূল জনমত পরিলক্ষিত হয়েছে। গত আট বছরের মধ্যেই এমন স্পষ্টভাবে লোকজনকে রিপাবলিকান দলের পক্ষে মতামত প্রকাশ করতে দেখা গেছে। ২০১৪ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগেও এমনই করে রিপাবলিকান দলকে জনমতে ৫ শতাংশ এগিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। ওই নির্বাচনে দলটি প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে সক্ষম হয়। একই ঘটনা আবারও ঘটতে যাচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

আমেরিকার রাজনৈতিক মানচিত্র রিপাবলিকানদের পক্ষে। ডেমোক্র্যাটদের জয়ী হতে হলে জনমত জরিপে অনেকটাই এগিয়ে থাকতে হয় তাদের। কারণ, ডেমোক্র্যাট ভোটারদের অবস্থান ও আচরণ রিপাবলিকান ভোতারদের চেয়ে ভিন্ন। প্রান্তিক আমেরিকায় স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে ডেমোক্র্যাটদের অবস্থা আরও নাজুক। নগরকেন্দ্রের বাইরের স্বতন্ত্র ভোটারদের কাছে রিপাবলিকান দলের প্রতি এখন সমর্থন ৭ শতাংশ বেশি। আমেরিকার চলমান অর্থনৈতিক মন্দা, বেড়ে ওঠা অপরাধ এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন লোকজনের ঝোঁক রিপাবলিকানদের দিকে। সাধারণ আমেরিকানদের কাছে এ বিষয়গুলো সামাল দিতে ডেমোক্র্যাট দল ব্যর্থ হয়েছে। জনমত জরিপে কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও ডেমোক্র্যাটদের পাল্লা ভারি থাকলেও এ জনগোষ্ঠীকে ভোট প্রদানে উপস্থিত করানোর জন্য আলাদা চাঞ্চল্যের প্রয়োজন হয়। যে চাঞ্চল্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নেই। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বলেই ফল পেয়েছিলেন।

গত নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে রানিং মেট করতে গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ ও ভারতীয় মিশ্রণের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে নিয়ে ভিন্ন হিসেবে ছিল ডেমোক্র্যাটদের। অবস্থা দৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, কমলা হ্যারিস কৃষ্ণাঙ্গ বা ভারতীয় —কারও মনই জয় করতে পারছেন না। জনমত জরিপে দুই-তৃতীয়াংশ কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী বলেছে, তারা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বা ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করে যাচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ ছাড়া আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিস্পানিকদের মধ্যে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন কমছে। মাত্র ৪০ শতাংশ ল্যাটিনো লোকজন বলেছে, তারা এখনও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রতি আস্থাশীল। কেবলমাত্র সমকামীদের মধ্যে ডেমোক্র্যাট দলের জনপ্রিয়তা এখনও খুবই শক্তিশালী। এ দলটি নাগরিক আন্দোলনের সক্রিয় অনুষঙ্গ হলেও নির্বাচনের ফলাফল ঘুরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা এখনও অর্জন করতে পারেনি। রিপাবলিকানদের মধ্যে সমকামী ও পরিবেশবাদী নাগরিক সংগঠকগুলোর সমর্থন কমই দেখা যায়। ইমিগ্রেশন নিয়ে বিভক্ত মার্কিন সমাজ। একদিকে কর্মিসঙ্কট, আরেকদিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর ভেঙ্গে পড়া সীমান্ত অবস্থা নিয়ে আমেরিকানদের মধ্যে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। সীমান্ত সামাল দেয়ার জন্য ব্যর্থতার দায়ও আসছে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের দিতে হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নভেম্বর মাস আসতে আর বেশি দেরই নেই। এরইমধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক মাঠ অনেকটাই দলীয় আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে দলের ব্যর্থতার মাশুল দিতে হবে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে। ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে আমেরিকার রাজনীতি আরও কয়েকদফা নাটকীয়তার মধ্যদিয়ে যাবে—এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

স্মৃতিময় রমজান

সাদিয়া ইসলাম আফরিন

রমজান মাস আসলেই মনে আনন্দ জেগে উঠে। বাসায় সারাবছর ঘটা করে যেহেতু আলুর চপ, পেঁয়াজু, বেগুনি, ছোলা, বিভিন্নর কমের ফল, আরো হরেক রকমের আইটেম একসাথে এক মাস যাবৎ পাওয়া যায় না, সুতরাং লোভনীয় এই খাবারগুলো মনেতো আনন্দ আনবেই।

কিন্তু আমরা ভুলে যাই, এ রমজান মাস সিয়াম সাধনার, আত্মসংযমের মাস। ধৈর্য, ত্যাগ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা অর্জনের এবং মানবিক গুণাবলি অনুশীলনের মাস বিধায় এ মাস অতি পবিত্র। কিন্তু সারাদিন অনাহারে থাকার মাশুল যদি সেহরি ও ইফতারিতে অধিক আয়োজন ও খাওয়ার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সুদে-আসলে আদায় করতে হয়, তবে রোজার মূল উদ্দেশ্যইব্যর্থ হয়ে যায়। তাই নিজেকে সংযত রাখার পাশাপাশি নিজের ভরপুর খাবার থেকে কিছু বাঁচিয়ে তা আমাদের পাশের অনাহারী লোকদের মুখে যদি তুলে দেয়া যায়, তবেই রোজার মূল লক্ষ্য হাসিল করা সম্ভব।

ছোটবেলা থেকেই আমি নিয়মিত সাওম পালন করে আসছি। ৬/৭ বছর বয়স থেকে যত কষ্টই হোক না কেন সবগুলো রোজা রাখার চেষ্টা করতাম। তবে নিজের রোজা রাখার উদ্দেশ্য কতটা হাসিল করতে পারছি তা জানি না, তবুও চেষ্টা করছি। খুব ছোট ছিলাম বলে মা তখন অল্প কয়েকটা রোজা রাখার কথা বললেও সাথে এটাও বলেছিলেন যে, ১০ বছর বয়স থেকে সবগুলো রোজা না রাখলে ভাগে খাবারের পরিবর্তে পিটুনি জুটবে।

এই পিটুনির ভয়েই আমি আমার পেটকে সকল খাওয়া থেকে বিরত রেখে রোজা রাখতে চাইতাম। এই একটা মাস আমার মা ঝাটা-জুতা-খুন্তি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দৈনন্দিন ব্যবহার্যের জিনিসপত্র আমাদের ভাইবোনদের উপর প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতেন। রোজা রাখলে আমাদের সকল অন্যায় ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হতো। মূলত তাঁর হাতের এই অপব্যবহার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই কনকনে শীতের রাতে কম্বলে মোড়ানো আরামের ঘুম হারাম করেই ঠাণ্ডা পানিতে হাতমুখ ধুয়ে, হাঁড়কাপানো শরীর নিয়ে সেহরি খেতে বসতাম। অবশ্য মা গরম পানি করে দিতো আমাদের, তবুও যেন পানিটা শরীর কামড়ে ধরতো ঠাণ্ডায়। যাইহোক, খেতে বসলে আবার প্রশান্তির ছোঁয়া পেতাম। আহ্, কি ভালো ভালো খাবারগুলোই না সেহরির জন্য রান্না করা হতো। রাতে খেতে বসলে সেই খাবারগুলো মা বেরই করতো না। আমাদের ভয়ে কোথায় যে লুকিয়ে রাখতো কে জানে? বড় বড় চিংড়ি, মুরগি ভুনা, গুঁড়া মাছ রান্না, শুঁটকি বেগুন, আমার পছন্দের আরো কত ধরনের খাবার! এই পছন্দের খাবার খাওয়ার জন্যও আমি বাধ্য মেয়ের মতো উঠে পড়তাম হাজারো ঘুমের কষ্ট ঠেলে দিয়ে। সাথে মায়ের পিটুনির ভয় তো আছেই।

সারাদিন কত কষ্ট করে রোজা রাখার মধ্যেও বাইরে সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা বন্ধ ছিল না। এই মাসে খেলাধূলায়ও মায়ের ওতো বারণ থাকতো না, তবে পড়াশুনাটা ঠিকমতো করতে হতো। বিকালে খেলে বাসায় ফিরে হাঁপিয়ে উঠতাম, পানির তৃষ্ণা পেতো খুব। তবুও নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু মায়ের হাতের বানানো গরম গরম আলুর চপের লোভনীয় ঘ্রাণে আমি দিশেহার হয়ে যেতাম। সারাদিন অভুক্ত থেকেও মাঝেমাঝে চারপাশের তৈরি ইফতারের সুগন্ধে নিজের লোভ নিয়ন্ত্রণের শক্তি হারিয়ে ফেলতাম, তাই আমার প্রিয় গরম গরম কয়েকটা ভাজা আলুর চপ লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন যে খেয়ে নিয়েছিলাম। কখনো কখনো স্কুল থেকে ফিরে এসে গোসলে গিয়েও লুকিয়ে ট্যাপের পানি খেয়েছি কতবার তার কোন ইয়ত্তা নেই। নামাজের ওযু করতে গিয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে কত পানি গলধঃকরণ করেছি। ভেবেছি, কেউ দেখেনি বলে আমার সিয়াম সাধনাটাও অটুট রয়েছে। ইফতারের সময় হলে কত গরিব মানুষেরা দরজায় দরজায় এসে হাত পেতে ইফতার চাইতো। নিজের ভাগের ইফতার থেকে কে আগে ঐ ভিক্ষুককে ইফতার দিয়ে সওয়াবের কাজটা করার সুযোগ পাবে, এই নিয়েও আমাদের ভাইবোন ও আশেপাশের সমবয়সীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকতো। আমরা অপেক্ষায় থাকতাম আরো কয়েকজন ভিক্ষুকের।

> এখন আর আগের মতো রমজান মাসে লুকিয়ে লুকিয়ে ট্যাপের পানি খাই না, লোভনীয় খাবারের ঘ্রাণে নিজের লোভ নিয়ন্ত্রণের শক্তি হারিয়ে ফেলি না। একটা পোশাকে মন খারাপ করি না, বরং কখনো কখনো নিজে না নিয়েও পরিবারের সদস্যদের জন্য কেনার মাঝেও আনন্দ আসে।

অন্যদিকে স্কুলে সহপাঠীদের মধ্যে থাকতো ঈদ কার্ড পাওয়া ও দেওয়ার একটা প্রতিযোগিতা। কে কত বেশি, কত দামি, কত সুন্দর সুন্দর ঈদ কার্ড পাবে এই একটা টেনশন থাকতো সবার মাঝে। পুরো রমজান মাসজুড়ে এলাকার অলিতে-গলিতে, স্কুলের কাছে কাপড় দিয়ে ঘেরা চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসা ছোট ছোট দোকানগুলোতে হরেক রকমের ঈদ কার্ড বিক্রি করা হতো। আমরা ২/৫টাকার কার্ড কিনে তার ভিতর নিজ হাতে সুন্দর করে লিখে দিতাম ঈদের শুভেচ্ছা বার্তা। তারপর অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা দিয়ে ঈদের ছুটিতে সকলেই বিদায় নিতাম।

ঈদ আসার সময় ঘনিয়ে আসলে কে কয়টা ড্রেস নিয়েছে, কয়টা জুতা, কত ধরনের কসমেটিকস, ফ্রেন্ডদের মধ্যে এই নিয়েও ছিলো প্রতিযোগিতা, বাসায় গিয়ে ঈদের পোশাক দেখে আসার চেষ্টা, কেউ ঈদের পোশাক দেখলে ঈদ পুরনো হয়ে যাবে বলে কখনো কখনো কেনা হয় নি বলে মিথ্যে বলা, আরও কত কি। আমি কখনো একটার বেশি ড্রেস পেতাম না বলে আমার খুব মন খারাপ হতো। আমরা চার ভাইবোন, পিঠাপিঠি বয়স হওয়ায় বাবার পক্ষে এতো জনকে তার সামর্থ্যের বাইরে একটার বেশি ড্রেস দেওয়া সম্ভব হতো না। যারা ঈদের দিন একটা ড্রেসও পরার সুযোগ পায় না তাদের দেখিয়ে আমাদের সান্ত্বনা দেয়া হতো। অতঃপর সেই একটা ড্রেস পেয়েই খুশি থাকতাম। তারপর আাসে ঈদ। সেটা নিয়ে বলতে গেলেও অনেকটা বলা যায়।

ছোটবেলায় সবকিছুই বেশ আনন্দেরই ছিলো।

আর এখন আমি বয়সে অনেক বড় হয়েছি। ১০ বছর বয়স থেকেই আমি সবগুলো রোজা রাখা শুরু করেছি। তবে মায়ের ভয়ে নয়, সৃষ্টিকর্তার হক পূরণের উদ্দেশ্যে। এখন আর আগের মতো রমজান মাসে লুকিয়ে লুকিয়ে ট্যাপের পানি খাই না, লোভনীয় খাবারের ঘ্রাণে নিজের লোভ নিয়ন্ত্রণের শক্তি হারিয়ে ফেলি না। একটা পোশাকে মন খারাপ করি না, বরং কখনো কখনো নিজে না নিয়েও পরিবারের সদস্যদের জন্য কেনার মাঝেও আনন্দ আসে।

তবে হারাচ্ছি কিছু মূল্যবান সময়। যে সময়গুলো আমি কোরআন পাঠে ব্যয় করতাম, সে সময়গুলো এখন আয় রোজগারের কাজে, অজুহাতমূলক কাজে কিংবা অকাজে ব্যয় করি। কখনোও বা সময় পেলেও ক্লান্তদেহে বিশ্রামের জন্য শুয়ে থাকি। আর ইন্টারনেটের জগতে এসে ডাটা অন করলেই যেন 4G গতির চেয়েও খুব বেশি দ্রুত আমাদের সময়টা চলে যায়। সময়গুলো দিনদিন কেমন যেন পানসে হয়ে যাচ্ছে। কেউ আর আগের মতো ঈদ কার্ড দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে না, ভিক্ষুকেরাও ইফতারের জন্য দরজায় দরজায় আর হাত পাতে না।

লুকিয়ে লুকিয়ে পানি, আলুর চপ, বেগুনি, খেঁজুর খাওয়ার সময়গুলোই খুব ভালো ছিলো। ছোট ছিলাম! খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, খেলাধুলা, পড়াশুনা বাদে আর কোন কাজ কিংবা দায়িত্ব ছিলো না। এখন দায়িত্বের কোন শেষ নেই।

ছিলাম দুশ্চিন্তাহীন, ছিলো দ্বিধামুক্ত দিন!!!

চাকরিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

ফজলুর রহমান চৌধুরী

১৯ এপ্রিল, ১৯৮৯ সাল। তাড়াহুড়ো করে পূর্বাহ্নে যোগদানপত্র জনাব খগেশ চন্দ্র দেবনাথ স্যারের কাছে দাখিল করতে প্রস্তুতি নিচ্ছি । সংশ্লিষ্ট এক ভদ্রলোক ভাই আমাকে সাহায্য করছেন। বেলা যে ২টা পার হয়েছে আমার খবর নেই। বাবু খগেশ স্যার বিরক্তি ভরে আস্তে আস্তে আমাকে কি যেন বলছেন!

'বর্ধিত সময়ের শেষ দিনে এসেও সঠিক সময়ে যোগদান করছে না'! 'সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। পাশের সাহায্যকারী ভাই দ্রুত স্যারের টেবিলে যোগদানপত্র দাখিলের জন্য আমাকে পাঠিয়ে দেন। ওনার কাছে যেতেই আমার হাত থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে সহি-তারিখ দিয়ে যোগদানপত্র ফাইলবন্দী করে নোটিং লিখতে শুরু করেন। আমাকে বললেন, 'এখন সেইফ, যান ঘুরে বেড়ান''। কিছুদিন পর আমাদের সকলকে স্টাফ অর্ডার করে ১ মে থেকে মিরপুর বিআইবিএম-বিবিটিএতে কর্মকর্তা তিন মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠানো হয়। ১৯৮৮- ৮৯ ব্যাচের এ গ্রুপে আমরা ছিলাম ৪৬ জনের মতো। এ গ্রুপের সবার শেষে / নির্ধারিত সময়ের পর জয়েন করার ক্ষতি প্রথমে না বুঝলেও সারা চাকরিজীবনে টের পাই। বিআইবিএম, মিরপুর-২ জার্মান টেকনিক্যাল ও স্টেডিয়ামের বিপরীত দিকে অবস্থিত ভেতরে অত্যন্ত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। তখন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির আলাদা ভবন নির্মিত হয়নি। হোস্টেলের ৩, ৪, ৫ তলা এবং একাডেমিক ভবনের প্রয়োজনীয় কক্ষ বিবিটিরএ'র জন্য বরাদ্দ ছিল। হোস্টেলে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ফ্লোর রয়েছে। রয়েছে সুবিশাল লাইব্রেরি। আমাদের হোস্টেলে সিট বরাদ্দ দেয়া হলো। ডাবল রুমে কেউ কেউ স্বল্পপরিচয়ের পছন্দের মানুষকে নিয়ে নিলেন। আমরা দুজনও তাই করলাম। সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আহমদ আলী ভাই (বর্তমানে নির্বাহী পরিচালক স্যার) আর আমি এক রুম নিলাম।

তিনি দেখতে যেমন সুন্দর, স্মার্ট, তেমনি মেধাবী, বন্ধুবৎসল এবং আন্তরিক। এ গ্রুপে ওনারা সংখ্যায় ৪০ জনের মতো। আমার মতো জনতা ব্যাংক, বিয়ানীবাজার, সিলেট থেকে চাকরি ছেড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জয়েন করেছেন। এ উদার মনের মানুষ বিশ্বনাথ উপজেলা, সিলেটের নামী এক ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান। ছাত্রজীবনে অনেক মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। এসএসসি ও এইচএসসি কৃতিত্বের সাথে পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে সম্মানসহ মাস্টার্স। আর এক ব্যাচমেট বন্ধু মো. আব্দুল হাসিব ভদ্র, অমায়িক গোলাপগঞ্জ, সিলেট বাড়ি। একটি প্রাইভেট ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে এসেছেন। কেমিস্ট্রিতে সম্মানসহ মাস্টার্স। ভাদেশ্বর, সিলেটের ছিলেন জনাব জুলফিকার মসুদ চৌধুরী। প্রশিক্ষণ কোর্সে আরও অনেকের সাথে সখ্য, বন্ধুত্ব, পরিচিতি গড়ে ওঠে। মীর মমিনুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, আমিনুর রহমান, দিদারুল ইসলাম, বীরেন্দ্র চন্দ্র, হুমায়ুন কবীর, নাজমুল ইসলাম, জয়ন্ত বণিক,ফজলুল করীম,রেজাউল করিম, অমল ঠাকুর, জয়শ্রী বাগচী, হোসনে আফরোজা, নাদিরা আপা, দিলারা আপা, নুরুন্নাহার আপা, মাহফুজা আপা আরও অনেক। শুরু হয় ছাত্রজীবনের মতো পুরোপুরি কঠিন নিয়মে পড়াশুনা, ক্লাস, অ্যাসাইনমেন্ট, পরীক্ষা। ভয় দেখানো হয় ফাইনাল পরীক্ষায় পাস না করলে হয় চাকরি স্থায়ী হবে না বা বাদ দেয়া হবে। বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে আসা সবাইকে একই ডিসিপ্লিনে, একই বিষয়ে অর্থনীতি, অ্যাকাউন্টিং, ফাইনান্স, ব্যাংকিং, প্র্যাকটিস এন্ড ল অব ব্যাংকি, মনিটারি এন্ড পিস্কেল পলিসি, এইচ আর এম, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী, আচার-ব্যবহার, স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দান করা হয়।

বিগত ছাত্রজীবনের পড়াশোনা, হোস্টেল, হলে থাকা-খাওয়া আর এ নতুন চাকরিজীবনের আনন্দ, প্রশান্তচিত্তভরা পড়াশোনা, থাকা-খাওয়া যে বিস্তর ফারাক! পার্থক্য মানসিকতায়, পার্থক্য বাস্তবতায়। উন্নত মানসম্মত খাওয়া-দাওয়া, সকাল-বিকেলের নাস্তা, চা— প্রতিক্ষেত্রে সময় নির্ধারিত। এত পরিচ্ছন্ন, সুন্দর পদ্ধতি আর ব্যবস্থাপনা ইতোপূর্বে কোনো ডাইনিংয়ে দেখিনি। শুধু ভালো আর উন্নত মজাদার খাবার নয়, নেই কোনো আন্দোলন-সংগ্রাম, নেই সিট দখলের মহড়া, গ্রুপিং। ঘুমুবার আগে ভাবতে হয় না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের মতো হঠাৎ দুপুর রাত্রে কোনো সন্ত্রাসী বা কোনো মোড়ল ভাই রুমে আসে কিনা! মনে হতো বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের পড়ার পরিবেশ যদি শান্ত স্বাধীন হতো! প্রশিক্ষণার্থীদের পোশাক-আশাক, চলাফেরা, কথায়, শরীর স্বাস্থ্যে একটা বেশ পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। শ্রদ্ধেয় মাসুদ আলী স্যার সহজ-সরলভাবে বলতেন, "আপনারা রাতে দেরি করে ফিরবেন না, সময়মতো খাবারটা খেয়ে নিবেন। ছাত্রজীবনে অনেকে অনেক কষ্ট করেছেন। এখন গুরত্বপূর্ণ কাজ করবেন। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হবে।"

অনেকের ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার ক্রনিক ডিসেন্ট্রি, গ্যাসট্রিক ডি আলসার সময়— রুটিন মেনে চলে এখানের খাবার খাওয়ায় বেশ কম অনুভূত হতে লাগল। ফ্লাজিল ট্যাবলেটও অনুপাতে কমিয়ে দিতে পারলাম। রুমের আয়নায় প্রতিচ্ছবি দেখলে আমার ভাঙ্গা গাল-মুখ ভরাট হয়ে কিছুটা অন্যরকম একটা সুন্দর মুখ দেখতে পাই। প্রথমে আমার চির আকাঙ্খিত স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম বিআইবিএমএ'র আয়নার কোনো কারসাজি। কারণ আমি এ ব্যাপারে দারুণ হতাশ ছিলাম। হাফশার্ট সাধারণত গায়ে দিতাম না। একদিন রুমমেট আহমদ আলী ভাইকেও বলতে শুনি,"চৌধুরী সাবের তো স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে।' ১০/১২ দিন পর ওনাকে সাথে নিয়ে যখন শহীদবাগ আত্মীয় বাসায়-ভাতিজি মুকুলদের (সাবা, সিহানদের আম্মা) বাসায় বেড়াতে যাই তখন বাসার সবাই আমার চেহারা হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে বলে খুশি প্রকাশ করলেন। তখন আমিও এর পুরো সুখ অনুভব করতে থাকলাম। বিয়েশাদীর চিন্তাও একটু একটু মাথায় আসতে লাগল। যা এতদিন অনেক দূরে ছিল। প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বড়জোর ৪/৫ জন পুরুষ, মহিলা বিবাহিত ছিলেন। বাকি সব অবিবাহিত, বিয়ের কথা ভাবছেন। ২/১ জন এখানে থাকতেই আর দেরি না করে বিয়ে করে ফেলেছেন। কিন্তু এখানে ছুটি নেয়া তো এত সহজ নয়। অনেক কষ্ট হতে দেখেছি, অনুভবে শেয়ার করেছি।

বিবিটিএ'র একাডেমিক স্যাররা অত্যন্ত যত্নের সাথে পড়াতেন। চেষ্টা করতেন অভিজ্ঞতার আলোকে ভালোভাবে বুঝাতে। যাদের কথা আজ মনে পড়ছে, সর্বদা মনে পড়ে তাঁরা হলেন—মীর্জা ওবায়দুর রহমান স্যার, মাসুদ আলী স্যার, হাওলাদার স্যার, মউলা বক্স স্যার, নুরুল ইসলাম স্যার, বিরাট বিশ্বাস স্যার, মাহবুবুল আমিন স্যার আরও অনেক। অনেক বিশেষজ্ঞ গেস্ট স্পিকারও আসতেন। বিআইবিএমএ'র ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা অপূর্ব পড়াতেন। প্রশিক্ষণ, শিক্ষাসফর, ফাইনাল পরীক্ষা। অনেক জানা, শেখা চলতে থাকে। স্যাররা বলতেন, "আজ আপনারা নতুন হিসেবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ভবিষ্যতে সেন্ট্রাল ব্যাংক চালাবেন, কর্ণধার হবেন।"

সত্যিই আজ ৮৮-৮৯ ব্যাচ ব্যাংক চালাচ্ছেন। অন্যান্য ব্যাচও সাথে আছেন। ডেপুটি গভর্নর পদ থেকে শুরু করে জিএম পর্যন্ত ৮৮-৮৯ ব্যাচের স্যাররা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ধীরে ধীরে বর্ণাঢ্য চাকরি জীবনের অবসান টানছেন। কেউ পরপারে গিয়েছেন। সময় কত দ্রুত চলে যায়।

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুভাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

খোশ আমদেদ
মাহে রামাদ্বান
সবাইকে পবিত্র ঈদ-উল ফিতর-এর
শুভেচ্ছা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

বৃহস্পতিবার, ২৮ এপ্রিল ২০২২

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

মনের ভাবনায় শৈশব, ভাবনায় শ্রীলঙ্কা

ফজলুর রহমান চৌধুরী

শৈশব আর কৈশোরের অনেক স্মৃতি মনকে নাড়া দেয়। যখন একা বসে থাকি মনে অনেক ভাবনা যেমন আসে, তেমনি নিউইয়র্কের ক্লিন্ড এয়ার বাসে বসে যখন প্রায়শ দূরে ভ্রমণ করি তখনও ভাবতে ভাল লাগে। চারপাশের ছায়াঘেরা সুন্দর বাড়িঘর, ব্যবসালয়, গাছ-গাছালি, সুশোভিত বাগানের প্রাকৃতিক হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে দূরঅতীতকে কাছে টানতে হৃদয়-মন উৎসুক্য হয়ে ওঠে। শৈশবে যে দৃশ্য, কিছু ঘটনা স্বাভাবিক মনে হত কালের প্রবাহে, সময়ের আবর্তনে, বিভিন্ন পরিবর্তনে সেগুলোর স্মৃতি আওড়াতে কেন জানি ভালো লাগছে।

ইচ্ছে করে আবার ফিরে যাই আমাদের এলাকায়, নবযৌবনের বর্ষায় শাপলা-শালুকভরা সবুজ ধানের ঢেউয়ের খেলায় নৌকা ডুবাই। অগ্রহায়ণ-পৌষের নবান্ন আর গ্রীষ্মের আম, জাম, লিচু, কাঁঠালের মৌ মৌ সে পাগল করা গন্ধে বিমোহিত হয়ে যাই। কোকিলের কুহু ডাকের সেই উদাসী সুরে ঘুম ভেঙ্গে আনমনা হয়ে বন্ধুদের খুঁজে বেড়াই। আবার কালবৈশাখীতে ঘরবাড়ি, ফসল লণ্ডভণ্ড হওয়া মানুষের হাহাকারের চিত্র ও ভেসে আসে। ৭০, ৮০ এর দশকে গ্রামে যে সকল পরিবারে ছিল আর্থিক স্বচ্ছলতা—গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু আজ তাদের অনেক পরিবর্তন। একান্নবর্তী পরিবারে সদস্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ভাঙ্গনে পারিবারিক ভাগবণ্টনে জমিজমার খণ্ড বৃদ্ধি শুধু ঘটেনি, মাথাপিছু জমির হারও কমেছে। সম্পর্কেরও হের ফের হয়েছে। কোনো পরিবারের দু-একজন চাকরি বা বিদেশ গিয়ে পরিবারকে সাপোর্ট দিচ্ছেন। কেউবা ব্যবসাও করছেন। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও এর ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে যে পরিবারে বিদেশি আছেন এবং পরিবারকে ব্যবসা, কৃষিকাজে, শিক্ষায়, চিকিৎসায় সাহায্য করছেন তাদের অবস্থা একটু উন্নত, অগ্রসরমান। বেশিরভাগ মানুষ সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। কিছু কিছু পরিবার যাদের গোলাভরা ধান দেখেছি, সর্বস্ব হারিয়ে নতুন করে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংগ্রাম করছেন। কৃষি কাজে জমি চাষে খরচ মেটাতে চড়া দামে মহাজনি ঋণ নিয়েছেন, সাথে কোনো ব্যবসা—ধান কেনাবেচা শুরু করেছেন অগ্রিম টাকা নিয়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ঘটা, ফসলের অবমূল্যায়ন, মধ্যস্বত্বভোগী, সংসার খরচ, চিকিৎসা ব্যয় ইত্যাদি প্রয়োজনে মহাজনের টাকা ফেরত দিতে পারছেন না। তাছাড়া ব্যবসা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ইত্যাদি কারণে গঞ্জ-শহরে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে গিয়ে আয়ের চেয়ে ব্যয় অনেক বেশি। মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি ঋণের যাঁতাকলে পড়ে জমি বন্ধক, এর থেকে অনন্যোপায় হয়ে জমি হারিয়ে ফেলা। এখানে অপরিণামদর্শী অর্থনৈতিক ব্যয় বাজেটও কিছুটা দায়ী। তবে দেশ অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। অবকাঠামো, যোগাযোগ, শিক্ষা, কৃষি, ব্যবসা, তৈরিপোশাক, বৈদেশিক রিমিট্যান্স, তথ্যপ্রযুক্তি, বিদ্যুৎ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হচ্ছে।

এরকম অনেকগুলো পরিবার মিলে গ্রাম, এলাকা, উপজেলা, জেলা, শহর, বন্দর নিয়ে একটি দেশ বা রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের অনেক খাত, সেক্টর রয়েছে। আছে সরকার, রয়েছে সার্বভৌমত্ব। সরকার দেশ পরিচালনার জন্য আর্থিক বার্ষিক বাজেট ঘোষণা করে। নির্ধারণ করা হয় মোট রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয়। আগের বছরের হিসেব থেকে বিভিন্ন খাতে খরচ কমানো বা বাড়ানো, উন্নয়ন খরচ, বিভিন্ন মেয়াদের উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ আয়ের বিভিন্ন/নতুন খাত সৃষ্টি করা, ট্যাক্স, ভ্যাট বাড়ানো বা স্থিতিশীল রাখা, অভ্যন্তরীণ ঋণ, বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ও এর পরিশোধের একটা যৌক্তিক সম্ভাবনা ও পরিকল্পনা থাকে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যে যে খাতে বৃদ্ধি পায় সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়। কোনো মেগাপ্রজেক্ট গ্রহণ, বাস্তবায়ন এর বিপরীতে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের সক্ষমতা সবকিছু পরিকল্পনায় থাকতে হয়। সম্ভাব্য কোনো দুর্যোগ, অতিমারি মোকাবেলা করারও বাজেট রাখতে হয়। সর্বোপরি অপচয় এবং দুর্নীতি রোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

আজ পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কার দিকে তাকালে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। শতভাগ শিক্ষিত এদেশ দূরদর্শী পরিকল্পনার অভাব, সরকারের অদক্ষতা আর সীমাহীন দুর্নীতির কারণে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত, দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। বৈশ্বিক মহামারি করোনার ধকল সামলাতে পারেনি। বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদেরা রাষ্ট্রের বেলায় দেউলিয়া শব্দ মানতে নারাজ। ঋণখেলাপি বলা যায়। রাষ্ট্র নয়, সরকার দেউলিয়া হতে পারে। শ্রীলঙ্কার এ ভয়াবহ আর্থিক মন্দা পরিস্থিতির জন্য অর্থনীতিবিদরা (২০১৯-২০২২) অর্থনীতির অব্যবস্থাপনা, ট্যাক্স-ভ্যাট কমানো, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সঙ্কট, বেহিসাবী অতিরিক্ত মুদ্রা/নোট ছাপানো

(মুদ্রার অবমূল্যায়ন), দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি (১৫% - ১৮% মুদ্রাস্ফীতি, মার্চ ২০২২) এবং অতিরিক্ত বহিঃঋণ বৃদ্ধিকে দায়ী করেন। এ সঙ্কটের পেছনে মাল্টিপোল যৌগিক ফ্যাক্টর কাজ করেছে। সরকারের উচ্চাভিলাসী প্রকল্প- পার্লামেন্টে পাস হওয়া দেশব্যাপী সবকিছু অর্গানিক বা জৈবিক খামার /উৎপাদন, অত্যধিক ব্যয়ে মেগাপ্রজেক্ট দ্বীপ সমুদ্রবন্দর, বিলাসী বিমানবন্দর (চায়না ঋণপ্রজেক্ট), ২০১৯ সালে ইস্টার্ন বম্বিং, কোভিড-১৯ প্যানডেমিক, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ ইত্যাদি। দেশটি সার্বভৌম আন্তর্জাতিক বন্ড ছাড়ার মাধ্যমে বিদেশি ও দেশি ঋণ গ্রহণ করেছে। জাপান থেকেও সরকার ঋণ নিয়েছে। এ ঋণ এখন পরিশোধ করতে পারছে না। মুদ্রার এত অবমূল্যায়ন কখনও হয়নি। ১ মার্কিন ডলারের বিপরীতে শ্রীলঙ্কার বর্তমান রুপি ২৭৭-৩১৫। জৈবিক খামারে উৎপাদন কমে যাওয়ায় প্রচুর খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি।

প্যানডেমিক কারণে বিগত দুই বছর শ্রীলঙ্কার একটি প্রধান খাত পর্যটন শিল্প থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়নি। ব্যালেন্স অব পেমেন্টে প্রচণ্ড ঘাটতি। মার্চ ২০২২ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মাত্র ১.৯ বিলিয়ন ডলার, যেখানে বিদেশি ঋণ পরিশেধ করতে হবে ৪/৫ বিলিয়ন ডলার। বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ মোট ঋণ ৮.৫ বিলিয়ন ডলার। খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি আমদানি করতে পারছে না। কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভার ৩৬জন কেবিনেট সদস্য পদত্যাগ করে রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি। মেজরিটি হারিয়েছে। মানুষ বিক্ষোভ করছে, হাহাকার করছে, শিক্ষা সঙ্কট, কাগজের অভাবে ছাপানো সমস্যা। দেশে বিদ্যুৎ সমস্যা, গ্যাস সমস্যা। জনগণ দেশ পালাতে চেষ্টা করছে। খোদার দরবারে আহাজারি করছে।

বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি ৬%। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলার (মার্চ ২০২২) যা ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৪৬ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্সের হার কমতে শুরু করেছে। অনেক জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো ও ইউরোপ, আমেরিকা প্যানডেমিক পরবর্তী অর্থনীতিতে মুদ্রস্ফীতি ঘটেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে। গ্যাস-জ্বালানিসহ প্রত্যেকটা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম অনেক বেড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্লথ, ঠাণ্ডা হাওয়া হয়েছে। আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতি ৮.৫০% মার্চ ২০২২। মানুষের মনে যেন অজানা এক দুর্ভোগের আশঙ্কা কাজ করছে। প্রাণচাঞ্চল্য কম, একটা স্থবিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকার চেষ্টা করছে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে।

মনে পড়ছে ১৯৯৬ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ এর কথা। শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক অর্জুনা রানাতুঙ্গার নেতৃত্বে জয়সুরিয়া, কালুভিত রানা, ডি সিলভা, রৌশন, মুরালী, চামিন্ডা ভাসরা কি ক্রিকেট দেখিয়েছিল বিশ্ব কে! ওপেনিংয় জুটিতে জয়সুরিয়া ও কালুভি রানের ঝড় তুলে ক্রিকেটে নতুন মাত্রা, নতুন সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। এ ঐতিহ্যবাহী পর্যটন শিল্পে সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় দেশটি আবার ঘুরে দাঁড়াবে, মানুষ সুখ-শান্তি খুঁজে পাবে এ প্রত্যাশা। বিশ্বের অর্থনীতিবিদগণের পরামর্শে, বিভিন্ন দেশের, আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহায়তায় এবং স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদী পরিকল্পনায় দেশটির অর্থনীতি ধীরে ধীরে চাঙ্গা হবে, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হবে এ শুভ কামনা।

সুফি চাচা

ইব্রাহীম চৌধুরী

হাতালি মাঠে ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে। গ্রামের ফুটবল মাঠ। পাকিস্তান জিন্দাবাদের সময় তখন। জীবনে প্রথম বাড়ির পাশের এ মাঠে গিয়েছি। কারণ আমার সুফি চাচা খেলবেন। সাথে দুইজন পাহারাদার দেয়া হয়েছে যেন আমি নিজেই খেলায় নেমে না পড়ি। খেলা দেখা আর খেলায় নেমে পড়ার বিভ্রান্তি আমার সেই শৈশবকাল থেকেই।

খেলা শুরু হয়ে গেছে। শফিক মাস্টার খেলছেন একদিকে। অন্যদিকে আমার সুফি চাচা। গ্রামের ফুটবলপ্রাণ যুবক ভেলাই, রিয়াজ। শফিক মাস্টার একদিকের গোলের সীমানা থেকে বলে কিক মারছেন, বল পড়ছে গিয়ে অন্যদিকের গোল কিপারের হাতে।

তাঁর মতো বল কিক দেয়ার লোক তখন এ তল্লাটে আর কেউ ছিলেন না। আমাদের অঞ্চলে ফুটবলের প্রবাদপুরুষ ছিলেন শফিক মাস্টার। আমার বাবার ছাত্র ছিলেন তিনি। একসময় নিজেও আমাদের প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করতে আসতেন পাশের গ্রাম থেকে। আমাদের গ্রামের স্কুলগুলো তখনও গুরুমশাইয়ের পাঠশালাই ছিল। শফিক মাস্টারকে স্যার-ই ডাকতাম। শফিক স্যার বলেছিলেন, বড় হলে ফুটবল খেলা শিখাবেন।

তাঁর কাছে আমি কোনদিন বড় হতে পারিনি। ফুটবলেও লাথি মারা শেখা হয়নি আমার। তখনও গ্রামের এসব ফুটবলে কারও পায়ে বুট দেখিনি। খালি পায়ে লুঙ্গি কায়দা করে গিঁট দিয়ে খেলা চলছে। সুফি চাচা এবং আর দুই-একজন হাফপ্যান্ট পরেছেন।

কিছুক্ষণ পর পর 'গোল! গোল! 'চিৎকার হচ্ছে। মাঠের পাশে বসে এলাকার সম্পন্ন জমিদার চেরাগ মিয়া মাঝেমধ্যে হুংকার দিচ্ছেন। খেলাররেফারি ডাক্তার মিন্টু বিশ্বাস।

গ্রামীণ ডাক্তার মিন্টু বিশ্বাস খেলা শেষ হওয়ার বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছেন। চেরাগ মিয়ার পাশে বসা গ্রামের মাতবর তৈয়ব আলী জয় বাংলা স্লোগান ধরেছেন।

সত্তরের নির্বাচনের কিছু আগের ঘটনা। বাংলার জনপদে তখন জয় বাংলা স্লোগান উচ্চারিত হতে শুরু করেছে। পশ্চিম গ্রামের খেলোয়াড়দের পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিতে দিতে সেই গ্রামের মাতবর বাছা মিয়ার পেছনেপেছনে যেতে দেখি। বাছা মিয়া পরে রাজাকার কমান্ডার হয়েছিলেন। দেশস্বাধীন হওয়ার পর বাছা মিয়াকে আর পাওয়া যায়নি। এখনো রাজাকার নাম উচ্চারিত হলে বাছা মিয়ার কথামনে পড়ে!

খেলায় আমাদের গ্রামের দল পাঁচটি গোল করেছে। সুফি চাচা একাই গোল করেছেন তিনটা। তখন জেলা দলে খেলতেন শফিক মাস্টার। সুফি চাচার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'আমাদের সুফি একদিন জাতীয় দলে খেলবে।'

জমিদার চেরাগ মিয়া সুফি চাচার গলায় কাগজের মালা পরিয়ে দিলেন। হাতালি মাঠের পশ্চিম দিগন্তে অস্তগামী সূর্যকে পিছনে রেখে হাঁটছিলেন সুফি চাচা। পেছনে পেছনে লোকজন স্লোগান দিচ্ছিল— জয় বাংলা।

দীর্ঘদেহী সুফি চাচা নায়কের মতো হাঁটছেন! জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত গ্রাম!

সত্তরের নির্বাচনের কিছু আগের সময় তখন। জয় বাংলা স্লোগান তখন নতুন স্লোগান। আলাদা উদ্দীপনার, আলাদা শিহরণের। নির্বাচনের ডামাডোল চারদিকে। পাকিস্তান ফেরত কর্নেল ওসমানী আমাদের এলাকা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। মুখে মুখে তখন বঙ্গবন্ধু আর শেখ মুজিবের নাম। এরইমধ্যে জানা গেল, গ্রামের মাঠ ছেড়ে সুফি চাচা পুলিশের চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। গ্রামের সবাই বলাবলি করতে থাকল, পুলিশের হয়ে জাতীয় লীগে একদিন খেলবেন বাঘা গ্রামের সুফি।

মায়ের একমাত্র ছেলে সন্তান সুফি পুলিশের প্রশিক্ষণ শেষ করতে পারেননি। জাতীয় দলে তাঁর ফুটবলও খেলা হয়নি। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ সুফি চাচা সারদা ট্রেনিং একাডেমীতে ছিলেন।

রাজশাহী থেকে পায়ে হেঁটে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়েসিলেটে নিজের গ্রামে ফিরেছিলেন। মধ্যরাতে দরজায়টোকা দিয়ে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সুফি। মায়ের বুকে মাথা লাগিয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েও নিয়েছিলেন। শান্তির ঘুম।

চাচাতো ভাই মঈন উদ্দিন চৌধুরীর পরামর্শে আবার বাড়ি ত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁকে। শহর থেকে পালিয়ে আসা লোকজনের ভিড়ে তখন আমাদের বাড়ি শরণার্থী শিবির। ঘুম থেকে উঠেই সুফি চাচার সংবাদ জানতে পারি। আমার বাবার চাচী, সুফি চাচার মা-রাতে তাঁর ছেলের ঘরে ফেরা আর চলে যাওয়ার গল্প করছিলেন। বলছিলেন, মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটায় ফুলে ওঠা পা নিয়ে ছেলেটি চলে গেছে। গেছে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে!

যাওয়ার আগে গুড়ের সন্দেশ খাইয়ে দিয়েছেন ছেলেকে! মায়ের হাতে এ সন্দেশটা সুফি চাচার প্রিয় ছিল।

আগস্ট মাসের এক রাতে সুফি চাচা ভারত থেকে গ্রামেএসেছিলেন। পকেটে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক দেওয়ান ফরিদ গাজীর চিঠি। গ্রাম থেকে যুবকদের নিয়ে রাতেই সুফি চাচা ভারতের পথে হাঁটতে শুরু করলেন।

কয়েক গ্রাম হাঁটার পর সূর্য উঠেছে। সঙ্গী জলিল, ফারুকসহ এক বাড়িতে আশ্রয় নিলেন, সূর্য ডুবলে আবার যাত্রা শুরু করবেন বলে। সে যাত্রা আর শুরু হয়নি।

ঘুমন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় রাজাকারের দল। তুলে দেয় তাঁদের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে।

সিলেট ক্যাডেট কলেজে তাদের বন্দি করে রাখা হয়। পাকিস্তানি সেনারা নির্যাতন শুরু করে। পকেটে পাওয়াচিঠির জের ধরে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম-ঠিকানা চায় সুফি চাচার কাছে। নির্যাতনের পর ফারুকও জলিলকে সিলেট কারাগারে পাঠিয়ে দেয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

জান্তা সরকার তখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিল। কিছু কারাবন্দি মুক্তি প্রদান করলে সুফি চাচার সঙ্গী, আমাদের গ্রামের ফারুক ও জলিল ছাড়া পেয়েছিলেন।দেশের জন্য লড়তে যাওয়া গ্রামের সাধারণ এ যুবকরাপ্রাণে বেঁচে ফিরতে পেরেছিলেন। ফিরতে পারেননি সায়েফ উদ্দিনচৌধুরী। আমার সুফি চাচা।

ফারুক, জলিলের সাথে ফিরেছিল কিছু লোমহর্ষক গল্। এ গল্প আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি।

মুক্তি পাওয়া যুবকদের কাছ থেকে সুফি চাচার গল্প শুনেছি। সুফি চাচার ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁরা কেঁদেছেন। অমানসিক নির্যাতন সহ্য করেও সুফি চাচা তাঁর জ্ঞাতি ভাইদের নাম বলেননি। প্রকাশ করেননি কোনো মুক্তিযোদ্ধার পরিচয়। এ পরিচয় জানতে পারলে পুরো গ্রামজ্বালিয়ে দিতো পাকিস্তানি হানাদাররা। এমন ভয়ে তটস্থ ছিল পুরো গ্রাম।

দেশ স্বাধীন হলে মঈন উদ্দিন চৌধুরীরা বীরের বেশে দেশে ফিরে আসেন। জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে সেদিন বীরদের আগমনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বাঘা গ্রাম।

মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রাম হিসেবে পরিচিতি পাওয়া বীরদেরদর্পিত আগমনে একাত্তরের সোনালী ডিসেম্বরে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। বাড়ির সামনের মাঠে লাল সবুজের পতাকা উড়ছে। তাকিয়ে আছেন সুফি চাচার মা, আমার দাদী।

এক মায়ের উতলা মনের খবর সেদিন ধাতস্থ করতে পারিনি। সুফি চাচা ফিরে আসেননি। যুদ্ধ শেষ হলে সিলেট ক্যাডেট কলেজ এলাকার বধ্যভূমিতে খোঁজা হয়েছে তাঁর লাশ। বধ্যভূমিতে হাড়ের স্তূপ! দেশের জন্য আত্মহুতি দেয়া জানা অজানা বীরদের সাথে মিশে গেছে শহীদ সুফির মরদেহ!

শহীদ সুফির মা, চেয়ে থাকতেন দরজা খোলা রেখে। বছরের পর বছর গেছে। মা পথ চেয়ে বসে থাকতেন, ছেলে ফিরবে বলে!

একমাত্র ছেলে সন্তান হারিয়ে শহীদ সুফির মা বেঁচে ছিলেন আরও চার দশক। অশ্রুর স্রোতধারায় তাঁর গালে স্থায়ী ক্ষত দেখেছি।এ ক্ষত চিহ্ন বয়ে গেছেন তিনি চারটি দশক। তাঁর হৃদয়ের ক্ষত দেখিনি। দেখার কোনো ক্ষমতা নেই বলে চেষ্টাও করিনি। সন্তানহারা মায়ের বেদনা পরখ করে দেখার নয়, পরিমাপ করারওনয়!

গুড়ের সন্দেশ বানাতেন আমাদের এ দাদী। প্রতি ঈদেএ সন্দেশ খাওয়ার জন্য আমার অবধারিত গন্তব্য ছিলসুফি চাচার ঘরে। যুদ্ধের আগে সুফি চাচার সাথে বসে

সন্দেশ খেতাম। যুদ্ধের পর সন্দেশ খেতে খেতে বলতাম, দাদি আপনি খাবেন না?

: না! আমার সুফির বড়ো শখ ছিল এ সন্দেশ খাওয়া!

শেষবারের মতো এ সন্দেশ খাইয়ে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে বিদায় দিয়েছিলেন ছেলেকে। ছেলে আর ফিরেনি। প্রতি ঈদে আমার দাদী সন্দেশ হাতে নিয়ে বলতেন, 'একদিন ঠিকই ছেলে ফিরে আসবে!'

সুফি চাচা ফিরে আসেননি।

দেশের জন্য যুদ্ধ করা আমাদের গ্রামের বাড়িতে এখনআর কোনো মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে নেই। দেশ স্বাধীন করে দেশের কাছে, কারও কাছে তাঁদের কোন কিছু চাওয়া পাওয়ার ছিল না। খেতাব, পদকের জন্য দৌড়ঝাঁপ দিতে দেখিনি কোনোদিন। দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন, এ দাবি নিয়ে কারও কাছে যাওয়ার বিকার দেখিনি কোনোদিন!

সুফির মা ছেলের অপেক্ষা করতে করতে বিরান ভিটে রেখে নিজেও চলে গেছেন। সে ভিটেতে এখন ঘুঘু উড়াল দেয়। জানান দেয়, উড়াল দেয়ার স্বাধীনতা!

বাড়ির পাশ দিয়ে গেলে কেউ কি থমকে দাঁড়ায়? দেশ কী কিছু করেন শহীদ সুফির জন্য? স্বজনদের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে বাঘা গ্রামে শহীদ সাইফ উদ্দিন চৌধুরী সুফি তোরণ!

নাগরিক মুক্তিযোদ্ধাদের নাম আমরা জানি। তাদের নিয়ে উচ্ছ্বাস হয়। কৃতিত্ব আর গৌরবগাঁথার নাগরিক বাণিজ্য হয়।অজোপাড়া গাঁয়ের পথটি অতিক্রম করতে গিয়ে কারও কি একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে? সম্ভাবনাময় এক সাহসী বীরের আত্মাহুতিতে স্বাধীন স্বদেশে কারও কি মাথা নুইয়ে আসে বিনম্র কৃতজ্ঞতায়?

আরেকজন অপুর গল্প

আবদুল্লাহ জাহিদ

আম-কাঁঠালের নরম ছায়ায় ঢাকা গ্রাম। গ্রামটির নাম পাচলগোটা, উদ্ভূত একটা নাম। কোথা থেকে এই নাম এলো কেউ তা জানে না—বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁ বলতে যা বোঝায় এই গ্রামটি তাই। গ্রামটি মুসলমানের। এখানকার মানুষই কৃষি কাজ করে।

তবে তারা বেশিরভাগই দরিদ্র কৃষক। অনেকেই কামলা দিতে চলে যান পাশের সচ্ছল হিন্দু গ্রামটিতে। এই গ্রামের ছেলেরা স্কুলে যায় না। একটা পাঠশালা আছে সেখানেই কিছু বাংলা অক্ষর জ্ঞান নেয়। গচিহাঁটা রেল স্টেশন এখান থেকে কমপক্ষে পাঁচ মাইল দূর। আমাদের গল্পের নায়ক সুরুজ কখনও রেলগাড়ি চড়া তো দূরে থাক চোখেই দেখেনি। মধ্যরাতে যখন গাড়ি যায় তখন এতদূর থেকেও রেলের শব্দ ভেসে আসে। সুরুজ মনে মনে ভাবে একদিন বাজানের সাথে গিয়ে দেখে আসবে। গ্রামটির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা নদী। নাম পাগলা নদী— এক সময় বর্ষায় দুই পাশের গ্রাম ভাসিয়ে দিত তবে এখন নামেই নদী আসলে বলা চলে এখন একটি সরু খাল—গরু-মহিষ অনায়াসে হেঁটে পার হয়ে যায়। কচুরিপানায় প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও চর পড়েছে, আর সেই চড়ে কেউ কেউ আবার মৌসুমি সবজির চাষ করে। এই নদীর একটা গল্প আছে—এক দরবেশ একদিন নদীর পাড়ে এসে মাঝিকে পার করতে বললেন। দরবেশের সাথে ছিল একটা কুকুর। মাঝি দরবেশকে বলল, "আপনাকে পার করবো, কিন্তু আপনার কুকুরকে পার করতে পারবো না।" দরবেশ অভিশাপ দিয়ে খড়ম পা দিয়ে কুকুরকে নিয়ে নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যান আর সেই থেকেই নদীটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেছে।

এই গ্রামের আশে পাশে কোন বড় রাস্তা নেই। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের একটি মাত্র মাটির রাস্তা। রাস্তাটি এই নদীর ওপর একটা কাঠের সেতু দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। সুরুজ প্রতিদিন পাঠশালা শেষ করে বাড়ি থেকে ছিপ নিয়ে চলে আসে খালের পাড়ে। রাস্তার ঢালে বসে মাছ ধরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মাছের ডোলা ভরে ফেলে পুঁটি আর খালসা মাছে। মাছ পেয়ে মা খুশি হন, পুঁটির ভাজা তারও খুব প্রিয়।

সেদিনও সুরুজ বসে মাছ ধরছিল। হঠাৎ দেখল রাস্তা দিয়ে একটা রিকসা আসছে। এই এলাকার মানুষ হেঁটেই চলাচল করে, দুয়েক জনের সাইকেল আছে। রিকসা দেখে সে খালের ঢাল থেকে রাস্তায় উঠে এলো। রাস্তার কাঠের সেতুটি একটু উঁচু তাই যাত্রী সাহেবটি যিনি আসলে স্কুল ইন্সপেক্টর রিকসা থেকে নেমে রিকসাটাকে হালকা করে দিলেন। রিকশাচালক তবুও রিকসা পার করতে পারছিল না। অবস্থা দেখে সুরুজ পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে পার হতে সাহায্য করে। সাহেবটি রিকসায় না উঠে সুরুজকে প্রশ্ন করেন, কি নাম তোমার? সুরুজ পুরো নাম কি?

সুরুজ আলী স্কুলে যাও না?

না পাঠশালায় যাই, আমদের গ্রামে তো স্কুল নাইকেন কাছেই তো কায়স্থ পল্লী স্কুল, সেখানে যাও না কেন?

সেই স্কুল তো আমাদের নেয় না—সেখানে তো শুধু হিন্দুরা পড়ে। আচ্ছা চল আমার সাথে। সুরুজ ইন্সপেক্টর সাহেবের সাথে সেই স্কুলে গেল। হেডমাস্টার সাহেবকে বললেন এই ছেলেকে ভর্তি করতে। হেডমাস্টার সাহেব সুরুজের মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে তাকে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করলেন। সেই থোকে বদলে গেল সুরুজের জীবন।

দুই

সুরুজের বাবা, সৈয়দ আলী এই সংবাদে খুবই আনন্দিত। তিনি তেমন সচ্ছল কৃষক নন, তবে সারা বছরের খাওয়া-পরা কৃষি থেকেই চলে যায়। একমাত্র ছেলেকে পড়াতে চান, তাই তার পড়াশোনার জন্য বাসায় জায়গীর মাস্টার রেখেছিলেন। তিনি শিক্ষিত একাকী মানুষ, অনেকটা সংসার ত্যাগী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বার্মায় এক কাঠ ব্যবসায়ীর ক্যাশিয়ার ছিলেন। মহাযুদ্ধের পর সেখানে দাঙ্গা দেখা দিলে পালিয়ে দেশে আসার সময় তার পায়ে গুলি লাগে। অনেক দিন একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে ছাড়া পেলেও তার পাটি খোঁড়া হয়ে যায়। তিনি লাঠিভর দিয়ে চলাফেরা করেন। তিনিই সুরুজকে গৃহেই পড়ান। কিশোরগঞ্জ শহর থেকে সুরুজের জন্য ইংরেজি আর বাংলা বানান আর গ্রামারের বই নিয়ে এসেছেন। সুরুজ তাঁর কাছেই বাংলা আর ইংরেজি শিখেছে আর তাই স্কুলে তার কোন অসুবিধা হয়নি, বরং খুব ভাল ফল করল। সুরুজ ক্লাস ফোরে জলপানি পেল। কায়স্ত পল্লীর সেই স্কুল ছিল ক্লাস সিক্স অবধি। হেডমাস্টার সুরুজের বাবাকে ডেকে পাঠালেন—বললেন ছেলেকে যেন কিশোরগঞ্জ জেলার পড়তে পাঠায়। সুরুজের বাবা বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বললেন। তাদের দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় সুরুজকে তার বাসায় জায়গীর রাখতে রাজি হলেন। বিনিময়ে ঐ বাড়ির দুইটি ছোট বাচ্চাকে পড়াতে হবে। সেখান থেকে কিশোরগঞ্জ স্কুল প্রায় দেড় মাইল দূর। তাকে সেখান থেকে প্রতিদিন হেঁটে যাতায়াত করতে হবে। গ্রাম থেকে এই প্রথম সে শহরে যাচ্ছে। এই গ্রামের আর কেউ শহরে পড়তে যায়নি। সুরুজকে বিদায় দিতে মা-দাদী অনেক কাঁদলেন। সুরুজ আর তার বাবা হেঁটে বড় রাস্তা পর্যন্ত এলো। সেখান থেকে তারা একটা রিকসা ভাড়া নিয়ে সেই জায়গীর বাড়িতে এলো। জায়গীর পরিবারটি খুবই দয়ালু। তারা সুরুজকে সাদরে গ্রহণ করলো। পরদিন সকালে জাইগীর বাড়ির চাচা তাকে তার সাইকেলের পিছনে বসিয়ে কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলের সামনে নামিয়ে দিলেন। শহরের স্কুলে ভর্তি হবে বলে তার বাবা নতুন পায়জামা পাঞ্জাবি কিনে দিয়েছিল। সেগুলি পরেই সে স্কুলে এলো, তখন স্কুল শুরু হয়ে গেছে। গেটে ঢুকেই দপ্তরিকে বলল সে হেডস্যারের কাছে যাব। দপ্তরি তাকে হেডমাস্টারের রুমের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভিতরে অনুমতি আনতে গেল। হেডস্যার, জগদীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দিয়েছে। বনেদী চেহারা। ছয় ফুটের বেশি লম্বা। ভারী চশমার লেন্সের মধ্যদিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন—কি চাই? সুরুজ তার পকেট থেকে হেডস্যারের চিঠিটি দিল। জগদীশ বাবু দপ্তরের দিকে তাকিয়ে বললেন "ক্লাস সেভেনে 'এ' সেকশনে নিয়ে যাও।"

সুরুজ যথারীতি দপ্তরীর পিছু পিছু গেল, কিন্তু সেই ক্লাসের শিক্ষক সুরুজকে নিতে রাজি হলেন না। দপ্তরীর সুরুজকে নিয়ে আবার হেডমাস্টার সাহেবের কক্ষে এলো। এবার হেডস্যার নিজে সুরুজকে নিয়ে শ্রেণীকক্ষে এলেন, ক্লাস শিক্ষককে বললেন, "বিজয় তুমি জান এই ছেলে একজন স্কলার, তাকে 'এ' সেকশনেই নিতে হবে।"

সুরুজকে এ সেকশনে নেয়া হলো। সে পিছনের বেঞ্চে নিহার নামে এক ছেলের সাথে বসলো। বিজয় বাবু সুরুজকে বললেন—"তোর পরীক্ষা নিব, দেখি কেমন স্কলার— বোর্ডে আয়।"

সুরুজ ভীরু পায়ে বোর্ডে গেল। তিনি বললেন, লেখ, "পিপীলিকা, নিরিবিলি, সহযোগিতা, ভাগীরথী...।" এইভাবে দশটি বানান দিলেন আর সুরুজ সব বানান শুদ্ধ লিখল। বিজয় বাবু নরম হলেন, নিজের ব্যক্তিত্ব রেখে গম্ভীরভাবে বললেন, "বস, মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করবা। অসুবিধা হলে আমাকে জানাবে।"

ক্লাস শেষ হতেই সবাই দৌড়ে বাইরে চলে গেল। সবাই যেন তাকে অবজ্ঞা করছে। সুরুজ ভাবছে সে কি পারবে শহরের স্কুলের পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে। মন খারাপ করে তার বেঞ্চেই বসে রইল। শুধু একটি ছেলে শ্যামল তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এসো। সে ছিল সেই ক্লাসের ফাস্টবয়, স্থানীয় বনেদী হিন্দু পরিবারের সন্তান। দুজনের বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

শহরের সব কিছুই তার ভাল লাগছিল। সে অবাক হয়ে শহরের মানুষের চলাচল দেখে। শহরের মেয়েগুলিকে তার পরীর মতো লাগে। বিশেষ করে সকালে যখন তারা দলে দলে নীল, লাল ইউনিফর্ম গায়ে স্কুলে যায়। শহরে সুরুজের আরো কিছু বন্ধু হয়ে গেল। তাদের সাথে কায়দা করে সিগারেট খাওয়া শিখল। প্রথমবার রঙমহলে সিনেমা দেখল। উত্তম-সুচিত্রাকে চিনলো। 'অগ্নিপরীক্ষা', 'শিল্পী' 'হসপিটাল' –অনেকবার করে দেখল। দেখতে দেখতে তিন বছর পেরিয়ে গেল। আগামীকাল সুরুজের মেট্রিক পরীক্ষা। সুরুজের মনে হলো, কত মানুষ তার রেজাল্টের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তার বাবা তাকে প্রতিমাসে কষ্ট করে টাকা পাঠিয়েছেন, স্কুলের খরচ দিয়েছেন। মা-বাবা ছাড়াও

গ্রামের মানুষও তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে কি ভাল রেজাল্ট করতে পারবে? তার সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে সে খুব বিষণ্ণ বোধ করছিল। বিকেলবেলায় কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকল। বন্ধু শ্যামল এসে তাকে ডেকে উঠল। বলল, "কি হয়েছে?" সুরুজ বললো, "আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, আমি পরীক্ষায় কিছুই লিখতে পারবো না।"

শ্যামল বললো, "আরে সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি তো ক্লাসে ভাল রেজাল্টই করেছ। চল নরসুন্ধার পাড় থেকে হেঁটে আসি, ভাল লাগবে।" পরদিন সুরুজ ভীরু পায়ে আজিমুদ্দিন স্কুলে মেট্রিক পরীক্ষা কেন্দ্র ঢুকল।

(এই গল্পে নায়ক আমার বাবা, ১৯ এপ্রিল ছিল তাঁর মৃত্যুদিন। তাঁর বই "জীবন থেকে পাওয়া" এই গল্পটির উৎস)

হৃদ্যতা

জাকিয়া শিমু

ঈদের বাকি মাত্র দিন সাতেকের। এরমধ্যে ধরাদমে এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটতে পারে নুরির বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে রসুই ঘরের দাওয়ায় বসে হাত-পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে মরা চিৎকার জুড়ে দেয়। তার চিৎকারের আওয়াজ শিখার কর্ণগোচর হলেও সে সাড়া দেয় না! শিখা, নুরির খুব কাছের বন্ধু— বাড়ি কয়েক ঘর পেরিয়ে একই পাড়ায় বাস। কে বা কারা রাতের অন্ধকারে মেহেদি গাছের সবপাতা তুলে নিয়ে গেছে। মহা সর্বনাশের কথা! নুরিদের বাড়ির মেহেদি ছাড়া ঈদের আনন্দ পুরোটাই মাটি!

এত বড় লঙ্কাকাণ্ড ঘটার পরও শিখাকে বেশ ভাবলেশহীন দেখায়। নুরির মনে এতক্ষণের সন্দেহটা ফুলেফেঁপে তিন সত্যি হয়ে ওঠে। সূর্য যখন ভোরের আকাশে গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকে তারও আগে প্রায়ান্ধকারে- শিখা প্রতিদিন নুরির বাড়ি চলে আসে। কখনও গাব- বকুলের ফুল কুড়ানো কখনো আম জাম গাছের তলায় তাদের ভোর হয়। আজ কান্নার বিকট আওয়াজও তাকে টলাতে পারেনি। মানুষ যখন কোনো বিশেষ বিষয় গোপন করে তখন সে এক ঘোরের মধ্যে থাকে। ছোটো বড়ো কোনো ঘটনাইতার মধ্যে চেতন জাগাতে পারে না। শিখা কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা করছে। নুরি অনেকটা জোর জবরদস্তি করে যখন শিখাকে নিয়ে তার বাড়ি যায়, আসল রহস্য দিনের আলোর মতো খোলাসা হয়ে যায় !

শিখার বাবা কামাল কাকা গতরাতে বাড়ি ফিরেছেন। এবং অবশ্যই শিখার জন্যে সদর ঘাটের বাজার থেকে রানীসুট এনেছেন। শিখা তা গোপন করতে এতসব মিথ্যে অভিনয় করে যায়। গত ইদের পর থেকে তারা দু'জন এক অভিন্ন স্বপ্নে বিভোর হয়ে অধীর অপেক্ষায় আছে। অবশ্য এত বড়ো স্বপ্ন দেখার সাহস কিংবা সুযোগ কোনটাই তাদের ছিল না। বরাবরের মতো রঙিন ছিট কাপড়ের জামা-প্যান্ট পরে তাদের ভীষণ খুশির ঈদ কাটে। তা ও বা গাঁও-গেরামের ক'জনের কপালে জোটে। গাঁয়ের বেশির ভাগ ছেলেপুলেরাই ধুলি মলিন পোশাকে ঈদের আগে ক্ষারসাবানে কেচেকুচে পরিষ্কার করে ঈদগায়ে পরে আসে। কিন্তু প্রতি ইদে খুব কষ্ট করে হলেও তাদের বাবা রঙিন ছিটকাপড়ে দর্জি দিয়ে জামা -প্যান্ট গড়িয়ে দেন। ঈদের পর অবশ্য সেটা ক্ষারে কেচে সাদা কর্পূরের গুটি ভরে মা টিনের ট্রাঙ্কে তুলে রাখেন। কোরবানি ইদ কিংবা নানাবাড়ি বেড়ানো ছাড়া সে কাপড় বাড়তি পরার সুযোগ থাকে না। কিন্তু গত বছরের এক চমকপ্রদ ঘটনা তাদের দু'বন্ধুর মাথা উলটপালট করে দেয়।

তাদের গাঁয়ের ঠাকুরবাড়ির ঠাকুরঘরের পেছন জুড়ে বিস্তর খোলা মাঠ। সেখানে দুর্গাপূজার পুরোটা সময় লেগে মেলা বসে। সারাবছর গাঁয়ের লোকেরা অপেক্ষায় থাকে সে মেলার। মেলার শুরু থেকে দশমী অবধি সকাল-সন্ধ্যা পুরোটা সময় জোঁকের মতো মেলায় লেপটে থাকে শিখা, নুরি। মা-দশমীর দিন এক- আধটা খুচরো পয়সা দেন কিন্তু বাকি সময়েও তাই বলে শখ আহ্লাদ মেটাতে ঘাটতি পরে না। ক্ষণে ক্ষণে ঠাকুরঘরের প্রসাদ দেয়া হয়। হাত বাড়িয়ে নিলেই হলো। বিন্নি বাতাসা, তিলে কদমা, মুড়ি মুড়কি কী নেই সেখানে। গরম গরম ফুলুরি, জিলেপি, চানাচুর মুরলি। এসব দোকানের আশেপাশে ঘুরঘুর করে দু-চারটে কোঁচরে ফাঁকফোকরে ঢুকিয়ে ফেললেই হল, দেখভাল করার কেউ নেই। এই মেলাকে উপলক্ষ করে পুরো এলাকায় উৎসবের রমরমা আমেজ। বিকেল বেলায় মেলায় ঢের লোকের ভিড়। এমন ভিড়ে সবার চোখকে স্থির করে দিয়ে ঠাকুরবাড়ির নাতনী ঠাকুরঘরের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসে। মনে হয় যেন আকাশ থেকে গোলাপি পরীর ভুল করে ধরায় নেমে এসেছে। শিখা, নুরি অপরূপ রূপের গোলাপি পরী দর্শনে দস্তুর মতো হা হয়ে চেয়ে থাকে।

মেয়েটি বয়সে তাদের প্রায় সমবয়সী, শহুরে মেয়ে। গাঢ় গোলাপি রঙের রানীসুটে মেয়েটিকে মানুষ নয়- ঠাকুরঘরে রক্ষিত মাটিতেগড়া অপার সৌন্দর্যের সাক্ষাত দেবী মনে হয়! মেয়ে যখন হেঁটে যায় মনে হয় যেন বাতাসে ভর করে উড়ে বেড়ায় লাটাইবিহীন গোলাপি ঘুড়ি। একটি বার সেই জামা ছুঁয়ে দেখার কী যে আক্ষেপ! যদিও শহুরে ঠাক ঠমকের আবরণে বন্দি গোলাপি পরীর ভারিক্কি-গর্বিত মেজাজের আঁচে তাদের সে সাহস হয়ে ওঠে না।

তারপর থেকে তাদের প্রতিটিদিন ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। দুজনের সারাক্ষণের ভাবনায় সেই গোলাপি পরীর রানীসুট'। দুই বন্ধু সাদা আর আকাশনীল রঙের রানীসুট' পরে নীল আকাশের নিচে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াবে!

সংসারের গড়পড়তা অবস্থায় অবুঝ বয়সেও তাদের অনেক কিছু বুঝতে হয়। একটা সময়পর স্বপ্নগুলো কষ্টের শিশিরকণা হয়ে বুক জমিনে জমাট বাঁধে। চৈত্রের মাঝ দুপুরের আগুনের মতো তপ্ত ঝড়ো হাওয়ায় তাদের মনের মধ্যে তা দাপিয়ে বেড়ায়। শিখার বাবা কাজ থেকে বাড়ি আসলে মেয়ের উদভ্রান্ত চেহারা আঁচ করতে পারেন। বাবার প্রশ্নের সুযোগে এদ্দিন ধরে জমিয়ে রাখা বাক্সবন্দী আক্ষেপগুলো ঝরঝরিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাবা, প্রশ্রয়ের হাসি হেসে কথা দেন -পরের ঈদে ঢাকার সদরঘাটের বাজার থেকে তাকে রানীসুট' এনে দেয়া হবে। শিখার পছন্দের রং- ধবল রাজহংসের গায়ের রঙের মতন ধবধবে সাদা। সেই থেকে তার স্বপ্ন দেখা- শুভ্রসাদা রানীসুট পরে কাশফুলের পালক হয়ে ঘুরে বেড়াবে আগামী ইদে।

শিখার আবদার যখন গ্রাহ্য হয় নুরির বাবাও তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। কামাল কাকা এবং নুরির বাবা একই সাথে এই গাঁয়ের ধুলোকাদা মাটিতে বেড়ে উঠেছেন। একই ক্লাসে পঞ্চম শ্রেণী অবধি পড়াশোনার পাটও চুকিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে দুজনের পথ দুদিকে। কামাল চাচা ফেরি করে সিলভারের হাঁড়িপাতিলের ব্যবসা করেন। নুরির বাবা সদ্য ব্যাঙের ছাতার মতো বেড়ে উঠা গারমেন্টস ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ করেন। খুব কষ্টের কাজ। টেনেটুনে বেহাল দশায় সংসার চলে সেখানে শখ-আহ্লাদের খুব একটা যোগারজন্ত্র না থাকলেও সুখের অভাববোধ একেবারেই নেই।

কামাল কাকা শিখার জন্য শিখার স্বপ্নের সাদা ধবধবে রানীসুট নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এবার নুরির অপেক্ষা বাবা কখন ফিরবেন। বাবা অবশ্য বেতন পেলেই নুরির আকাশনীল রঙা রানিসুট নিয়ে বাড়ির পথ ধরবেন। এমনটাই কথা দিয়ে গেছেন।

ঈদের আর মাত্র একদিন বাকি। নুরির বুকের খাঁচায় আঁধার জমে বসে। পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের সাথে মালিকশ্রেণির চিরকালের বেতন ভাতা বিষয়ে বিবাদ এবং সংঘর্ষ! আর তাই হলো, নুরির বাবা এখন হাসপাতালে, বাঁচা মরার মধ্যিখানে ডুবসাঁতারে আছেন।

সারারাত নির্ঘুমে থেকে শিখা ঈদের ভোরে নিজের স্বপ্নের রানীসুট বন্ধু নুরির শিয়রের পাশে যতন করে রেখে বাড়ি ফিরে আসে। নুরি বাবার জন্যে সারারাত বিলাপ করে শেষরাতে ক্লান্ত শ্রান্ত দেহ নিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে আছে।

তারও কিছুটা সময় পর দু'বন্ধুকে হাতে হাত ধরে ঈদমেলায় দেখা যায়... শিখার পরনে গত ঈদের পুরনো জামা। নুরিকে শুভ্র সাদা ধবধবে রানীসুটে আকাশ থেকে নেমে আসা পরীর মতো লাগছে। শিখা, এক আকাশ মুগ্ধতা নিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

শ্রমিক দিবস বিশেষ সংখ্যা

হে মার্কেট থেকে হেঁটে এসেছে এই সভ্যতা

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

তোমার শ্রমে ঘামে যে ইটপাথরগুলো প্রাসাদে রূপান্তরিত হয়
যেসব সেতু পারাপারের জন্য নির্মিত হয়
যেসব ফার্নেসে উত্তুঙ্গ তাপে আকরিক গলিয়ে লোহা ফলাও তুমি
ধোঁয়ায় তাপে দহনে দীর্ঘ থেকে হ্রাস হতে থাকো
সে তুমি প্রগতির ধারক
যেসব টানেল তোমার আসুরিক শ্রমে মেট্রোতে রূপান্তরিত হয়
স্কাই-স্ক্র্যাপারগুলি একের পর এক ছায়া ফেলে দীর্ঘ উদ্যানে
শাবলে-গাঁইতিতে- কোদালে রাজপথগুলি প্রশস্ত হয়
তুমি তার নেপথ্যের কারিগর

দেখো , হে মার্কেট থেকে হেঁটে এসেছে এই সভ্যতা
রক্তে-ঘামে -হত্যায় পার হয়ে এসেছে এই পথ
জানি তুমি এই সভ্যতাকে আরো-আরো টেনে নিয়ে যাবে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম পথে ।

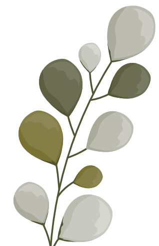

শ্রমিক মৌমাছি

জেবুন্নেছা জোৎস্না

সুমেরিয়ান থেকে সিন্ধু, প্রাচীন মিসরীয় -মায়া সভ্যতার ঔরসে
কৃষকের ঘামে লাঙ্গলের ফলায় অন্‌কুরোদগমের অজর বিশ্বাসে,
সিল্ক রোড ধরে বণিকের রমরমা ভেষজ- রেশমের বিপুল ঐশ্বর্যে
স্টিম থেকে স্টিলের অভিযাত্রায় আজকের কর্পোরেট বিশ্বে—
দিনে দিনে শ্রেণি বৈষম্যের দ্বন্দ্বে নির্মিত যে সমাজ-
এখনও সেখানে জীবনের গূঢ়তত্ত্ব বহন করে
শ্রমের বিনিয়োগে নিঃস্বার্থ মৌমাছি ব্যস্ত নেক্টার সঞ্চয়ে !

শিরোনাম বিহীন গল্পের প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে
কালশিটে অজস্র হাতের দাগ জ্বলজ্বল করে
অমল সোঁদা গন্ধের মুঠির মাটির প্রপাতে!
হে শ্রমিক, কৃতজ্ঞতা নাও সভ্যতার অবদানে—-
নির্মাণ করেছো এ সমাজ শ্রমিক মৌমাছির ত্যাগে!
দিয়েছ দেহজ রসদ সেলুলোজ, ভিটামিন, এনজাইম,
নানাবিধ খনিজে, যেখানে যা রয়েছে ঘাটতি কাঠামোতে!

কৃতজ্ঞ অতি ভোরে ওঠা সমাজের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের কাছে;
কৃতজ্ঞ গৃহকর্মীর ত্যাগে, সামান্য টাকার বিনিময়ে
যে অসুস্থ সন্তান রেখে অন্যের জীবন সহজ করে!
কৃতজ্ঞ আমার প্রস্তর কঠিন হাত লকলকে চুড়ির বদলে
খুঁজে চলে শতবর্ষী প্রাচীন হৃদয়ের অলি-গলি পথ
ভালো থাকার নিমিত্তে অন্ধকারে আলোর মশালে!

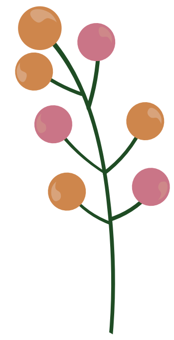

শ্রমিকপাখি

বেনজির শিকদার

আদিমহাতে কাস্তে-কাঁচি, কর্মে কাটে দিন;
গাছের কাছে শ্বাসের হিসেব, মাটির কাছেই ঋণ।
বলছি যাদের শ্রমিক-মজুর, বলছি যাদের চাষা;
তাদের ঘামেই শস্য ফলে, মৃত্তিকা পায় ভাষা।

তাদের ঘামেই অট্টালিকা, তাদের শ্রমেই বাড়ি;
দুঃখভরা জীবন জেনেও হাল কভু না ছাড়ি।
বানায় তারা সেতু-গাড়ি, বানায় রাস্তাঘাটও
মস্ত-বিশাল মিনার গড়েও, দেখায় তাদের খাটো।

কেউবা খাটে দেশ-জমিনে, কেউবা ছাড়ে মায়া;
বিদেশগামী অচিনপাখি হারায় দেশের ছায়া।
স্বজনশোকের ব্যথা-তুলি কষ্টছবি আঁকে;
বিদেশ-মুদ্রায় দেয় ভরিয়ে মাতৃভূমিটাকে।

অন্তরালে থাকে তারা, অজানা ক্ষয়ক্ষতি;
রেমিটেন্সের জোয়ার আসে, বাড়ে দেশের গতি।
শ্রমিকপক্ষ নিগৃহীত, মালিক সাজে ত্রাতা;
গতির চাকায় দৌড়ে বেড়ায় দেশের যারা মাথা।

কর্ম-বিভেদ দূর না হলে হয় না মানব-গান;
সু-সভ্যতায় সমানতালে তাদের অবদান।
শ্রমিকপাখির চতুর্দিকে শ্রম-শোষণের খাঁচা;
এভাবে কি ধুকতে ধুকতে যায় বেশিদিন বাঁচা?

মরতে মরতেই বাঁচে তারা, শক্ত তাদের পেশী;
শোষণ থামুক সাম্য-শামুক, শ্রমিক-প্রতিবেশী।

অধিকারহীন মানবসমাজ

সুমাইয়া আরিফিন

এ সমাজের সকল বিপত্তি পরিচ্ছন্ন আন্দোলনে
এইখানে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সংবিধানে কোনো স্বচ্ছ ন্যায্য শব্দের চর্চা নেই
সভ্য মানুষের আশ্চর্য অভিধানে 'অধিকার'- একটা বিলাসবহুল শব্দ।

সামাজিক অবস্থানে যাদের কামরা ছোট বা নেই বলা যায়, পৃথিবীর প্রয়োজনীয় স্থানে অবস্থানের ঘাটতি হয় তাদের।

বিশ্বসেরা মানব বলেছিল 'দিয়ে দাও তাদের হক, শুকানোর আগেই তাদের ঘাম'।
আমরা ভুলে যাওয়ার বাতিকগ্রস্ত জাতি
ভুলে যাই প্রেম! ভুলে যাই স্মৃতি!
আন্দোলনরত শ্রমিকের ঘড়ির সময়ানুবর্তিতা;
ভুলে যাই পৃথিবীর আলোর পেছনে অন্ধকার ছিল
শান্তির পিছনে ছিল রক্তের ইতিহাস।

এখানে শ্রমিক বেচা-কেনার হাট বসে
দর কষাকষিতে রমরমা ব্যবসা; ঘামের কণার মূল্য যখন নিলামে উঠে
দূর্বাঘাসের শিশির যখন মৃত্তিকায় লেপ্টে যায়,
হাসপাতালের বেড যখন অর্থ নির্ভর হয়ে যায়
পৃথিবী তখন ক্লান্ত হাসিতে বিশ্রাম নেয় ধারালো কোনো কুড়াল কিংবা কাস্তের তলায়।

অতীত, ইতিহাস, অধিকার
মানব সমাজ পিছিয়ে থাকবে শতাব্দী পূর্বের সুবিধাভোগী ব্যক্তিগত কামরায়।

শেষ ডাক তিনি শুনলেন না

অপরাহ্ণ সুসমিতো

ইমামউদ্দিন হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে অপেক্ষা করে। তার অপেক্ষা সূর্য কখন সরে। সূর্য উঠলে রোদ নামবে ঢলঢলানি তার উঠানে। সেকেন্দার ইমামউদ্দিনকে প্রায় পাঁজকোলা করে ঘর থেকে তুলে এনে উঠানে পেতে রাখা মাদুরে বসিয়ে দেবে। ইমামউদ্দিন সেখানেই বসে থাকবে।

ইমামউদ্দিনের কত বয়স? যদি বলা হয় পাঁচ কুড়ি, কে না মেনে নেবে? তার সমসাময়িক কেউ বেঁচে নেই ধারে কাছে। তিনি পচাশি হতে পারেন, নব্বই হতে পারেন আবার এক'শও, এখনও শ্বাস যে আছে।

তার স্ত্রী টকটক ফর্সা। হাঁটেন তেরসা। নোলক পরেন। তবে তিনিও বয়সের ভারে ষোলআনা নড়েন চড়েন। ইমামউদ্দিন বুড়োর সারাদিন খিদে পায় বলে স্ত্রী ফোঁসফোঁস করেন। সেকেন্দারকে শুনিয়ে বলেন-

স্ত্রী: বুড়ার প্যাটের মইধ্যে কি নৌকা ভাসতেছে?

সেকেন্দার: দেখেন না কাকীমা আমারে আবার ডাকতেছে।

দাঁত নেই বলে ইমামউদ্দিন মুড়ি চিবাতে পারেন না, পানিতে ভিজিয়ে নরম করে দেন তার স্ত্রী, শক্ত খাবার তিনি খান না। দুধে ভেজান না কারণ দুধে আবার বুড়োর পাতলা পায়খানা। রোদ নামে সকাল নয়টার বাঁশবাগানের সবুজপাতা সরায়ে। ডিসেম্বর সকালে শীত আছে হাঁসের ঠোঁটের মতো ছড়ায়ে। হাঁস যেমন শামুক গিলে খায়, দুপুর তেমন করে সকালকে পায়।

আকাশের সূর্য মাঝ আকাশে সাঁই সাঁই করে। প্রখর রৌদ্র বুড়োকে জানান দেয় সময়ের অসুর জীবনের নামতা পড়ে। তিনি গায়ের চাদর সরাতে চেষ্টা করেন, রোদে গা পুড়ে যাচ্ছে বিড়বিড় করেন। চেষ্টা করছেন রোদের দিকে পিঠ রাখতে। চাইছেন ছায়া মাখতে। একটা সময় সেকেন্দারকে ডাকার চেষ্টা করলেন গলার স্বরে। ডাকটা দুই হাত দূরেও গেলো না, কাছেই রইল পড়ে। একটা গোঁ গোঁ শব্দ কাছে ঘুরে বেড়ানো পোষা মোরগ মুরগি শুধু শুনে গলা উঁচিয়ে তাকাল। ওরা আবার খুদকুড়ো খাওয়ায় মন দিয়ে অবহেলাটা বুঝি আঁকল।

সেকেন্দার বাজারে যাবে। যাবার আগে ভাত খাবে। সাইকেল ও বাজারের ব্যাগ নিয়ে বুড়োর স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়ায়। দূরের সুপারি গাছে কতগুলো পাখি লেজ নাড়ায়। তিনি জানেন এই সময় সেকেন্দার বাজার করতে বেরুবে, তাকে ভাত তরকারি দিতে হবে। তিনি আগে ভাগেই টাকার থলে কোমরে গুঁজে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। একটা বিরক্তি নদী-ঊর্মি মুখে মাখেন। সেকেন্দারের এক ঝলকের কামলা জীবন। যেন অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে বাঁধা রিবন।

বুড়োর স্ত্রীর নাম কি আছে? আসলে তার নামের কোনো দরকার সাজে? কোন বাল্যকালে এই ইমামউদ্দিনের সাথে বিয়ে হয়েছে। তখন শ্বশুর বাড়িতে বউমা, তারপর বড় ছেলের নামে পাড়া প্রতিবেশী ডাকত বজলুর মা রয়ে গেছে। তারপর সংসারের লতা পাতা বেড়েছে আপনা আপনি। সংসার এই আশ্চর্য লতায় পাতায় জীবন সামনাসামনি।

এই বিয়ে দেয়া অব্দি কাজ। তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংসারের আকার বেড়ে যাওয়া সাঁঝ। বালিশের সংখ্যা বাড়ে। সবাই নিজে নিজের কাজ সারে। ছেলেমেয়েদের নামের জন্য চিন্তা করতে হয় না। হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তাই রাখতে তর সয় না। ইমামউদ্দিনের স্ত্রী নিজেও হয়ত নিজের নাম ভুলে গেছেন। এত এত বছর সংসার পাড়ি দিয়েছেন।

বুড়ি: সেকেন্দার বাজারে টাকা পয়সা কিন্তু অযথা খরচ করবি না

সেকেন্দার: আইচ্ছা কাকীমা যে যা দাম বলে, সেই দামে কিনব না

বুড়ি: তোর আবার চুরি করনের অভ্যাস। বিড়ি সিগারেট খাস..

রোদ প্রস্তুত ছিল। মেঘ বৃষ্টিকে অসহ্য মনে হচ্ছিল। মেঘের দল খানিকটা নুয়ে পড়তেই রোদ চিকুমিকু করে হাঁটল। উঠানের ওপারে দুধের সরের মতো রোদ ভাসল। জামা পরে সেকেন্দার জামার হাতা গুটাচ্ছিল। নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে রোদ নাচছিল। সে তার এলোমেলো চুল সরায়ে সামনে উড়ে বেড়ানো প্রজাপতিটার দিকে তাকাল। কোন আলাদা পরিকল্পনা এই মুহূর্তে নেই বলে ভাবনাটা ছড়ালো।

এই বুড়ির থলিতে কত টাকা থাকতে পারে? বাকি জীবন কত টাকায় কাজ সারে?

একটু পর ভাবনাটা হাত দিয়ে সরিয়ে দেখল, প্রজাপতিটা আচানক বুড়ি কাকীমার ঘাড়ের উপর বসল। সেকেন্দার হাসল।

: কাকীমা বুড়া মরলে বিয়া বসপেন নাকি?

: মর হারামজাদা, যাই দেইখা আসি, রান্নার আর কতখানি বাকি?

এত এত বয়স হলো বুড়ির, তবুও বিবাহের কথায় লাল হলো ফর্সা শরীর। কাঁপা হাতে কোমরে গুঁজে রাখা টাকার থলে বের করেন, সেকেন্দারকে বলেন;

: সইরা দাঁড়া।

সেকেন্দার একদম ধনুক সোজা, করল না একটু নড়াচড়া। কাকীমা ভাত বাড়ল, সেকেন্দার একবার বুড়োর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। ইমামউদ্দিন বুড়ো অত দূর থেকে দেখল কিনা বোঝা গেল না। বুড়ি একবার দেখে নিল পাতিলে জমানো দুধের ছানা। রান্নাঘরের পাশে পুরানো এক গাব গাছ। সেকেন্দার শব্দ শুনল কাছের পুকুরে ভুস করে ওঠা বোয়াল মাছ।

রোদ সরে গেল রান্না ঘরের দাওয়া থেকে, আকাশে জমল বুঝি মেঘ, বুড়োর আবার প্রস্রাবের পেল বেগ। অস্পষ্ট চোখে দেখল রান্না ঘরে কার যেন ছায়া, সেকেন্দার ছেলেটার জন্য তার অনেক মায়া। ওকে ডাকল, স্বরটা কাছেই থামল।

রান্না ঘর পাকা করবে বলে গাব গাছের গোড়ায় স্তূপ করে রাখা ছিল অনেক দিনের পুরানো ইট। সেকেন্দার মৃদু শিস দিতে দিতে একটা ইট হাতে নিল সঠিক। সহসাই রান্না ঘর পাকা করার কাজে হাত দিতে হবে। বর্ষা বাদলের আগেই কাজ শুরু না করলে শেষ হবে কবে?

কাকীমা ধমকে উঠল;

: হারামজাদা ভাত লইয়া বইসা আছি না? বাজারে যাবি না?

খুব সহজেই ইট দিয়ে সেকেন্দার কাকীমার পাতলা চুলের ফর্সা মাথায় জোরে মেরে দিলো। কাকীমা চেঁচানোর একবারই সুযোগই পেল। কত কত আগে মরে যাওয়া মাকে ডাকল। ফিনকি রক্ত পিচকারির মতো ছিটকে এসে সেকেন্দারের মুখে ও জামায় পড়ল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রান্না ঘর। পিঁড়ি পেতে বসে আরাম করে ভাত খেল সেকেন্দার, যেন লেগে গেল এক প্রহর। ঢক ঢক করে কাঁসার গেলাস থেকে ঠান্ডা পানি খেয়ে উঠল। আয়েশ করে ঢেকুর তুলল।

সেকেন্দারের মনে হলো জ্বর জ্বর লাগছে। শীত শীত শরীর জাগছে। সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে পরীক্ষা করে নিল যে বেল বাজে। তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে, সাইকেল চালাতে জটিল হবে সাঁঝে। ইমামউদ্দিন তার বসার জায়গাটাতেই পেশাব করে দিলো। কাঁপা রোদের জাদু টোনায় সেকেন্দারের চলে যাবার সাইকেল ধ্বনি কি সে শুনল?

এই অনেক অনেক দিন পর ইমামউদ্দিন বুড়ো তার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকার চেষ্টা করলেন;

: সু ল তা না আ্ আ্ আ্

বুড়োর অক্ষম গলার স্বরধ্বনি সেকেন্দারের কোমরে গোঁজা টাকার থলি থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো;

: না না না

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
NURUL AZIM
516-451-3748
Eastern Investment
Choudhury S Hasan MD
GASTROENTEROLOGIST
GOLDEN AGE
HOME CARE
Immigrant Elder Home Care LLC
Authorized Homecare
Department of Health, State of New York
Licensed Home Health Care Agency
BARI HOME CARE
PRESENTS
এসো হে বৈশাখ
ঈদ মোবারক
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা
শুভ নববর্ষ
১৪২৯
ঈদ পূণর্মিলনী
উৎযাপিত হবে
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
VENUE:
FRONT OF NOBANNO RESTUARANT
13TH MAY
2022 FRIDAY @ 3PM
পরিবেশিত হবে
মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
FREE
পান্তা ইলিশ, ভর্তা ও মেজবানী মাংস বিতরণ দুপুর ৩টায়
Hosted by:
Sadia Khondokar
SHOW TIME MUSIC
For More Information
646 546 6038
Cultural program 8PM
Nobanno Party Hall
37-22, 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

M&N HOME CARE SERVICES LLC
$23/hr
CD PAP - PCA - HHA
866-688-6922

অ র্জ ন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

5 May 2022, Thursday, 6th Year, Issue 268, 40 Pages

৫ মে ২০২২, ২৩ বৈশাখ ১৪২৯, ৪ শাওয়াল ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড পেলেন মোহাম্মদ এহসান

ডেস্ক রিপোর্ট

স্বেচ্ছাসেবক সপ্তাহ পালনকালে কানাডার নোভা স্কোশিয়ার প্রভিন্সের রাজধানী হালিফ্যাক্সে ২৭ এপ্রিল আয়োজিত হলো ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান।

হোটেল ডাবলট্রি হিলটনে হ্যালিফ্যাক্স রিজিওনাল মিউনিসিপ্যালিটি (এইচআরএম) আয়োজিত এবিশেষ অনুষ্ঠানে বৃহত্তরম জনকল্যাণমূলক কাজেম নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবকদের বিশেষ সম্মানসূচক ভলেন্টিয়ার সম্মাননা পুরস্কার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

মোহাম্মদ এহসান হ্যালিফ্যাক্সের মেয়র মাইক স্যাভেজের কাছ থেকে সম্মানসূচক ভলেন্টিয়ার পুরস্কার ও পিন গ্রহণ করেছেন। ছবি: সংগৃহীত

ডেলগাডো নিউইয়র্কের লেফটেন্যান্ট গভর্নর

উত্তর আমেরিকা অফিস

আন্টোনিও ডেলগাডো

নিউইয়র্কের রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হকুল কংগ্রেসম্যান আন্টোনিও ডেলগাডোকে রাজ্যের লেফটেনেন্ট গভর্নর হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন।

৩ মে মঙ্গলবার দেয়া ঘোষণায় একথা জানানো হয়েছে। দুর্নীতির দায়ে সাবেক লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্রায়ান বেঞ্জামিন গতমাসে পদত্যাগ করেছিলেন। রাজ্য

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

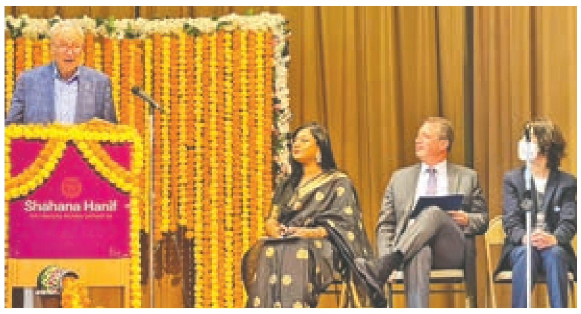

মঞ্চে শাহানা, বক্তব্য রাখছেন সিনেটর চাক শুমার। প্রথম আলো

ইতিহাসের মঞ্চে শাহানা হানিফ!

অভিষেক অনুষ্ঠান

সোহেল মাহমুদ

গাঁদা ফুলে সাজানো মঞ্চ। সাথে অনুষঙ্গ হিসেবে রাখা ছিলো তিনটা মাটির কলস। কোন ব্যানার নেই। মঞ্চে একপাশে রাখা তিনটা চেয়ারের একটি নির্ধারিত ছিলো শাহানা হানিফের জন্য। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে কাউন্সিল মেম্বার পদে নির্বাচিত হবার পর এই প্রথম নিজের এলাকায় অভিষিক্ত হলেন ইতিহাসের অংশ হওয়া এই ডেমোক্রেট।

২৩ এপ্রিল শনিবার ব্রুকলিনের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

ট্রুথ সোশ্যালে প্রথম পোস্ট

ফিরে আসার কথা জানালেন ট্রাম্প

বিশেষ প্রতিনিধি

ডোনাল্ড ট্রাম্প

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পোস্ট করেছেন।

২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পোস্টে তিনি লেখেন, 'আমি ফিরে এসেছি'।

এটি দুই মাস আগে উদ্বোধন হওয়া ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্পের প্রথম পোস্ট।

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে হামলা চালায় ট্রাম্পপন্থীরা। ট্রাম্প টুইটার ব্যবহার করে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

অভিবাসী ঘাটতিতেই শ্রমিক সঙ্কট

আমেরিকা

গতবছর জনসংখ্যার বৃদ্ধি সবচেয়ে ধীরগতিতে দেখা গেছে। এর বড় কারণ হলো অভিবাসন হ্রাস।

এইচ বি রিতা

কোভিড-১৯ মহামারির পর যুক্তরাষ্ট্রে বেশিরভাগ ভ্রমণ বন্ধ হয়ে যায়। এরসাথে অভিবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ হলে অনেক বিদেশি শ্রমিক নিজ দেশে ফিরে যায়। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের চাকরির বাজারে শ্রমিক সঙ্কট হয়েছে।

গত দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বছরে প্রায় ১ মিলিয়ন অভিবাসী যোগ হয়েছিল। কিন্তু সেই সংখ্যাগুলো ট্রাম্প প্রশাসনের সময় ধীরগতিতে পড়েছিল। মহামারি শুরুর পর ২০২০ সালে অভিবাসন সংখ্যা ২০১৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে।

গণনা অনুসারে, মার্কিন কর্মশক্তিতে বর্তমানে প্রাক-মহামারি পর্যায়েও ২ মিলিয়ন কম অভিবাসী রয়েছে।

অভিবাসীরা স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে তারা শ্রমিকদের একটি অসম অংশ তৈরি করে। উইলিয়ামস কলেজের অর্থনৈতিক অধ্যাপক টেরা ওয়াটসনের গবেষণা অনুসারে, পাঁচজন নার্সের মধ্যে একজন, চারজন স্বাস্থ্য সহকারীর মধ্যে একজন এবং দু'জন গৃহকর্মী এবং উদ্যান দেখাশোনার কর্মীদের মধ্যে একজন অভিবাসী রয়েছে।

অভিবাসন হ্রাস জনসংখ্যার প্রবণতাগুলো অন্যান্য কর্মীর জন্য চাপ তৈরি করছে। আমেরিকানরা দলে দলে অবসর নিচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীদের সবচেয়ে বড় প্রজন্ম বেবি বুমার (যারা ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৪ সালে জন্মেছেন) অবসর গ্রহণের বয়সে পৌঁছেছে, যা একটি দীর্ঘস্থায়ী জনসংখ্যাগত পরিবর্তন। তাঁদের অবসর গ্রহণের সংখ্যা মহামারি চলাকালীন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

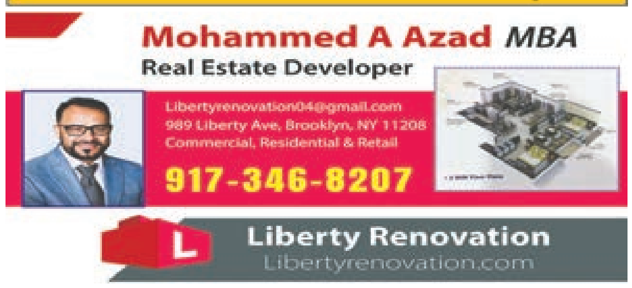

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com